পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 224 Tuesday, 15 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২২৪ সংখ্যা ❋ ৩০ আষাঢ় ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘মাকুদের’ নেতৃত্ব ভেস্তে দিয়েছে নবান্ন অভিযান, কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের নবান্ন অভিযান আজ ফের অসম্পূর্ণ থেকে গেল। বৃষ্টিভেজা রাস্তায় পুলিশের বাধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়েও শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন না। পরিবর্তে তাঁরা হাওড়ার শিবপুরে পুলিশ লাইনে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র সমালোচনা করে দাবি করেছেন, এই অভিযানের ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে আন্দোলনের মধ্যে মিশে থাকা ‘মাকু’ মনোভাবাপন্ন বামপন্থীদের হস্তক্ষেপ। শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে বলেন, ‘আজ আবার আপনাদের নবান্ন অভিযান অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। বৃষ্টি-বাদলের দিনে কষ্ট করে নবান্নে পৌঁছানোর চেষ্টা করেও মুখ্যমন্ত্রীর বদলে মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলতে হল, তাও হাওড়া পুলিশ লাইনে!' তিনি এই ব্যর্থতার জন্য আন্দোলনের মধ্যে থাকা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নেতৃত্বকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, এই ‘মাকু’ মনোভাবের লোকজন আন্দোলনের রাশ ধরে রেখে তা ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি উল্লেখ করেন,

এর আগে ‘আরজি কর’ আন্দোলনও এই ধরনের হস্তক্ষেপের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো করে জানেন কীভাবে মিথ্যা আশ্বাস আর ধোঁকা দিয়ে আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে হয়। এই কাজে তাঁর হাত শক্ত করছে আন্দোলনের মধ্যে মিশে থাকা এই ‘মাকু’ মনোভাবাপন্ন লোকজন। তিনি চাকরিহারা শিক্ষকদের এই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।’’ তাঁর পরামর্শ, রাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে আলোচনা করে সঠিক পথ বেছে নিন। বিজেপি আপনাদের পাশে আছে, আপনারা এই লড়াইয়ে একা নন। চাকরিহারা শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। এই আন্দোলন স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগে কথিত দুর্নীতির কারণে চাকরি হারানো শিক্ষকদের কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে তাঁদের দাবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবান্নের চারপাশে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পুলিশের বাধার কারণে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাতে পারেননি। পরিবর্তে, মুখ্যসচিবের সঙ্গে হাওড়া পুলিশ লাইনে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়, যা আন্দোলনকারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তৃণমূলের তরফ থেকে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে, ‘তারা বলেছে শুভেন্দু অধিকারী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। রাজ্য সরকার চাকরিহারা শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে নিয়োগের ব্যাপারে কথা বলছে।' তিনি বিজেপির এই মন্তব্যকে ‘রাজনৈতিক স্বার্থে'র অংশ বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের একাংশ শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, আন্দোলনের মধ্যে বাইরের হস্তক্ষেপ তাঁদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তবে, বামপন্থী নেতারা এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘‘আমরা শিক্ষকদের পাশে আছি, কিন্তু বিজেপি এই আন্দোলনকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়।’’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনের গতিপথ এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষকদের দাবি পূরণে সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তীব্র হয়ে উঠছে।

মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে সন্তুষ্ট নন চাকরিহারারা

‘যোগ্য’ তালিকা প্রকাশের দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। এদিন বিকেলেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ১০ মিনিটের বৈঠকে খুব একটা লাভজনক হল না চাকরিহারাদের জন্য। তাঁদের দাবি, মুখ্যসচিব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে দশ মিনিটেই পালিয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে, আজ রাতের মধ্যে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করার ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন তাঁরা। ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের একজন বলেন, ‘‘তালিকা প্রকাশ করা না হলে রাস্তা ছাড়ব না। আমরা খবর পেয়েছি সরকারি আইনজীবীর সঙ্গে অযোগ্যদের বৈঠক করানো হচ্ছে। অথচ আমাদের ‘যোগ্য'দের সঙ্গে কোনও বৈঠক আলোচনা হয়নি।’’ তাঁর কথায়, ‘‘টাকা দিয়ে চাকরি পেলে তাঁরা আপন ছেলে আর

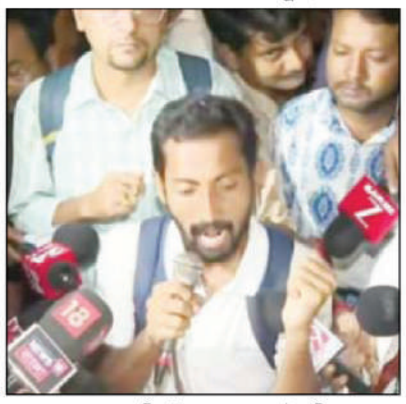

আমরা (যোগ্যরা) বানের জলে ভেসে এসেছি!’’ আজকের মধ্যে তাঁদের দাবি না মানলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছেন চাকরিহারারা। মৃন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব কোন জাদুবলে তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না?’’ এদিন মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন চাকরিহারারা। মুখ্যসচিবের একাধিক বক্তব্য নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন চাকরিহারারা। মুখ্যসচিব বলেন, ‘‘আপনারা তো বেতন পাচ্ছেন? তাহলে সমস্যা কোথায়?’’ এনিয়ে চাকরিহারাদের বক্তব্য, ‘‘যোগ্যদের কীসের ভিত্তিতে স্যালারি দেওয়া হচ্ছে? ওএমআর শিট কোথায়?’’ মেহবুব মণ্ডল বলেন, ‘‘ওনারা বারবার একটা জায়গা এড়িয়ে যেতে চাইছেন- যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ। ওনাদের একটাই বক্তব্য সুপ্রিম কোর্ট বললে তালিকা দিয়ে দেব। ওনারা বলছেন, তোমরা যদি বলো তালিকা প্রকাশ করতে তাহলে তোমরা ড্রাইভার আর আমার প্যাসেঞ্জার হয়ে যাব, তাতে গাড়ি যদি উল্টায় দায় তোমাদের।' অর্থাৎ তাঁরা দায়টা আমাদের উপর ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু দুর্নীতির দায় তো আমাদের না।’’ তৃণমূল নেতা খুনের পর তাঁর স্ত্রীকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘‘একজনের মৃত্যু অবশ্যই মর্মান্তিক। তাঁর স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এনিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু ১৯ হাজার যোগ্য চাকরিহারারা এভাবে ঘুরছে, এটা কি মর্মান্তিক নয়? সরকারের দুর্নীতির কারণে আমাদের চাকরি গেছে, এটাও একপ্রকার খুন। তাহলে যোগ্য চাকরিহারাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিক।’’ সোমবার সকাল থেকে শুরু হয় নবান্ন অভিযান। তবে নবান্নে যাওয়ার অনেক আগেই আটকে দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের। পরে জানানো হয় মুখ্যসচিব তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। সেই মতো ১৮ জন প্রতিনিধি ভিতরে যান। তবে আলোচনা সদর্থক হয়নি। নিজেদের দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা।

শমীক সভাপতি হতেই প্রধানমন্ত্রীর সভায় ডাক পড়ল দিলীপের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ ১৮ জুলাই, প্রধানমন্ত্রীর সভায় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে আমন্ত্রণ। ১৮ জুলাই দুর্গাপুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সভাতে আমন্ত্রিত রয়েছেন দিলীপ। উল্লেখ্য, এর আগে আলিপুরদুয়ারের সভায় ডাক পাননি দিলীপ ঘোষ। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সভাতেও দিলীপ ছিলেন না। বিজেপির রাজ্য সভাপতির পদে দায়িত্ব নেওয়ার পরই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, পুরনো ও নতুনদের একসঙ্গে নিয়ে চলবেন তিনি। আর শমীক দায়িত্ব নেওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রীর সভায় ডাক পেলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, দিলীপ অবশ্যই সেই সভাতে যোগ দেবেন। দিল্লি সফরে গিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের মুখে শোনা গিয়েছিল আক্ষেপ, তিনি দলীয় কর্মসূচিতে চেয়ারই পাননি। রাজ্য বিজেপির বৈঠক হচ্ছে, আর প্রাক্তন সভাপতি নাকি সামান্য একটা চেয়ারও পাচ্ছেন না! সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ফাঁকে মাঝেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া একটা কথায় গত কয়েকদিন ধরে তোলপাড় হয়েছে বঙ্গ রাজনীতি। কবে তিনি দলীয় কর্মসূচিতে চেয়ার পাননি? আর সেটা কার আমলে? রাজনৈতিক মহলে জল্পনা উঠতে শুরু করে, সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন কি কোনও কর্মসূচিতে গিয়ে চেয়ার পাননি দিলীপ ঘোষ?

এসব জল্পনার মাঝেই বিজেপি সদ্য নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নতুন-পুরনোকে চলার বার্তা নিয়ে সমস্ত বিতর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন। সূত্রের খবর, অত্যন্ত সচেতনভাবে সাবধানী পদক্ষেপ করছেন শমীক। যাতে কোনওভাবেই দলের পুরনো নেতাদের মনক্ষুন্ন না হয়। আর যেন এহেন আক্ষেপ বা অনুযোগ না শোনা যায় কারও মুখে। রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি শমীক বৃহস্পতিবার সকালে যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে। যান দিলীপও। সেখানে অবশ্য তাঁরা মুখোমুখি হননি বলেই সূত্রের খবর। কিন্তু ফিরে এসে উত্তরবঙ্গে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন শমীক। আর সেক্ষেত্রে দিলীপের অগ্রণী ভূমিকা থাকবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাংলায় তৈরি হচ্ছে বন্দে ভারত, ১২৬ কোটির জমি হস্তান্তর করল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ মেট্রো ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ নির্মাণে হুগলিতে ৪০ একর জমি দিল রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নবান্নে হওয়া রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হুগলির কোন্নগরে মেট্রো রেল ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ নির্মাণের জন্য টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড-এর যে বর্তমান ইউনিট আছে, তা সম্প্রসারণের জন্যই এই জমি দেওয়া হচ্ছে। এদিনের বৈঠকে ৪০ একর জমি হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের খবর এই জমি হুগলি জেলার কোত্রঙ ও ভদ্রকালী মৌজায় অবস্থিত। উত্তরপাড়ায় টিআরএসএল-এর বর্তমান যে ৩৪ একরের কারখানা আছে, তার ঠিক পাশেই মিলছে জমি। ১২৬ কোটি টাকার বিনিময়ে ওই ৪০ একর জমি ৯৯ বছরের লিজে হস্তান্তর করা হচ্ছে। এই জমি হস্তান্তরের ফলে টিটাগড়ে রেল কোচ নির্মাণে আরও গতি আসবে। এতে যেমন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, তেমনই মেট্রো ও বন্দে ভারত প্রকল্পে পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। হুগলি জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, টিটাগড় ওয়াগন তাদের কারখানা সম্প্রসারণ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। সেই মোতাবেক ৪০ একর জমি তাদের লিজ দেওয়া হয়েছে। সরকার সেই লিজের টাকা পাবে।

‘অন্যায় বরদাস্ত নয়’

ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থা ইস্যুতে সকলকে পথে নামার বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের উপর নির্যাতন ও হেনস্থা নিয়ে সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকেও ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানান, এমন হওয়া অন্যায় এবং তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এই ইস্যুতে ইতিমধ্যে যে মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে সকলকে সামিল হওয়ার বার্তাও দেন তিনি। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রায় পুরো সময় জুড়েই এই ইস্যু ঘিরে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘‘এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। বাংলার মানুষের পাশে আমরা আছি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। এখন সময় এসেছে সারা দেশে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার।’’ মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় দেড় কোটি মানুষ এসে বসবাস করেন। তাঁরা নানা ভাষাভাষীর, খাদ্যাভ্যাসও আলাদা। কিন্তু বাংলায় তাঁদের কেউ বিরক্ত করে না। তাঁরা শান্তিতে থাকেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ২২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ওড়িশা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে থাকেন। তাঁদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এমনটা কেন?’’ এই প্রশ্নই তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতেই আগামী ১৬ তারিখ রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, ওই দিন রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে হবে। গ্রাম, শহর সর্বত্র সাধারণ মানুষকে পথে

নামার আবেদন করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘এটা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। এটা বাংলার মানুষের মর্যাদার প্রশ্ন। সকলকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হতে হবে।’’ এককথায় মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা - শান্তিপূর্ণ পথে বাংলার মানুষকে এই মিছিলে সামিল হতে হবে। অন্যায় হলে তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতেই হবে। প্রসঙ্গত, ওই দিন কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল হওয়ার কথা। বেলা ১টা নাগাদ শুরু হবে এই কর্মসূচি। এদিকে আগামী ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচির দিনই বিজেপি উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে। সোমবার মন্ত্রিসভায় সেই অভিযানকে একেবারেই গুরুত্ব না দেওয়ার কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জায়গায় কলকাতায় কর্মীদের নিরাপদে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তিনি। উল্লেখ্য, এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে অনেক দিন বাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসঙ্গে মিছিলে হাঁটতে চলেছেন। দলের তরফে একটি পোস্টার শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেকের ছবি। নীচে লেখা, দুপুর ২টো থেকে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় এবং মানুষের অধিকার রক্ষার বার্তা দেওয়া হবে। মিছিলে রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ মানুষ ও কর্মী-সমর্থকদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। ঘটনা হল, সম্প্রতি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আদমশুমারির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা বলছেন, তাঁরা নাকি ‘বাংলাদেশি'। তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তৃণমূলের মতে, এটা সরাসরি বাংলা ভাষা ও বাঙালি পরিচয়ের অপমান। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিতে মঙ্গলবার কলকাতার রাস্তায় নামছেন পিসি-ভাইপো। সূত্রের খবর, হাওড়া, দমদম, সল্টলেক ও ভাঙড়-সহ একাধিক এলাকা থেকে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা মিছিলে অংশ নেবেন। বার্তা দেওয়া হবে- বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করলে রাস্তায় জবাব দেবে তৃণমূল।

ভিন রাজ্যে বাংলা বললেই ‘বাংলাদেশি’! ওড়িশায় আটকে বাংলার শ্রমিকরা, হাইকোর্টে মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার ‘অবরাধে' বাংলাদেশি তকমা! ওড়িশায় কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের বহু শ্রমিককে বেআইনি ভাবে আটকে রেখে, তাঁদের ‘অনুপ্রবেশকারী' তকমা দেওয়া হচ্ছে, বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে ফের জনস্বার্থ মামলা। সোমবার বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে হয় এই মামলার

প্রাথমিক শুনানি। আদালত জানিয়েছে, দিল্লিতে ছয় জন বাঙালিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর যে মামলা চলছে, এই মামলাটিও তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। পরবর্তী শুনানি আগামী বুধবার, দুপুর ২টোর সময় ধার্য হয়েছে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ওড়িশার একাধিক শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য সন্দেহভাজন করে তোলা হচ্ছে। অভিযোগ, তাঁদের অনেককেই কাজের জায়গা থেকে বেআইনিভাবে আটক করছে স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশ। কোথাও কোথাও তাঁদের বিরুদ্ধে ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিয়ে কাগজপত্র চাওয়া হচ্ছে। ফলে বহু শ্রমিকের মধ্যে ছড়িয়েছে তীব্র আতঙ্ক। কাজ হারানোর পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। হাইকোর্টে দায়ের হওয়া আবেদনে জানানো হয়েছে, এই ধরনের আচরণ সংবিধান বিরোধী এবং সম্পূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। এই মামলার সূত্র ধরেই ফের সামনে এল বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে নিরাপত্তাহীনতার ইস্যু। বহু শ্রমিক সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মী ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ এবং আগামী বুধবারের শুনানির দিকে এখন নজর রাজ্য-রাজনীতির পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মীদেরও। আদালতের হস্তক্ষেপে আদৌ বাংলার শ্রমিকদের সুরাহা হবে কি না, সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই।

আর পালানোর পথই রইল না, আরও বিপাকে সন্দীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠনের নির্দেশ। সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ বিশেষ সিবিআই আদালতের। স্বাভাবিকভাবেই আরও বিপাকে পড়লেন সন্দীপ ঘোষ। ২২ জুলাই হবে সাক্ষ্যগ্রহণ। জানা যাচ্ছে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই জালিয়াতি, প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, ধারাতে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ অভিযুক্ত আগেই মামলা থেকে অব্যাহতি থেকে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু শুনানির শেষেই বিচারক তাঁদের এই আবেদন খারিজ হয়ে দেন। আরজি কর

আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলে রয়েছেন সন্দীপ। চলতি বছরের শুরুতে তার থেকেই অব্যাহতি চেয়েছিলেন। মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন সন্দীপ ঘনিষ্ঠ সুমন হাজরা, বিপ্লব সিং ও আশরাফ আলি। আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল সন্দীপের বিরুদ্ধে। গত বছরের ডিসেম্বরে সেই মামলা থেকে অব্যাহতি পান তিনি। জামিন পান আর এক অভিযুক্ত, টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলও। তবে আরজি করে যে আর্থিক দুর্নীতির হদিশ পায় সিবিআই, তার ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রাক্তন অধ্যক্ষকে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক খাতে উজ্জ্বল বাংলা, সাফল্য বেকারত্ব হ্রাসেও!

পরিসংখ্যান দিয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিল নীতি আয়োগ। সম্প্রতি তাদের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, কর্মসংস্থান-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দেশের গড়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স-এ পোস্ট করে এই খবরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বেকারত্বের হার ছিল মাত্র ২.২ শতাংশ, যা দেশের গড় ৩.২ শতাংশের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম। এটি রাজ্যের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়ার প্রতিফলন বলেই মনে করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক ইতিবাচক পরিসংখ্যান-**সাক্ষরতার হার**- ৭৬.৩ (২০১১ অনুযায়ী), যা দেশের গড় ৭৩ শতাংশের চেয়ে বেশি। **শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য**-দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি পাশের হার এবং কম ড্রপ-আউট রেট। **জীবন প্রত্যাশা**-২০২০-তে ৭২.৩ বছর, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। **লিঙ্গ অনুপাত**-প্রতি ১,০০০ পুরুষে ৯৭৩ নারী শিশুর জন্ম, যেখানে দেশের গড় ৮৮৯। **শিশুমৃত্যু হার**-প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে ১৯ (২০২০)। **মোট প্রজনন হার**-প্রতি মহিলায় ১.৬টি শিশু (২০১৯-২১), উভয় ক্ষেত্রেই দেশের গড়ের চেয়ে ভাল। **জীবনের মান**-পানীয় জলের মতো পরিকাঠামোয় গড়ের তুলনায় উন্নত গ্রাহক সুবিধা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘এই সাফল্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতারই প্রমাণ। যাঁরা এই উন্নয়নের অংশীদার, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। জয় বাংলা!'

‘এসএসসি যা করেছে, পড়ুয়াদের ভালর জন্যই’, হাইকোর্টে সওয়াল রাজ্যের, অতিরিক্ত ১০ নম্বর কি দেওয়া হবে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তি ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। প্রশ্ন উঠেছে বয়সে ছাড় নিয়েও। আজ, সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। কিছুদিন আগেই চিহ্নিত অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। সোমবার বাকি মামলার শুনানি শেষ হলেও রায়দান স্থগিত রয়েছে। ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হওয়ার পর ২০২৫ সালে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। আর সেই বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু নতুন নিয়ম সংযোজিত হয়েছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে ১০ নম্বর অতিরিক্ত দেওয়া হবে। ২০১৬-র প্যানেলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের দাবি, এ ক্ষেত্রে তারা ওই নম্বর পাবেন না, ফলে শুরু থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এছাড়াও মামলাকারীদের প্রশ্ন, ২০২৫-এ নতুন রুল তৈরি করা হল কেন? সোমবার রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানিয়েছেন, ২০১৬-র রুল বলে এখন আর কিছু নেই। ২০১৯-এর রুল রয়েছে। তবে এজি-র স্পষ্ট বক্তব্য, নতুন রুল জারি করা যাবে না, এ কথা বলেনি শীর্ষ আদালত। রাজ্য আরও জানিয়েছে, সরকার শূন্যপদের হিসেব রাখতে থাকে, শেষ পর্যন্ত যখন নিয়োগের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন সব শূন্যপদ একসঙ্গে করে ঘোষণা করা হয়। আর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাজ্যের আছে। এদিকে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের বক্তব্য, ২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত নানা আইনি জটিলতায় অনেক যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেনি, ফলে তাদেরকেও সেই সুযোগ দিতে হবে বলে

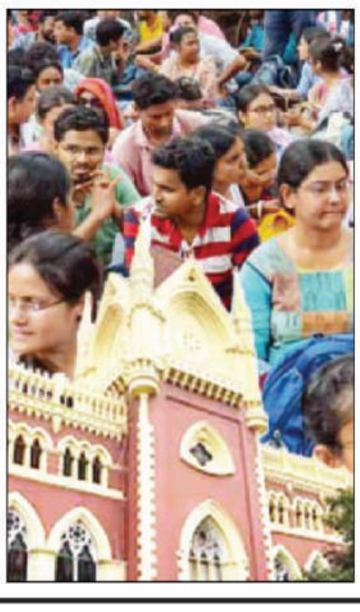

দাবি করেছেন এসএসসি-র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের স্পষ্ট দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই নিয়োগ হলেও ২০১৬ সালের রুল সংশোধন না করলে সেটা সম্ভব নয়। তাই নতুন করে রুল তৈরি করা হয়েছে। কমিশনের আইনজীবী বলেন, ‘‘যারা ২০১৬ সালের ওয়েটিং লিস্টে ছিল, তারা এত বছরেও চাকরিতে ঢুকতে পারেনি, তাদের ডাক আসেনি। তাহলে কোন যুক্তিতে ধরব যে তারা যোগ্য প্রার্থী? কোনও কোর্টের কোনও নির্দেশে ২০১৬ সালের রুল ধরে নিয়োগ করতে হবে বলেনি। অন্য কোনও স্কুল থেকে বা বেসরকারি স্কুল থেকে কেউ এসএসসি তে আবেদন করলে, তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়েই আসছেন, তাই তিনি ওই অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর পাওয়ার উপযোগী। কমিশনের অধিকার আছে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ করার।’’ এই প্রসঙ্গে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ‘‘নতুনদের জায়গা দিতে হবে তো! রাজনীতিতেও আমরা শুনি যে কবে এই বুড়োরা যাবে? তাহলে আমরা জায়গা পাব।’’ রাজ্য জানিয়েছে, কমিশনের কাছে বর্তমানে তিনটি বিধি আছে। ২০১৬ সালের বিধি, ২০১৯ সালের বিধি এবং ২০২৫ সালের বিধি। রাজ্যের বক্তব্য, যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হোক না কেন, সেটা পড়ুয়াদের ভালর কথা চিন্তা করেই করা হয়েছে। ফলে, কমিশন যদি পড়ুয়াদের ভালর জন্য ২০২৫ সালের বিধিকে উপযুক্ত বলে মনে করে, তাহলে কোনও চাকরিপ্রার্থী সেটাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন না। এদিকে, মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, আসলে আযোগ্যদের ফের সুযোগ করে দিতে নতুন করে রুল তৈরি করে পড়ানোর পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর করে পাইয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১১ দিনে অমরনাথ দর্শন দুই লক্ষাধিক ভক্তের, মসৃণভাবেই চলছে যাত্রা

শ্রীনগর, ১৪ জুলাই ঃগত ৩ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, বিগত ১১ দিনে দুই লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। সোমবার জম্মু থেকে ৬,১৪৩ জন তীর্থযাত্রীর আরেকটি দল কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সোমবার ৬,১৪৩ জন তীর্থযাত্রীর আরেকটি দল দু'টি এসকর্টেড কনভয়ে উপত্যকার উদ্দেশ্যে ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস ত্যাগ করেছে।প্রথম এসকর্টেড কনভয়টি ২,২১৫ জন যাত্রীকে নিয়ে ভোররাত ৩.৩০ মিনিটে বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং দ্বিতীয় এসকর্টেড কনভয়টি ৩,৯২৮ জন যাত্রীকে নিয়ে ভোর ৪টে নাগাদ নুনওয়ান (পাহেলগাম) বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

কানওয়ার যাত্রা নিয়ে বৈঠক করলেন যোগী, সুরক্ষাকেই বিশেষ অগ্রাধিকার

লখনউ, ১৪ জুলাই ঃপবিত্র শ্রাবণ মাসে কানওয়ার যাত্রার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করার জন্য সোমবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কানওয়ার যাত্রার তাৎপর্যের উপর জোর দিয়ে তিনি ভক্তদের জন্য শান্তিপূর্ণ, সুরক্ষিত এবং মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আধিকারিকদের সতর্ক, সংবেদনশীল এবং সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।ভক্তদের নিরাপত্তা এবং সুবিধা রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের যাত্রাপথে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসা পরিষেবা, পানীয় জল, ক্যান্টিন, বিশ্রামের জায়গা এবং শৌচাগার। তিনি মহিলা কানওয়ারিয়াদের নিরাপত্তা এবং আরামের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, মহিলা পুলিশ কর্মীদের কার্যকরভাবে মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে ড্রোন ক্যামেরা এবং সিসিটিভি ব্যবহার করে ২৪x৭ নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে কোনও বিঘ্ন রোধে গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে আরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, যাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। খাদ্য নিরাপত্তার উপর জোর দিয়ে তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা ও ওষুধ প্রশাসনকে ভক্তদের সরবরাহ করা খাদ্য সামগ্রীর মান এবং বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মালিতে অপহৃত ৩ ভারতীয়

জয়পুর ও বামাকো, ১৪ জুলাই ঃ পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে অপহরণ করা হয়েছে তিন ভারতীয়কে। সশস্ত্র জঙ্গিরা গত ১ জুলাই ওই তিন জনকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগের তির আল কায়দার শাখা সংগঠন জামাত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন (জেএনআইএম)-এর বিরুদ্ধে। জেএনআইএম এখনও পর্যন্ত এই অপহরণের দায় স্বীকার করেনি। তবে অতীতে মালি, নিজের, বুরকিনা ফাসোর মতো আফ্রিকার দেশগুলিতে যাবতীয় জঙ্গি

চিন সফরে জয়শঙ্কর, হান ঝেং-এর সঙ্গে বৈঠকে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের বার্তা দিল ভারত

বেজিং, ১৪ জুলাইঃদীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধানে চিন সফরে গেলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সোমবার বেজিংয়ে চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিলেন তিনি। এই সফরের তাৎপর্য শুধু দ্বিপাক্ষিক সৌজন্য বিনিময় বা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রোটোকলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ২০২০ সালে লাদাখ উপত্যকায় ভারত ও চিনা সেনার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরে এই প্রথমবার এত উচ্চস্তরের সরাসরি সফর দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলানোর এক সুপরিকল্পিত কূটনৈতিক প্রয়াস বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।এই সফরের মূল উপলক্ষ যদিও আন্তর্জাতিক জোট ' কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন' (এসসিও)-এর বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ, যা আগামী ১৫ জুলাই চিনের তিয়ানজিন শহরে আয়োজিত হচ্ছে, কিন্তু তার পাশাপাশি বেজিংয়ে চিনা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে ভারতের পক্ষ থেকে একটি কৌশলগত বার্তা পাঠানো হল বলেই ধারণা।চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং-এর সঙ্গে বৈঠকের পরে জয়শঙ্কর নিজেই এক্স-এ (পূর্বতন টুইটার) একটি বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, চিনের এসসিও সভাপতিত্বকে আমরা সমর্থন জানিয়েছি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন, ২০২০ সালের পর এই প্রথমবার আমি চিন সফরে এলাম। এটা আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন পর্বে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা।দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক অতীতে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং সীমান্ত উত্তেজনার যে বাস্তবতা রয়েছে, তা সত্ত্বেও এই বৈঠকে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক দিক উঠে এসেছে। বৈঠকে জয়শঙ্কর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ২০২৩ সালের অক্টোবরে কাজানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর মধ্যে হওয়া বৈঠকের কথা। সেই সময় থেকেই ভারত-চিন সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার দিকে এগোতে শুরু করেছে বলে মত জয়শঙ্করের। তিনি বলেছেন, আপনি যেমনটা উল্লেখ করেছেন, গত অক্টোবরে কাজানে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের বৈঠকের পর থেকে

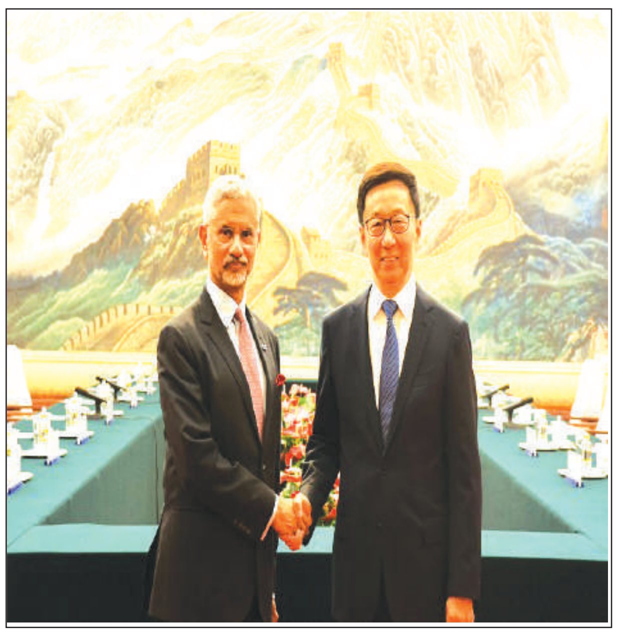

আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমাগত উন্নতির দিকে এগোচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে, এই সফরে আমার আলোচনাও সেই ইতিবাচক ধারাকেই বজায় রাখবে।এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫তম বর্ষপূর্তি পালনের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, আমরা কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫তম বার্ষিকী পালন করেছি। পাশাপাশি কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার পুনরারম্ভ ভারতে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে একটি কৌশলগত বার্তা বহন করে। কারণ, লাদাখ সংঘর্ষের পর চিন কৈলাস যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিল, যা বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগঘন তীর্থযাত্রা। সেই যাত্রা ফের চালু হওয়া দুই দেশের মধ্যে আস্থার পরিবেশ তৈরির একটি লক্ষণ বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিনা সেনার সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। সেই সময় সেনা প্রাণ হারায় দুই দেশেই। পরে পরস্পরের উপর দোষারোপ শুরু হয় এবং সীমান্ত অঞ্চলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। সেই প্রেক্ষাপটে জয়শঙ্করের চিন সফর যে কতটা কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।চিন বরাবরই দক্ষিণ এশিয়া তথা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় থেকেছে। অন্যদিকে ভারতও নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনও আপস করতে রাজি নয়। তাই ভারতের পক্ষ থেকে কৌশলগত দিক দিয়ে চিনের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করাটা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ সামলাতেই এবার ফের চিন সফরে ভারতের শীর্ষ কূটনীতিক।এই বৈঠকের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারত ও চিন দুই দেশই এখন চাইছে সম্পর্কের বরফ গলাতে। তবে তা সাবধানী কূটনৈতিক পন্থায়। কারণ, দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে সংঃদহ ও অবিশ্বাসের যে স্তর তৈরি হয়েছে তা একদিনে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়।বৈঠকে ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময়, জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। যদিও ভারতীয় দিক থেকে লাদাখ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলি কিছু বলা হয়নি, তবুও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই আলোচনার প্রেক্ষাপটেই সীমান্তে স্থিতাবস্থার গুরুত্ব উভয় পক্ষ বুঝিয়ে দিয়েছে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এসসিও-র সদস্য দেশগুলি হল- চিন, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান। সম্প্রতি ইরানকেও সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। এই জোট মূলত আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে গঠিত। ভারত বরাবরই এই জোটকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, কারণ এই জোটের মধ্যে দিয়েই মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব বলে মনে করে দিল্লি।চিনের এই এসসিও সভাপতিত্বকালে ভারতের উপস্থিতি ও সমর্থন দেওয়াটা কেবল সৌজন্যের বিষয় নয়, বরং এটা একটি কৌশলগত অবস্থান। বিশ্ব রাজনীতির বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে ভারত বুঝে গিয়েছে, একদিকে যেমন চিনের আগ্রাসন রুখতে আন্তর্জাতিক মহলে সজাগ থাকা দরকার, তেমনই চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাও ভারতের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। তাই সংঘর্ষের রেশ সরিয়ে রেখে ধাপে ধাপে আস্থা ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার কৌশলকেই বেছে নিয়েছে দিল্লি।চিনের সঙ্গে ভারতের এই নতুন কূটনৈতিক সংলাপ বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন আবহ তৈরি করতে পারে। আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইউরোপের প্রেক্ষাপটেও এই বার্তা স্পষ্ট-ভারত নিজস্ব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পথ চলবে। যে কোনো চাপ বা মেরুকরণের রাজনীতি নয়, বরং নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য বজায় রেখেই আগানোই হবে ভারতের লক্ষ্য।এই সফরের পর আগামী দিনে দুই দেশের মধ্যে নতুন করে সীমান্ত বৈঠক শুরু হওয়া, উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সফরের সম্ভাবনা তৈরি হওয়া কিংবা বাণিজ্যিক স্তরে একাধিক প্রকল্পে সহযোগিতা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে এই সবই নির্ভর করবে উভয় পক্ষের আন্তরিকতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর।সর্বোপরি, জয়শঙ্করের চিন সফর নিঃসন্দেহে এক কূটনৈতিক বার্তা-ভারত শান্তি চায়, সংলাপ চায়, সম্পর্ক চায়, তবে তা সম্মানের ভিত্তিতে। সেই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হল বেজিংয়ের দরবারে। এখন দেখার, চিন সেই বার্তার কতটা মর্যাদা দেয়, এবং দুই দেশ কতটা অগ্রসর হয় সুসম্পর্কের পথে।এই সফরের সফলতা বা ব্যর্থতা একদিনে নির্ধারণ করা যাবে না। তবে এটুকু বলা যায়, কূটনৈতিক স্তরে একটি বড় পদক্ষেপ করে ভারত ফের একবার আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বর্তমান জটিল বিশ্ব-পরিস্থিতিতে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

হিমাচল প্রদেশে পাহাড় ধসে চরম দুর্ভোগ, বন্ধ ২০০-র বেশি রাস্তা

শিমলা, ১৪ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে আবারও বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। সোমবার সকাল পর্যন্ত রাজ্যের জাতীয় সড়ক-সহ মোট ২০৮টি রাস্তা পাহাড় ধসের জেরে বন্ধ হয়ে যায়। মাণ্ডি জেলার অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ, সেখানে একাই ১৫৭টি রাস্তা ও একাধিক বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের প্রকল্প স্তব্ধ। সোমবার আবহাওয়া দফতর ২০ জুলাই পর্যন্ত

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। নদীগুলির জলস্তর দ্রুত বাড়তে থাকায় নিচু এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার ও মেরামতির কাজ চলছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক ফের বন্ধ হয়ে পড়েছে চার মাইল এলাকার কাছে, পাহাড় থেকে নতুন করে মাটি ও পাথর খসে পড়ায়। রবিবার রাতেই সেখানে মাটি ধসে পড়ে। কিছুদিন আগেই দীর্ঘ ২৮ ঘণ্টা চেষ্টার পর এই রাস্তা সচল হয়েছিল।প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এখনও পর্যন্ত বর্ষার মরশুমে ৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ ৩৫ জন। কেবল মাণ্ডিতেই ২১ জনের মৃত্যু, সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি। ১০৩৮টি বাড়ি ভেঙে বা ক্ষতিগ্রস্ত, ধ্বংস হয়েছে ১৮৮টি দোকান ও ৭৮৮টি গোশালা। ৭৭০ কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি, যার মধ্যে ৪০৯ কোটি জল শক্তি ও ৩৪৫ কোটি টাকার ক্ষতি পিডব্লুডি-র।

শ্রাবণের প্রথম শৈবতীর্থে ভক্তদের ঢল, প্রয়াগরাজে পবিত্র স্নান ও জলাভিষেকে ভোর থেকে শিবভক্তদের ভিড়

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাইঃআস্থার মহামিছিল, ভক্তির সমুদ্র আর হর হর মহাদেব ধ্বনিতে রবিবার রাতে থেকেই গর্জে উঠেছিল দেশের একাধিক শৈবতীর্থ। সোমবার, শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনেই, ভোরের আলো ফোটার আগেই ভারতের নানা প্রান্তের শিবভক্তংরা ভি। জমিয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় মহাদেবের দর্শনে, জলাভিষেকে ও পবিত্র স্নানে। দেশের প্রধান শৈবতীর্থ কাশী, উজ্জয়িনী, প্রয়াগরাজ, গাজিয়াবাদ, পাটনা কিংবা হরিদ্বার- সব জায়গাতেই ছিল একই আবেগ, একই ভক্তি এবং একই চিত্র।বিশেষ করে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে এদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। শ্রাবণের প্রথম সোমবারে একনিষ্ঠ শৈব ভক্তরা সারা রাত ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, শুধুমাত্র প্রভু শিবের দরশনে কিছু সময় কাটানোর আশায়। মন্দির চত্বরে ভোররাতে যখন দরজা খোলে, তখন হর হর মহাদেব ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা কাশী। ভক্তদের উচ্ছ্বাস, আবেগ, আর অদম্য আস্থা যেন আকাশ ছুঁয়ে যায়। প্রশাসনের তরফে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পুলিশের ড্রোন নজরদারি, কিউআরটি বাহিনী, অশ্বারোহী পুলিশ- সব মিলিয়ে এক সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই চলছে এই বিশাল জনসমাগমের পরিচালনা। কাশীর পুলিশ কমিশনার মোহিত আগরওয়াল নিজে জানান, আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। সকল উচ্চপদস্থ আধিকারিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। ভক্তরা সুপরিকল্পিতভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দর্শন করছেন।শুধু কাশী নয়, শ্রাবণের প্রথম সোমবারে

সমান ভাবে ধর্মীয় উদ্দীপনা দেখা যায় প্রয়াগরাজে। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলনস্থলে, অর্থা ত্রিবেণী সঙ্গমে এই দিন সকাল থেকেই জনস্রোত দেখা যায়। হাজার হাজার কানওয়ারিয়া এসে নামেন পবিত্র স্নানে। তারা বিশ্বাস করেন, এই দিনে সঙ্গমে স্নান করলে জীবনের পাপ ধুয়ে যায় এবং আধ্যাত্মিক পুণ্য অর্জন হয়। এরপর তারা সেই জল সংগ্রহ করে শিবমন্দিরে জলাভিষেক করেন। প্রয়াগরাজের দশাশ্বমেধ ঘাটে ভক্তদের ভি। ছিল চোখে প।ার মতো। হর হর দেব ধ্বনিতে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল গঙ্গার ঘাট। শুধু পুরুষ নয়, মহিলাদের মধ্যেও ছিল প্রবল উৎসাহ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ভোররাত থেকে দাঁ।িয়ে থাকছে স্নান ও পূজার জন্য।ভ্ভএদিকে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী দুধেশ্বর নাথ মন্দিরেও এদিন সকাল থেকে ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা যায়। বহু ভক্ত সূর্য ওঠার আগেই মন্দিরের প্রবেশপথে এসে দাঁড়ান। তাঁদের বিশ্বাস, এখানে প্রার্থনা করলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। শিবের মহিমা এবং শ্রাবণের মাহাত্ম্য নিয়ে সাধারণ মানুষ এতটাই আস্থাশীল যে তাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভগবানের দর্শন থেকে পিছপা হন না। ভোররাতের ঠান্ডা বাতাস, বিশাল জনসমাগম কিংবা নিরাপত্তার জটিলতাও তাঁদের মনোবলকে টলাতে পারে না।ভ্ভমধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহর, যা মহাকালেশ্বরের জন্য বিখ্যাত, সেখানেও এদিন ভোর থেকেই শুরু হয়ে যায় আচার-অনুষ্ঠান। ভোর ২টা ৩০ মিনিটে মহাকাল মন্দিরের দরজা খোলা হয় এবং শুরু হয় বিশেষ ভস্ম আরতি। এই আরতি শ্রাবণের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে বিশেষ ভাবে আয়োজিত হয়, যা দেখতে সারা দেশ থেকে ভক্তরা এখানে উপস্থিত হন। মন্দির কর্তৃপক্ষ আগেভাগেই নিরাপত্তা এবং ভি। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত ছিল। ভক্তরা মন্দিরের বাইরে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করছেন যেন অন্তত একবার মহাকালের ধ্যানমগ্ন মুখের দিকে তাকানো যায়। বিকাল ৪টের সময় শহরের প্রধান স।ক ধরে বেরোয় শ্রী মহাকালেশ্বরের বিশেষ শোভাযাত্রা, যেখানে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন।এই দিনটি শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা পূজার দিন নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। শ্রাবণ মাসকে শিবের মাস বলা হয়, আর সোমবার শিবের প্রিয় বার। সেই কারণে শ্রাবণের প্রথম সোমবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিনে শুধু কাব্যের ভাষায় নয়, বাস্তব চিত্রেই দেখা যায় কীভাবে একটি ধর্মবিশ্বাস একাধিক রাজ্য, শহর, নদী, ঘাট ও মন্দিরে এক সুতোয় বেঁধে দেয় সমগ্র জাতিকে।ভ্ভসারা দেশের বিভিন্ন জায়গার মানুষ এই দিনে ভোরবেলায় গঙ্গা, যমুনা কিংবা স্থানীয় নদীতে স্নান করে, এরপর তাঁরা গঙ্গাজল সংগ্রহ করে পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে শিবমন্দিরে গিয়ে জলাভিষেক করেন। বিশেষ করে উত্তর ভারত জুড়ে দেখা যায় এই 'কানওয়ার যাত্রা'- যেখানে কানওয়ারিয়ার দল একত্রে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে দীর্ঘপথ হাঁটে জল নিয়ে। ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে এই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয় সংগঠন, সাহসিকতা ও সমন্বয়ের এক বিরল নজির।শ্রাবণের এই প্রথম সোমবারে একদিকে যেমন জনসমাগম বেড়েছে, তেমনই প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির এলাকায় ব্যারিকেডিং করা হয়েছে, CCTV-এর নজরদারি, নারী-পুরুষ আলাদা প্রবেশপথ, অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পর্যাপ্ত জলের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে।সাম্প্রতিক সময়ের অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহের মধ্যে এই ভক্তি, এই উৎসাহ, এই ভোররাতের শুদ্ধতা যেন মনে করিয়ে দেয় ভারতীয় জনমানসের একটি গভীর ও নির্মল রূপ- যা একদিকে প্রাচীন বিশ্বাসের ধারক, অন্যদিকে আধুনিক সমাজের মেলবন্ধনসাধক।এই শ্রাবণ যেন আবার একবার মিলনের পথ দেখাল- মানুষে মানুষে, ধর্মে সংস্কারে, বিশ্বাসে ও ভক্তিতে। যে শ্রাবণ শুধু দেবতার আরাধনা নয়, এক সামাজিক ঐক্যের, আত্মিক পরিশুদ্ধির এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের রূপায়ণও বটে। ভারতের এই চিত্রই পৃথিবীকে শেখায়- বিশ্বাস কখনও ঘরবন্দি হয় না, তার ডানা ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রাম, ঘাট থেকে মন্দির, সূর্যোদয় থেকে সন্ধ্যার আলোতেও।শ্রাবণের প্রথম সোমবারের এই শৈবতীর্থ যাত্রা তাই কেবল এক পূজা নয়, বরং এক বিশ্বাসের উৎসব, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে ভারতের হৃদয়ে বয়ে চলে।

ভগবান মহাকালের ভস্ম আরতিতে অংশগ্রহণ করলেন সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ১৪ জুলাই ঃ পবিত্র শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় দিনে গত শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব সস্ত্রীক ভগবান মহাকালের দর্শন করেন এবং উজ্জয়িনীতে ভস্ম আরতিতে অংশগ্রহণ করেন। ভস্ম আরতির পর তিনি স্ত্রীর সঙ্গে নিয়ে ভগবান মহাকালের পূজা করেন। এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী নৃসিংহ ঘাটে স্নান করেন এবং পূজা-অর্চনা করেন।মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মহাকাল মন্দির প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন এবং মন্দিরে ভস্ম আরতির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের মঙ্গল কামনা করেন। অযোধ্যা থেকে উজ্জয়িনী মহাকালেশ্বর দর্শনে আসা এক মহিলা ভক্ত মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর দর্শন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাবা শ্রী মহাকালের আশীর্বাদ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশে মধ্যপ্রদেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্দোরে আয়োজিত গ্রোথ সামিটে প্রাপ্ত বিনিয়োগ থেকে রাজ্যের যুবসমাজ কর্মসংস্থান পাবে। এর পাশাপাশি, রাজ্যে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫ সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শ্রী মহাকালের আশীর্বাদে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শিল্পে শ্রমিকদের ৫০০০ টাকা করে ইন্সেটিভ দেওয়ার সংকল্পও পূরণ করা হবে।

ভালো স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া দিল্লির জনগণের অধিকারঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ ভালো স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া দিল্লির জনগণের অধিকার। জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। সোমবার দিল্লিতে যথার্থ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধনের সময়, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, দিল্লির মানুষের অধিকার যে, তারা বেসরকারি হোক বা সরকারি, উন্নত চিকিৎসা পাবে। আমরা আয়ুস্মান প্রকল্পের মাধ্যমে যতটা সম্ভব বেসরকারি হাসপাতাল খোলার এবং আমাদের চিকিৎসা পরিকাঠামো বিকাশের লক্ষ্য রাখি। এই সাতটি হাসপাতাল, যার ভিত্তি কোভিডের সময় স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়নি।রেখা গুপ্তা বলেছেন, আমরা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব, প্রতিটি নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য নিবেদিত, যেমন ক্যান্সার, গুরুতর প্রসবের অবস্থা, কিডনি প্রতিস্থাপন এবং আরও অনেক কিছু। আমি কাঠামোটি এমনভাবে ডিজাইন করেছি যাতে আমরা সাতটি ভবনকেই সুপার স্পেশালিটি আইসিইউ হাসপাতালে রূপান্তরিত করব।

অন্ধ্রপ্রদেশে আমবোঝাই লরি উল্টে মৃত্যু ৯ জনের, শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী নাইডু

হায়দরাবাদ, ১৪ জুলাই ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের আন্নামায়া জেলায় আমবোঝাই লরি উল্টে প্রাণ হারালেন ৯ জন। এই দুর্ঘটনায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন। রবিবার রাতে আন্নামায়া জেলার পুল্লামপেট মণ্ডলের রেড্ডিচেরুভু কাট্টার কাছে একটি আমবোঝাই লরি উল্টে ৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। লরিটি রাজামপেট থেকে রেলওয়ে কোডুরু যাচ্ছিল, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ জানিয়েছে, লরিটি হ্রদের বাঁধে উল্টে গেলে আমবোঝাইয়ের উপরে বসে থাকা শ্রমিকরা এর নিচে চাপা পড়ে যান। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা। আহতদের রাজামপেটের একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া লরি চালক পুলিশকে জানিয়েছেন, বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা এড়াতে গিয়ে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। আমবোঝাই লরিটি রেলওয়ে কোদুরু বাজারে যাচ্ছিল এবং শ্রমিকরা আম বোঝাইয়ের উপরে বসে ছিলেন। শ্রমিকরা ৩০-৪০ টন আমের নিচে চাপা পড়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জেসিবির সাহায্যে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ঘটনাস্থলেই আট শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তারা হলেন গজ্জালা দুর্গাইয়া (৩২), গজ্জালা লক্ষ্মী দেবী (৩৬), গাজ্জালা রমনা (৪২), গাজ্জালা শ্রীনু (৩২), রাধা (৩৯), ভেঙ্কটা সুব্বামা (৩৭), চিত্তেম্মা (২৫) এবং সুব্বা রত্নমা (৪৫)। আর এক শ্রমিক, মুনিচন্দ্র (৩৮), রাজামপেটের একটি হাসপাতালে মারা যান।অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আধিকারিকদের থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন, আহতদের যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু আশ্বাস দিয়েছেন, সরকার নিহতদের পরিবারকে সম্পূর্ণ সহায়তা করবে।

উইম্বলডনের ' রাজা' সিনার

লন্ডন, ১৪ জুলাই ঃ শেষ পাঁচ বারের লড়াইয়ে প্রত্যেকবার আলকারাজের কাছে হেরেছেন সিনার। শেষ পর্যন্ত রবিবার উইম্বলডনের পুরুষদের এককের ফাইনালে দারুণ শুরু করেও হেরে গেলেন আলকারাজ। প্রথম সেটে সিনারকে হারিয়ে দেন তিনি। তবে পরের তিন সেট জিতে উইম্বলডনে প্রথম শিরোপার স্বাদ পেলেন ইতালিয়ান তারকা সিনার। সময়ের দুই সেরার ল।।ইটা ছিল দেখার মতো। চার সেটের ল।।ইয়ে শেষ হাসি হেসেছেন ইতালির সিনার।প্রথম সেটটা ৪-৬ গেমে জিতে যান আলকারাজ। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিনার পরের তিন সেটে জয় পান ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে। আর তাতেই নিষ্পত্তি হয় শিরোপার। ইতালিয়ান এই শীর্ষ বাছাইয়ের কেরিয়ারে এটি চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা। অপরদিকে সিনারের কাছে হেরে টানা তৃতীয় বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেন না দ্বিতীয় বাছাই আলকারাজ।ফ্রেঞ্চ ওপেনে আলকারাজের কাছে হেরেছিলেন সিনার। তারই প্রতিশোধ সিনার নিলেন। আর অল ইংল্যান্ড ক্লাবে আলকারাজের টানা ২০ জয়ের যাত্রার অবসান হল। উইম্বলডনসহ সর্বশেষ সাতটি গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপা ভাগাভাগি করলেন আলকারাজ ও সিনার।

ভারত জুড়ে বাঙালি ডাক্তারদের খুব সম্মান, ' আর থাকবে', প্রশ্ন তথাগতর

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ একসময় সারা ভারত জুড়ে বাঙালি ডাক্তারদের খুব সম্মান করা হত। এই মন্তব্য এবং সোমবার বহুল প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ করে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় প্রশ্ন তুললেন, এরপর কি তারা আর থাকবে?তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন,রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কলকাতা মেডিকেল কলেজে, একজন শিক্ষককে তাঁর সহকর্মী হুমকি দিচ্ছেন যে, যদি তিনি তৃণমূলের একজন ছাত্রীর নম্বর না বাড়ান তাহলে তাঁর মেয়েকে শেষ করে ফেলা হবে।চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা রাস্তার গুন্ডার ভাষায় হুমকি দিয়ে তৃণমূল দলীয় স্বার্থকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এবার ভারতের বাকি অংশ, প্রশ্নটিতে ফিরে যান এবং এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন।

রাশিফল

মেষঃআপনি যদি কোনও গ্যাজেট ফ্রিক হন, তাহলে আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা অন্য সকলকে মুগ্ধ করার সুযোগ পাবেন। যে সব ছাত্রের বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক, তারা আজ উন্নতি করে পারে। আজ আপনার আয়ের বৃদ্ধি দেখে আপনি আনান্দি হবেন। আপনাকে আর আর্থিক বিষয়ে সংগ্রাম করতে হবে না। এটির ফলে আপনার দিনটি সার্থক হবে।

বৃষঃআপনার আজ প্রচুর কাজের চাপ থাকবে। এই বিশাল কাজের চাপ যেন কোনওভাবেই আপনাকে বিব্রত করতে না পারে, সেদিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে সবার আগে নজর দেওয়া দরকার, যাতে কাজের চাপের ফলে আপনার প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

মিথুনঃআপনি আপনার সঙ্গীর আচার-আচরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীন না হলে আপনার ব্যক্তিগত জীবন মোটিমুটি ভালোই থাকবে। আপনার প্রিয়জনদের সাহায্যে আপনি পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চাপও সামলে উঠতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে বিচার-

কর্কটঃ প্রেমের সম্পর্ক আপনাকে সুখী করবে। আপনার প্রিয়তমের সহায়তায় আপনি আপনাদের সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারেন। যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁরা পার্টনারশিপের ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন।।

সিংহঃব্যবসাক্ষেত্রে নতুন কোনও জোট বা চুক্তি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

কন্যাঃ আপনার সন্দেহজনক হাবভাবে আপনার প্রিয়তম মানুষটি আঘাত পেতে পারেন, তাই অন্যের সঙ্গে সহজ হতে শিখুন এবং অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দিন।।

তুলাঃ প্রিয়তম মানুষটির সঙ্গে দারুণ সময় কাটতে পারে, তাই প্রেমের সম্পর্ক খুশি ও রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে সম্পর্কের মাধুর্য্য বজায় থাকতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আপনার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক সন্ধ্যা কাটিতে পারেন। সঙ্গীর বদলে যাওয়া আচার-আচরণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের পথ তৈরি হতে পারে।।

ধনুঃআপনার প্রিয়তমকে পাশে পাওয়ার ফলে মানসিক চাপ সামলানো সহজ হবে। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ধীরে ধীরে উন্নত হবে। কিন্তু আপনাকে আপনার সঙ্গীকে নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মকরঃআপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাহায্য পেতে পারেন। স ও সত্যবাদী স্বভাবের জন্য আপনি প্রেম ও ভালোবাসায় ভরে যেতে পারেন। আপনি আজ মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেন। ।

কুম্ভঃ নিজের যত্ন নেওয়া বা গ্রুমিং আপনাকে নিজের সঙ্গীর ভালোবাসা জিতে নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন। আপনার ক্ষেত্রে হবে

মীনঃ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রভাব পড়তে পারে। তাই, এমনকী ব্যস্ততম সময়েও আপনাকে যোগাযোগ বজায় রেখে চলার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে। মনে রাখবেন, মানিয়ে চলাই সুখী জীবনের চাবিকাঠি। আপনি নিজের পছন্দের কোনও জায়গায় বেড়াতে যেতে পারেন। উপার্জন বাড়ানোর সুযোগ কম থাকতে পারে। যদিও, খরচ করে আপনি মন থেকে খুশি হতে পারেন। আপনার দৃঢ়তা আপনাকে কর্মক্ষেত্রের সব রকম সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। শনিবার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭৫ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৭.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৫মিনিটে

ওড়িশায় কাজে গিয়ে চুঁচুড়ার দেবাশিস বাংলায় কথা বলেন, এটাই তাঁর 'অপরাধ'

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ১৪ জুলাই ঃ দেবাশিস বাংলায় কথা বলেন। এটাই তাঁর ' শুক্রবারই বাড়ি ফিরেছেন দেবাশিস। তার পরেই শনিবার সন্ধেয় চুঁচুড়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। দেবাশিসকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ' বাইরে যেতে হবে না। এখানেই কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।' ওড়িশায় কাজে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রানির মুখে পড়েন চুঁচুড়ার দেবাশিস দাস। ব্যাপক হেনস্থা করা হয় তাঁকে। অভিযোগ এমনই। অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার কারণেই তাঁকে তুলে নিয়ে যায় ঝাড়সুগুদা পুলিশ। যুবকের পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৪ জুন একটি সংস্থার হয়ে ওড়িশায় কাজ করতে গিয়েছিলেন দেবাশিস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন। বিভিন্ন প্রোজেক্টে ফায়ার সিস্টেমের কাজ করেন তাঁরা। অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার জন্যে বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের তুলে নিয়ে যায় স্থানীয় পুলিশ। আধার, ভোটার, প্যান

কার্ড-সহ সমস্ত সার্টিফিকেট দেখালেও ছাড় মেলেনি। শুধু তাই নয়। দেবাশিসদের ফোন কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বাড়ির লোকের সঙ্গেও কথা বলতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। এমনকী যোগাযোগ করতে পারেননি ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গেও। শেষে পাসপোর্ট দেখিয়ে ছাড়া পান দেবাশিস। তার পরেই সোজা চলে আসেন চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরের বাড়িতে। এখনও আতঙ্ক কাটেনি তাঁর। ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে দেবাশিস বললেন, 'বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করেছি। কিন্তু কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। এখন বাইরে কাজে যেতেই ভয় লাগছে।' কিন্তু এখানেও কী কাজ মিলবে? এই আশঙ্কা দানা বাঁধছিল দেবাশিসের মনে। দেবাশিসের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বিধায়ক বলেন, 'এবার থেকে বাইরে কাজ করতে যেতে হবে না। আমি সবাইকে এটা বলছি। ওঁদের সংসার, আমারও সংসার। আমি দেখছি, এখানেই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেব।' দেবাশিসের মা বিভা দাস এখনও চিন্তায় আছেন। তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছিল, ছেলেকে আর ফিরে পাব না। ফোন করতে ধড়ে প্রাণ এল।'

ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্রস্মৃতি বিদ্যানিকেতনের ভবনটি বিদ্যুৎ পরিবাহী হওয়ায় অঘোষিত ছুটি

মলয় সুর, ভদ্রেশ্বর, ১৪ জুলাই ঃ ক্লাসরুমের জানলা, শৌচাগারের কল, ল্যাবরেটরি, মাইক্রোফোন- হয়েছে।স্থানীয় চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন জানান, পূর্ত দফতর জানিয়েছে, তারের ওয়্যারিং পুরো

যেখানে সেখানে হাত লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন ছাত্র, শিক্ষকেরা। স্কুলভবনের নানা প্রাপ্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে পড়েছে। চেষ্টা করেও ধরা যাচ্ছে না, কোথা থেকে ঘটছে বিপত্তি। এই পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের কয়েক দিন ধরে স্কুলে পাঠাতেই সাহস পাচ্ছেন না অভিভাবকেরা। বিপদ এড়াতে ভদ্রেশ্বরের রবীন্দ্র স্মৃতি (স) বিদ্যানিকেতন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। গত শুক্রবার থেকে বন্ধ পঠনপাঠন। তার আগেও একাধিক দিন স্কুল ছুটি দিতে বদলাতে হবে। তারা খরচ ধার্য করলেই দ্রুত সংস্কারের চেষ্টা করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েছেন বিধায়ক।১৯৬১ সালের পুরনো স্কুলটিতে বর্তমান ছাত্রছাত্রী সাড়ে পাঁচশোর বেশি। অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। ২৫ জুন ক্লাসরুমের জানলায় বিদ্যুতের শক লাগে একাদশ শ্রেণির ছাত্র অমূল্যভূষণ মিত্রের। স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পর দিন স্কুল বন্ধ রেখে মিস্ত্রি ডাকা হলেও লাভ হয়নি। ২৭ তারিখ রথের ছুটি ছিল। পর দিন মাইক্রোফোনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন প্রধান শিক্ষক দেবাশিস বসু। ৩০ তারিখ সিঁড়িতে ওঠার মুখে দেওয়ালে তড়িতাহত হয় অষ্টম শ্রেণির শেখ সমীর। বিদ্যালয়ের তরফে পরিস্থিতির কথা জেলাশাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-সহ নানা দফতরে জানানো হয় ই-মেল করে। চন্দননগর মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক, পূর্ত (বৈদ্যুতিক) দফতরের ইঞ্জিনিয়ার স্কুলে আসেন। কিন্তু সমস্যার উৎসস্থল ধরা যায়নি। ৩ তারিখ শৌচাগারের কলে হাত দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এক ছাত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস বসু বলেন , আমরা সকলেই ভয়ে রয়েছি। অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকেরা দাবি করেন, প্রয়োজনে স্কুল বন্ধ দ্রুত সমস্যা মেটানো হোক। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও একই অভিমত জানান। ওই দিনই পরিচালন সমিতির বৈঠকে এক সপ্তাহ স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সমস্যা কবে পুরোপুরি মিটবে, তা নিয়ে চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি তাঁরা স্কুলশিক্ষা দফতর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ, শিক্ষামন্ত্রীর আপ্ত সহায়ককেও লিখিত চিঠি দেওয়া হয়। বড় বিপদ না হলেও স্যুইচ বোর্ডে হাত দিলেই কারেন্ট লাগছিল। স্কুলভবন জীর্ণ। ফাটল ধরেছে। বৃষ্টিতে তিন তলা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে।

সবুজের মাঝে, বিবেক জাগাও বনমহোৎসবে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ বনমহোৎসবের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও, সবুজের মাঝে, বিবেক জাগাও। সকলকে জানাই বনমহোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা। সোমবার থেকে রাজ্য জুড়েই এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহ ধরেই একযোগে চলবে গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ করার কাজ। সোশ্যাল মিডিয়া মারফ চার মিনিটের একটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। বন মহোৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে সবুজ অভিযান সম্পর্কে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতলে অরণ্য সপ্তাহ পালন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৪ জুলাই ঃ অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে সোমবার এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে, এই দিনে হাসপাতাল চত্বরে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ভেষজ গাছের চারা রোপণ করা হয়। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হাসপাতালের পরিবেশকে আরও সবুজ ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলা এবং রোগীদের প্রাকৃতিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।এই কর্মসূচির আয়োজন করে নাদনঘাট থানার উদ্যোগে, যেখানে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন ও হাসপাতালের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি একটি ফুলের বাগানেরও শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সাইনেক সোম সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় বাসিনন্দারা। অনুষ্ঠানে বক্তারা অরণ্য সপ্তাহের তাৎপর্য ও ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেন। একইসঙ্গে, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে প্রাকৃতিক চিকিৎসার গুরুত্ব ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা হলো। উপস্থিত অতিথিদের মতে, এমন উদ্যোগ একদিকে যেমন হাসপাতালের পরিবেশ উন্নত করবে, তেমনি রোগীদের মানসিক প্রশান্তিও প্রদান করবে। সামগ্রিকভাবে, এই কর্মসূচি পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে এক সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নদী বাঁধের খাঁচা তৈরির দূর্নীতিতে নাম তৃনমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কাকদ্বীপ, ১৪ জুলাই ঃ নদী বাঁধ সংস্কারের খাঁচা তৈরিতে দুর্নীতি,প্রতিবাদ করলে বাঁধে গন্ডগোল, ঘটনাস্থলে পুলিশ। নদী সংস্কারে বাঁশের খাঁচায় ইট ফেলতে গিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মন্দিরের ঘাট এলাকায়। বাঁশ দিয়ে খাঁচা করে প্রতি খাঁচার মধ্যে ৪০ খানা ইট দিয়ে তিনটি খাঁচায় একত্রিত করে নদী বাঁধ সংস্কার হবে।এইরকম খাঁচা তৈরি হবে ২৪০ টি। সেই খাঁচার মধ্যে ইট দিতে গিয়েও কম ইট দিয়ে দুর্নীতি করছে ঠিকাদার। এই কম ইট দেওয়ার ফলে খাঁচাটি শক্তভাবে বালির মধ্যে থাকবে না।এই দুর্নীতিতে তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি প্রতিবাদ করলেও ঠিকাদারের সমর্থনে এগিয়ে আসে বর্তমান প্রধান ও অঞ্চল যুব তৃণমূলের সভাপতি।আর তাই নিয়ে রবিবার গন্ডগোল শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ চলে আসে। তবে পুলিশের আশ্বাসে গন্ডগোল থামলেও বিরোধীদের কটাক্ষ, দুর্নীতির অপর নাম তৃণমূল, তৃণমূলের কাছে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। ২০২৬ সালে মানুষ ওদের দিকে তেড়ে যাবে। তবে তৃণমূল ব্লক স্তরের নেতৃত্বের দাবি। দল এর সাথে কোনোভাবেই জড়িত নয়। তাই দলের নামে যদি কেউ অপরাধ করে দল তার ব্যবস্থা নেমে সময়মতন।

হাসনাবাদের ইছামতি নদীর বাঁধে ধস

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১৪ জুলাই ঃ হাসনাবাদের ইছামতি নদীর বাঁধে ধস, আতঙ্কে এলাকার মানুষ, দ্রুত সারাইয়ের দাবি গ্রামবাসীদের। হাসনাবাদের বরুনহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চাযেতের পালপাড়া এলাকার ইচ্ছামতী নদীর ঘটনা। এখানে ইছামতি নদীর একদিকে ভারত অন্যদিকে বাংলাদেশ। এখানে ইছামতি নদীর বাঁধে ধ্বস নেমেছে । ধস নেমে বাঁধ আর এক থেকে দেড় ফুট বেঁচে আছে। বড় জোয়ারের জলের ধাক্কায় যখন তখন পুরো বাঁধ টাই ভেঙ্গে জলে তলিয়ে যেত পারে । আর এই নদীর বাঁধ ভেঙে গেলে কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার পরিবার জলমগ্ন হবে। ক্ষতি হবে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের অন্যদিকে চাষের জমি এবং মাছের ভেড়ির । তাই এলাকার মানুষ চাইছে অবিলম্বে এই বাঁধ মেরামত করুক সরকার। এই বিষয়ে বরুনহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান- আবুল কালাম বলেন- নদীর বাঁধে দুই জায়গায় ধস নেমেছে। আমরা ইরিগেশন দপ্তর কে জানিয়েছিলাম ।ইরিগেশন দপ্তর খুব দ্রুত ওই বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করবে ।

স্কুলে ডেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রকে অমানবিক মারধরের অভিযোগ উঠলো স্কুলের টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ১৪ জুলাই ঃ আবার অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো সোনারপুর।উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের দিয়ে ধরে আনিয়ে পিটিয়ে অসুস্থ করলো এক ছাত্রকে টিচার ইনচার্জ।বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি ঐ ছাত্র। সোনারপুর থানার রামকমল বিদ্যাপীঠে ঘটে গেল এমনই এক চাঞ্চল্যকর ও ভয়ানক ঘটনা।অভিযোগ,ছুটি হয়ে যাওয়ার পর ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রকে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের দিয়ে ধরে আনিয়ে ফাঁকা স্কুলে বেধড়ক মারধর করেন স্কুলের টিচার ইনচার্জ জ্যোতির্ময় মণ্ডল। প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে তাকে জোর করে স্কুলে ডেকে পাঠিয়ে পেটানো হয় বলে অভিযোগ।ঐ ছাত্র বর্তমানে গুরুতর আহত হয়ে ভর্তি রয়েছে হাসপাতালে।অভিযোগ জানিয়েও কোনও সহযোগিতা মেলেনি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে,বরং হুমকি দেওয়া হয়েছে ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার।আর এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ।সোনারপুর থানার কালিকাপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গায়ে এই রামকমল স্কুল। শনিবার স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পর, ছাত্রটি যখন প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ তাকে স্কুলে ডেকে পাঠানো হয় অভিযোগ,সেখানে আগে থেকেই টিচার ইনচার্জ জ্যোতির্ময় মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের নির্দেশে উঁচু শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রকে দিয়ে ওই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকে ধরে আনিয়ে এনে নিজের উপস্থিতিতে বেধড়ক মারধর করেন।স্কুল তখন প্রায় ফাঁকা ছিল। কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন না। একেবারে নির্জন পরিবেশে ছোট্ট শিশুটিকে যেভাবে মারধর করা হয়েছে, তা শুনে শিউরে উঠেছে গোটা এলাকা।আর এই ঘটনার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্র। শরীরের বিভিন্ন অংশে, হাত, পা, কনুই এমনকি পিঠ এবং বুকেও চোটের দাগ স্পষ্ট। রক্ত জমাট বাঁধা কালশিটে দাগ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা শরীরে। তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়,যেখানে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই ছাত্র মানসিক ও শারীরিকভাবে চরম আঘাতপ্রাপ্ত।এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ছাত্রের মা। হাসপাতালে ছেলের শরীর দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। অভিযোগ, এরপর তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁকে কোনও সহযোগিতা করা হয়নি। বরং উল্টে হুমকি দেওয়া হয়,অতিরিক্ত করলে তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেব।আর এই বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা।তারা বলেন,ছুটি হয়ে যাওয়ার পর কেন ছাত্রকে স্কুলে ডাকা হয়েছিল শিক্ষক ইনচার্জের কী এমন কাজ ছিল যে ছাত্রকে পেটাতে হলো?ঐ ছাত্র এখন আর স্কুলে যেতে চাইছে না। আতঙ্কে বারবার কাঁদছে। তার মা বলেন,ছেলে এখনও আতঙ্কে কাঁপছে।

উত্তরপাড়ায় বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা, ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ১৪ জুলাই ঃ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা মানসী সিংহের উদ্যোগে বিনা খরচে, চক্ষু পরীক্ষা শিবির ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান চলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরকে ঘিরে সাধারণ মানুষ ও গরিব মানুষেরা সকাল থেকে চলে আসেন মাখলা ব্লাইন্ড স্কুলের পেছনে সন্নিহিত জায়গায় অর্থাৎ ঐ শিবিরে। উপস্থিত ছিলেন পৌরমাতা মানসী সিংহ, জমিয়ে আড্ডার পক্ষ থেকে মিলিন্দ ভট্টাচার্য, তিতিসা ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্দীপ অধিকারী ও নীলাঞ্জনা সাহা, মানিক কুমার সিংহ, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ ও চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানসী সিংহ জানালেন আমাদের ওয়ার্ডে বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান শিবির কর্মসূচি হল। এই শিবিরে ১৫০ জনকে চক্ষু পরীক্ষা করানো হয় চশমা দেওয়া হয় ৫০ জনকে। অনেক মানুষের সাড়া পেয়েছি আগামী দিনেও ভালো করে করার ইচ্ছা আছে সবার সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা,হিঙ্গলগঞ্জ,১৪জুলাইঃ দেখলে মনে হবে কৃষক কৃষি জমিতে ধান গাছ রোপন করছে, কিন্তু ঘটনা সেটা না, রাস্তা এতটাই খারাপ যে গ্রামের মানুষ কাদা রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে রাস্তাইয়ের জন্যঘটনাটি হিঙ্গলগঞ্জের রূপমারি পঞ্চায়েতের বাইনারা গ্রামের ঘটনা ।এই গ্রামের যে রাস্তা সেই রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করে । ছাত্র-ছাত্রী , বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ মানুষ সকলের ভরসা এই একটাই রাস্তা। কিন্তু সেই রাস্তা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এইরকম বেহাল অবস্থায় আছে । যখন বৃষ্টি হয় না তখন তবুও রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যেতে পারে কিন্তু যেই বৃষ্টি শুরু হয় তখন এই রাস্তা আর চলাচলের যোগ্য থাকে না । এতটাই বাজে অবস্থা হয়ে যায় । হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাড়িয়ে রাস্তা পার হতে হয় । যে কারণে সমস্যায় পড়তে হয় মানুষের । অসুস্থ মানুষকে চিকিসা করাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না ।
তাই এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । তাদের দাবি অবিলম্বে রাস্তা সাড়াই করতে হবে ।

বি গার্ডেন এলাকায় রাতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে উত্তেজিত জনতা

দুরন্তহাওড়া, ১৪ জুলাই ঃ এক যুবককে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে প্রবল শোরগোল হাওড়ার বি গার্ডেন এলাকায়। থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে উত্তেজিত জনতা। বিক্ষুব্ধদের দাবি, ধৃতদের প্রকাশ্যে আনতে হবে।জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম শেখ সাহেব। তাঁর বয়স ২৩ বছর। এলাকারই একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক সরবরাহ করতেন তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার সন্ধ্যে ৮ টা নাগাদ কয়েকজন বন্ধু সাহেবকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপরই মৃত্যুর খবর যায় বাড়িতে। জানা যায়, খুন হয়েছেন যুবক। খবর পেয়েই যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় ২ জনকে। সোমবার সকালেও উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমে উৎসব পালন

বিনয় সিংহ রায়, হুগলি, ১৪ জুলাই ঃ ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে উৎসব পালিত হয় ।বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ঠাকুর পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীম উত্তমানন্ স্বামী মহারাজ প্রথম আচার্য্য দেবের স্বপ্নাদৃষ্ট মূল আদি ও অকৃত্রিম আশ্রম এই ডুমুর দহ আশ্রম। এখানের মাটি,জল ও বায়ুতে পরম্পরা সকল আচার্য্যদেব ও সকল ব্রম্ভচারী সাধু সন্তদের সমাধি এবং চিতাভস্ব বর্তমান ও এই আশ্রমেই ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতা প্রেম ভালোবাসা সর্বদা প্রবহমান, তাই এটি একটি সিদ্ধ পূণ্যভূমিপীঠ। কথিত আছে এই বিশেষ গুরু পূর্ণিমার দিনে পরম পূজ্য গুরুদেব স্বমহিমায় আবির্ভূত হন এবং শিষ্য ভক্ত দের ডাকে সাড়া দেন। উক্ত দিনে গুরুদেব চতুর্থ আশ্রম আচার্যদেব পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীম স্বামী অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলীন হলেও উনি সূক্ষ্ম স্বত্যায় আশ্রমে বিরাজ করেন এবং সকল সাধুসন্ত, আশ্রমবাসী, সকল শিষ্য ভক্ত অনুরাগী বৃন্দের ব্যাকুলতায় সারা দেন ও কৃপা করুণা করেন। প্রতি বছররের ন্যায় এই বছরও মূল ও শাখা সকল আশ্রমে সাধু সন্ত , আশ্রমবাসী, ও শিষ্য ভক্ত অনুরাগী বৃন্দের সমন্বয়ে বিভিন্ন পূজা অর্চনা ,হোম যজ্ঞ হয়। এরপরে নাম সংকীর্তন সহ ব্রম্ভসঙ্গীত পরিবেশিত হয়, ভাগবত পাঠ ,নাম সংকীর্তন,গুরু মহারাজের পাদুকা পূজা ও সকল শিষ্য ভক্ত ও অনুরাগী বৃন্দদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অসংখ্য ভক্তদের সমাগমে আধ্যাত্মিকতার আবহে পুজা পাঠ ও নাম সংকীর্তন মাধ্যমে ঈশ্বরের কৃপা করুণা লাভের মধ্য দিয়ে এই দিনটি ও অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হয়।

হাওড়া-কালকা-হাওড়া নেতাজি এক্সপ্রেসে উন্নত মানের কোচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং আরামের সুযোগ বাড়াতে পূর্ব রেলওয়ে প্রচলিত আইসিএফ (ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি) কোচগুলিকে এলএইচবি (লিংকে হফম্যান বুশ) কোচে রূপান্তর করা হচ্ছে। সোমবার থেকে রেল কর্তৃপক্ষ ১২৩১১১২৩১২ হাওড়া-কালকা-হাওড়া নেতাজি এক্সপ্রেসকে আইসিএফ রেক থেকে এলএইচবি রেকে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কালকায় এই ট্রেন যাবে। ১৬.৭.২০২৫। পূর্ব রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এলএইচবি কোচগুলিতে যাত্রীদের কিছু সুবিধা আছে, যা উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত ও স্বস্তিদায়ক করবে। এইসব কোচ তাদের তুলনায় প্রশস্ত, উন্নত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা এবং বর্ধিত আরামের জন্য বিখ্যাত। প্রশস্ত জানালা, যাত্রীদের প্যানোরামিক দৃশ্য দেখার এবং অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার সময় নিরাপত্তার জন্য ডিজাইন করা একটি অ্যান্টি -টেলিস্কোপিক ব্যবস্থা রয়েছে।

মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়িতে আসার পথে বজ্রপাতে মৃত্যু এক মহিলার

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ১৪ জুলাই ঃ রবিবার বিকালে মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়িতে আসার পথে বজ্রপাতে মৃত্যু হল মহিলার। মৃত ওই মহিলার নাম পুষ্প সাঁতরা (৬৭)। বাড়ি গোঘাটের নকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়া গ্রামে। মাঠে গরু চড়াতে গিয়েছিলেন। তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি। আচমকাই বিকাল ঘনিয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। আচমকাই বজ্রপাত! মাঠেই ঝলসে যান মহিলা। রবিবার বিকাল চারটের কিছু পর থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। তখনই ঘন ঘন বাজ পড়তে থাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, পুষ্প রাস্তার ধারে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন বাজ পড়ে। ঝলসে যায় তাঁর শরীর। স্থানীয় বাসিন্দারাই কিছুক্ষণ পরে পুষ্পকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়। পুষ্পাকে পরে গ্রামীণ চিকিৎালয়ে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতেই গোঘাট গ্রামীণ হাসপাতালে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। মাঠে আরও ১ জন বাজ পড়ে অসুস্থ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

২১ শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা হল জয়নগরের উওর দূর্গাপুরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৪ জুলাই ঃ একদিকে সামনে বিধানসভার নির্বাচন, আর আরেকদিকে বিধানসভার আগে মেগা ২১ শে জুলাই।তৃনমূল নির্বাচন আগে এই ২১ শে জুলাইকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে। তাইতো এই ২১ শে জুলাইয়ের শহীদ দিবসে ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ আকার নেবে বলে আশা করছে তৃনমূল নেতৃত্ব। তাই ছোট বড় সব রকমের প্রস্তুতি সভা চলছে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে।আর জয়নগর বিধানসভার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের উওর দূর্গাপুর অফিস পাড়া মোড়ে উওর দূর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেস ও উওর দূর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ২১ শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়হিন্দ বাহিনীর দঃ২৪ পরগনা জেলার সহ সভাপতি রাজু লস্কর,জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,উওর দূর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ ব্যানার্জী,যুব তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি রুপম লস্কর,উওর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি লস্কর,সামসুল লস্কর সহ আরো অনেকে।এদিন জয়নগর এক নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস বলেন,মানুষের আবেগ তৃনমূল কংগ্রেস। আর আবার ২০২৬ সালে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ৭০ হাজারের বেশি ভোটে জিতে তৃতীয়বার বিধায়ক হবে, যতই আম জাম কাঁঠাল এক জায়গায় হোক না কেন।বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,এবারের ২১ শে জুলাইয়ের শহীদ দিবসে ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ হবে। আর আমার জয়নগর বিধানসভা থেকে ১২ হাজার মানুষ শহীদ দিবসে কলকাতায় যাবে।আর বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে উত্তর দূর্গাপুরে এদিন যে মানুষের ঢল নেমেছিল তার থেকে প্রমাণিত তৃণমূল কংগ্রেস ছিল,আছে ও থাকবে।

পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে শ্রাবণী মেলার ২২টি বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরে অনুষ্ঠিত শ্রাবণী মেলা সারা দেশের ভগবান শিবের ভক্তদের কাছে একটি প্রধান আকর্ষণ। এই শুভ উপলক্ষে অসংখ্য ভক্ত দেওঘর এবং সুলতানগঞ্জ এলাকায় আসেন। যাত্রীদের সুবিধার্থে সোমবার পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে মোট বাইশটি (২২) শ্রাবণী মেলার বিশেষ ট্রেন ছাড়বে। এই বিশেষ ট্রেনগুলির মাধ্যমে, মেলার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর চেষ্টা হবে। নিম্নলিখিত শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেনগুলির সূচী , ০৩১৫৭ মধুপুর - বেনারস শ্রাবণী মেলা বিশেষ (মধুপুর থেকে ১২,১০ টায় ছাড়বে), ০৫৫৯৮ আসানসোল - জয়নগর শ্রাবণী মেলা বিশেষ (আসানসোল থেকে ১৩০্০ টায ছাড়বে), ০৮৬৪৫ ভাগলপুর - রাঁচি শ্রাবণী মেলা বিশেষ (ভাগলপুর থেকে ১৩,১০ টায় প্রস্থান), ০৩৫১১ আসানসোল - পাটনা শ্রাবণী মেলা স্পেশাল (আসানসোল ছাড়বে ১৭,০০ টায়), ০৫০২৭ দেওঘর - বারহি শ্রাবণী মেলা বিশেষ (দেওঘর থেকে যাত্রা ১৮,৪৫ টায়), ০৩৫৫৩ আসানসোল - দানাপুর শ্রাবণী মেলা বিশেষ (আসানসোল থেকে ১৯,৩০ এ ছাড়বে ঘন্টা), ০৩১৪৬০৩১৪৫ জাসিদিহ-দুমকা-জাসিদিহ মেমু প্যাসেঞ্জার (জাসিদিহ থেকে ০৮,৫০ এ ছাড়বে এবং দুমকা থেকে ১০,৪৫ এ ছাড়বে) ০৩১৫০০৩১৪৯ জাসিদিহ - গোড্ডা - জাসিডিহ মেমু প্যাসেঞ্জার (জাসিডিহ থেকে ১৩,০০ এ যাত্রা এবং ১৫,০০ এ গোড্ডা থেকে যাত্রা), ০৩৫০৭০৩৫০৮ দেওঘর-জসিডিহ-দেওঘর মেমু প্যাসেঞ্জার (দেওঘর থেকে ০৮,২০ এ ছাড়বে এবং ২২,০৫ এ জাসিডিহ থেকে ছাড়বে), ০৩৪৮০০৩৪৭৯ জামালপুর-সুলতানগঞ্জ-জামালপুর মেমু প্যাসেঞ্জার (জামালপুর থেকে ০০,০৫ এ ছাড়বে এবং ০১,৩০ এ সুলতানগঞ্জ থেকে ছাড়বে), ০৩৫০১০৩৫০২ জাসিডিহ-বৈদ্যনাথধাম-জসিডিহ মেমু প্যাসেঞ্জার (জসিডিহ থেকে ০৪,৩০ এ ছাড়া এবং ০৪,৫৫ এ বৈদ্যনাথধাম থেকে প্রস্থান), ০৩৫০৩০৩৫০৪ জাসিডিহ - বৈদ্যনাথধাম - জাসিডিহ মেমু প্যাসেঞ্জার (বৈদ্যনাথধাম থেকে ১৩,০৫ এ ছাড়া এবং ১৩,৩৫ এ জাসিডিহ থেকে প্রস্থান), ০৩৫০৫০৩৫০৬ জাসিডিহ - বৈদ্যনাথধাম - জাসিডিহ মেমু প্যাসেঞ্জার (জাসিডিহ থেকে ২১,২৫ টায় যাত্রা এবং বৈদ্যনাথধাম থেকে ২২,০০ টায় প্রস্থান)।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

'ই' ক্রয় ব্যবস্থার জন্য টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৬ তারিখ: ১১/০৭/২০২৫

প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (৫ম তলা), নতুন প্রশাসনিক ভবন, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা খোলা ই-টেন্ডারগুলি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সকল টেন্ডার ১৪.০০ টায় বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্র. নং	টেন্ডার নং	জমা দেওয়ার তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৬০২৫০০২১	০৪/০৮/২৫	৬০ কেজি রেলের জন্য ১.০মিটার দীর্ঘ ফিশপ্লেট প্রস্তুত ও সরবরাহ।	১৫০০০ সেট	১৪,৪৪,০৬০.০০
২	৫৬২৫৩০০৫	২৮/০৭/২৫	৬-কোয়াড ০.৯ মিমি ব্যাসার্ধ তার সরবরাহের চলমান চুক্তি ইত্যাদি।	২৪০০ কিমি	৫০,০০,০০০.০০
৩	৬৫২৫৫০০৬	০৭/০৮/২৫	শক অ্যাবজরবার টেস্টিং মেশিন (পড়ি বিড মিটিং: ২৪.০৭.২৫ তারিখে ১২টায়, পিসিএমএম মিটিং রুম, এসইআর/জিআরসি/কল-৪৩)।	০৩টি	২,৪৮,৭০০.০০
৪	৪৫২৫৩১৯০	০৫/০৮/২৫	১২০এএইচ ধারণক্ষমতাযুক্ত ভালভ রেগুলেটেড লিড অ্যাসিড ব্যাটারি ইত্যাদি।	৮৭৯ সেট	২০,০০,০০০.০০
৫	৪৭২৫৫০০৫এ	১৯/০৮/২৫	পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং ইত্যাদি।	০২টি	১,৩৮,৭৭০.০০
৬	৪৫২৫৩২০৪	০২/০৯/২৫	২৫ কিলোওয়াট অ্যালটারনেটরের জন্য উপযুক্ত ইলেকট্রনিক রেক্টিফায়ার কাম রেগুলেটর ইউনিট (ইআরআরইউ) ইত্যাদি।	২৯টি	১,৪৫,০৯০.০০
৭	৭৫২৫১৭২৩	০৬/১০/২৫	ডেকোরেটিভ থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন বন্ডেড ল্যামিনেটেড শীট ইত্যাদি।	৬১৪৩টি	১,৫৬,৫৩০.০০
৮	৬০২৫০০৫৩এ	১১/০৮/২৫	১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট উৎপাদন ও সরবরাহ, পিএসসি স্লিপারের জন্য।	৫৫,৫০,০০০টি	২০,০০,০০০.০০
৯	২৯২৫৩১৮৪	৩০/০৭/২৫	প্রেসার গেজ সেট ইত্যাদি।	২২৬ সেট	৫,০৬,৪৪০.০০
১০	২৯২৫৩২৩৪	০৫/০৮/২৫	হাই ভোল্টেজ বুশিং	৩৯টি	১,৭৪,৮৮০.০০
১১	২৫২৫৩৬১০	০৬/০৮/২৫	হেক্স.এইচ.ডি. স্ক্রু সহ প্যান্টো মাউন্টিং ইনসুলেটর	৮৯৪টি	১,৬০,৩৫০.০০
১২	২৯২৫৩০৬১	১১/০৮/২৫	ডব্লিউএজি৯ লোকোর জন্য ফিল্টার অ্যাসেম্বলি সেট	১৮ সেট	১,০৭,৪৭০.০০
১৩	২৫২৫৩৩৪৫	১৪/০৮/২৫	১৫০০ অ্যাম্পিয়ার ক্ষমতার সিটিএফ সেট	২১ সেট	২,৯৯,৮১০.০০
১৪	২৫২৫১২৮০	১৯/০৮/২৫	কেবল হেড টার্মিনেশন (সিএইচটি) সিস্টেম	৪৬টি	২,৩৩,৪০০.০০
১৫	২৫২৫৩৫৬৫	২১/০৮/২৫	১৫০০ অ্যাম্পিয়ারের জন্য কনট্যাক্ট সেগমেন্ট	৭৫৩টি	২,০৬,৭৩০.০০
১৬	২৯২৫৪৫৮৯	২৬/০৮/২৫	মেশিনড স্টেটর অ্যাসেম্বলির সংযুক্ত উপাদান	২৪২টি	৪,৫৩,৪৭০.০০
১৭	২৯২৫৪৫৯৭	০১/০৯/২৫	প্যান্টোগ্রাফ টাইপ সিসিপিএল আইআরও৩এইচ -এর জন্য আইওএইচ ওভারহলিং কিট	৮৪ সেট	১,৭৪,৮৫০.০০
১৮	২৯২৫১৪২৩	০১/০৯/২৫	ট্রাফ ছাড়াই ছাদে স্থাপনযোগ্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম	১৭৭টি	৮,৬০,০২০.০০
১৯	২৫২৫৩৫৭১	০৩/০৯/২৫	এনত২ ট্যাপ চেঞ্জারের এওএইচ রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচি	২১৭ সেট	৩,৯১,২৬০.০০
২০	২৯২৫৩২৬৯	০৪/০৯/২৫	নোস সাসপেন্ড ড্রাইভের জন্য ল্যাবিরিন্থ রিং সেট	২৩৯ সেট	৪,৮২,২৫০.০০
২১	২৯২৫৩২০৬	০৯/০৯/২৫	হেড লাইটের জন্য কনট্যাক্টর	২২৭টি	১,০১,৭৩০.০০
২২	২৯২৫৪৫৮৮	১৫/০৯/২৫	এন্ড ফ্রেম ড্রাইভিং এন্ড অ্যাসেম্বলি (পরিবর্তিত)	৯৮টি	১,৮৪,৩৭০.০০
২৩	২৯২৫৩২৭৭	২২/০৯/২৫	কন্ট্রানসিস প্যান্টোগ্রাফ তৈরির জন্য বিভিন্ন আইটেমের সেট	২৯ সেট	১,১২,৬৫০.০০
২৪	২৫২৫১২৮১	২৩/০৯/২৫	ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক কনট্যাক্টর অ্যাসেম্বলি	১৭২টি	১,৬৪,৬১০.০০
২৫	৪৫২৫৩২০৮	২৩/০৯/২৫	ইলেকট্রনিক রেক্টিফায়ার কাম রেগুলেটর ইউনিট (ইআরআরইউ) ইত্যাদি	৫০টি	১,৪০,৩০০.০০
২৬	আইজি ২৫৫৫৮৩সি	১১/০৮/২৫	ট্র্যাক জিওমেট্রি গজ পরিমাপের জন্য পোর্টেবল টিইই ট্রলি	০১টি	১,১২,৮০০.০০
২৭	৮০২৫৩০৬১	১০/০৯/২৫	তিন ফেজ লোকোমোটিভের জন্য ট্রান্সফরমার অয়েল ইত্যাদি	৭৯,৮০০ লিটার	২,৩৭,১৩০.০০
২৮	৬০২৫৫০৯৩ডি	০৪/০৮/২৫	প্রি-স্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রিট স্লিপার তৈরী ও সরবরাহ	৯৪০ সেট	৫০,০০,০০০.০০
২৯	৩৩২৫৩৩৮৩	০৪/০৯/২৫	এলএইচবি কোচের সিবিসি-এর জন্য নাট (নাকেল)	১৬১টি	১,৩৩,৩৭০.০০
৩০	৩০২৫৩২৭৬	২৮/০৮/২৫	এএআর "এইচ"" টাইপ টাইট লক কনেকশনের জন্য নাট (নাকেল)	১৩২টি	১,৪৫,৯৫০.০০

আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সমস্ত টেন্ডার এবং তারপরে প্রকাশিত যেকোনো সংশোধনীতে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। (PR-394)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২২৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৩০ আষাঢ় ১৪৩২

বাংলাদেশের খুলনার মাটিতে ঠাকুরবাড়ির শিকড়! অবাক করা তথ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ নিয়ে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

আগের অংশের পর...

জয়রাম ঠাকুরের তিন পুত্র নীলমনি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। জয়রামের মৃত্যুর পর নীলমনি ও দর্পনারায়ণ ধন সায়রের সম্পত্তি বিক্রি করে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পান এবং পলাশীর যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ছয় হাজার টাকা প্রাপ্ত হন এবং জয়রামের নগদ দুই হাজার টাকাসহ তারা মোট তেরো হাজার টাকার মালিক হন। পরে পাথুরেঘাটায় জমি ক্রয় করে তারা বসবাস শুরু করেন। নীলমনি এবং দর্পনারায়ণ সাহেবদের সেক্রেটারীর কাজ শুরু করে প্রভূত ধন অর্জন করেন। অতঃপর জমিদারী কিনে জমিদার হন। নীলমনি এই অভিজ্ঞতার প্রতিষ্ঠিতা। কিছুদিনের মধ্যেই নীলমনি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে সম্পদ নিয়ে মনোমালিন্য দেখা দেয়। নীলমনি পাথুরিয়া-ঘাটের সমস্ত সম্পত্তি এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে দর্পনারায়ণকে ছেড়ে দিয়ে জোড়াসাঁকোয় এসে আবাস গড়ে তোলেন। নীলমনি থেকেই কুশারী পরিবর্তিত ঠাকুর বংশের নিজস্ব ধারা প্রবাহিত। নীলমনি তার পুত্র

কন্যাদের মধ্যে কন্যাদের বিয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঘরে দিলেও, পুত্রদের বিয়ে দিয়ে ছিলেন খুলনার পীরালি বংশে। (পীরালী বংশ বিশ্বকোষ ১১পৃঃ ৪৮৫)। নীলমনির মৃত্যুর পর ঠাকুর পরিবারের প্রধান রামলোচন ধণাঢ্যও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। রামলোচনের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি ভ্রাতা রামমনির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। রামলোচনের যখন মৃত্যু হয় তখন দ্বারকানাথের বয়স মাত্র বারো-তেরো বছর। এসময়ে রামমণি জীবিত থাকলেও যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন রামলোচনের স্ত্রী নরেন্দ্রপুরের মেয়ে অলকাদেবী। অলকাদেবী দ্বারকানাথের সাথে স্বীয় গ্রামের কন্যা দিগম্বরী দেবীর বিয়ে দেন। (পীরালী বংশ বিশ্বকোষ ১১পৃ. ৪৮৫)। দ্বারকানাথ ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে শিখেছিলেন। এ কারণে ইংরেজদের সহায়তা তিনি লাভ করেন। যৌবনেই তিনি ব্যবসা শুরু করেন, প্রথমে রেশম ওনীল ক্রয়ের ব্যবসা করলেও পরে তিনি বিলাতে অর্ডার সরবরাহ শুরু করেন। তার পৈতৃক জমিদারি বিরাহিমপুর থাকলেও তিনি২৪ পরগনার কালেক্টর ও লবণ অধ্যক্ষের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ইংরেজদের সহচর্যে তিনি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত করেন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর কোম্পানী নামে কুঠিস্থাপন করেন, শিলাইদহওঅন্যান্য নীলকুঠিও কিনে নেন রানীগঞ্জে কয়লার খনিও রামনগরে চিনির কারখানা ইজারা নিয়ে পরিচালনা, তার অন্যান্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। দ্বারকানাথ এই সময় জমিদারি ক্রয় করেন। নাটোরের জমিদারি তার অধীনে চলে আসে। সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত দ্বারকানাথের জমিদারি বিস্তৃত হয়। প্রথম বাঙালি দ্বারকানাথ সামাজিক সব বাধা অতিক্রম করে বিলেতে যান। প্রথম জীবনে নিষ্ঠাবান থাকলে তিনি ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সংস্কার ত্যাগ করেন। বিলাত থেকে ফিরে কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না লাগে সেজন্যে বাড়ির বাইরে বৈঠকখানায় বাস করতেন। তিনি দ্বিতীয়বার বিলেতে যান। বিলেতে যে ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি কাটাতেন সে কারণে তার নাম হয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাশের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। পিতার স্বেচ্ছাচারিতা পুত্রকে স্পর্শ না করে তাই দ্বিগম্বরী দেবী পুত্রকে স্বীয় আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তার জীবনের ধর্ম নিষ্ঠা জননীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। (মহর্ষির আত্মজীবনী পরিশিষ্ট পৃ.২৯৮)। দ্বারকানাথের পুত্রদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শৈশবে মারা যায়। চতুর্থ পত্র অকালপ্রয়াত হয়। দ্বারকানাথের বৈভবের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ মানুষ হলেও তাকে বৈভবদোষ স্পর্শ করেনি। দেবেন্দ্রনাথের বারো বছর বয়সে খুলনা দক্ষিণডিহির রামনারায়ণ রায় চৌধুরীর কন্যা সারদা দেবীর সাথে বিয়ে দেখা হয়। তখন তার বয়স ছয়-সাত বছর। সারদা দেবীর গর্ভে দেবেন্দ্রনাথের পনেরোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সারদা দেবীই রবীন্দ্রনাথের জননী। দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে ব্রাহ্ম ধর্মের উন্নয়নে ব্রতী করেন। তাকে তাই মহর্ষি নামে সম্মানিত করা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে আগ্রহী হয়ে উঠলেও হিন্দু ধর্মের পর্ব ও উৎসব বাড়ি থেকে দূর করতে পারেননি। পিঠাভোগও দক্ষিণডিহির আচার অনুষ্ঠান ঠাকুর পরিবারে প্রচলিত ছিল (খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাযকৃত রবীন্দ্র কথা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বনামে খ্যাত। এদের ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হয় দক্ষিণডিহির বেনীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী ওরফ মৃনালিনী দেবীর সাথে। অতএব পিতৃকুল মাতৃকুল এবং শ্বশুর কুলের সুবাদে রবীন্দ্রনাথের সাথে খুলনার রূপসা থানার পিঠাভোগ গ্রামের কুশারী বাড়ি এবং ফুলতলা থানার দক্ষিণডিহির রায় চৌধুরী বাড়ি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ মাতুলালয় দেখবার জন্যে তথা তার বিয়ের মেয়ে দেখবার জন্য ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণডিহিতে আসেন। (রবীন্দ্রজীবনী ১ম পৃ. ১৯২)। কিন্তু পিতৃপুরুষ কুশারী বংশের ভিটা পিঠাভোগে আসেননি কোনদিন।

প্রশান্ত কুমার পালের রবিজীবনী গ্রন্থ থেকে একটি সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কবির বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত তখন খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বারে বারে কবিকে খুলনায় আসা জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি লিখেছিলেন আমি পুণ্যতোয়া পদ্মার দিকে মুখ করে ডাকযোগে তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি যে তুমি যদি এস তা'হলে আমি খুলনায় যাইনে কিন্তু এই হপ্তার মধ্যে তুমি যদি না এস-তাহলে যদি আমি না যাইও আমার নাম নেই। (চিঠিপত্র ৮১১৮ পত্র ১২০) প্রিয়নাশ যেন আসেননি। কাজেই ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথই খুলনায় গেছেন। (রবিজীবনী ৪র্থ খন্ড পৃঃ ২৯২)। রবীন্দ্রনাথ কবে খুলনায় এসেছিলেন, তার তারিখ নির্ণয় করা শক্ত।তবে তার ক্যাশ বহিতে ১৫ ভাদ্র শুক্রবার ৩১ আগষ্ট এর হিসাব মোতাবেক জানা যায় রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের খুলনায় যাতায়াতের ব্যয় ১৬ টাকা। এর আগে ১০ভাদ্র, ১৩ ভাদ্র, ১৬ ভাদ্র ও ১৮ ভাদ্র তারিখ তার একাধিক পত্র লেখার খবর পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১৩ ভাদ্র খুলনায় গিয়ে ১৫ বা ১৬ ভাদ্র কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। তার কয়েকদিন পর ২০ভাদ্র তিনি রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখেছেন সম্প্রতি লোকেন্দ্র পালিতের নিমন্ত্রণে খুলনায় গিয়াছিলাম। সেই জন্য মহারাজের প্রীতিপূর্ণ পত্র বিলম্বে পাইয়াছি (রবিজীবনী ৪র্থ খন্ড প্রশান্ত কুমার পাল ১৩৯৫ পৃঃ ২৯৩)। এমন শোনা যায়, এসময়ে রবীন্দ্রনাথের আগমনে তার শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণডিহিতে তাকে নেবার জন্য বেজেরডাঙ্গা স্টেশনকে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং পালকি প্রস্তুত ছিল। তবে তিনি দক্ষিণডিহি গিয়েছিলেন কিনা তেমন কোন তথ্য উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন — রবীন্দ্রনাথ লোকেন পালিতের কাছে পিঠাভোগ গ্রাম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। (রবীন্দ্রনাথের কথা হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য) তবে সেখানে যাবার কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিনা তা অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ আরো একবার খুলনায় এসেছিলেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। একটি মামলায় স্বাক্ষ্য দিতে। (রবিজীবনী ৬ খন্ড প্রশান্ত কুমার পাল-পৃ. ৩৪) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই খুলনার সেনহাটি স্কুলের শিক্ষক হীরালাল সেনগুপ্ত প্রণীত নামে ২৪ পৃষ্ঠার একটি গীতিপুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ অনুসারে এই বইটির প্রকাশকাল ৩১ জুলাই হলেও একই বছরের আষাঢ় অর্থা জুন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় পুস্তকটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ইহাতে গ্রন্থকার রচিত কতগুলি গানের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের বাংলার মাটি বাংলার জল সংযোজিত হইয়াছে গ্রন্থকারের স্বরচিত গানগুলিতে কবিত্ব চিন্তাও দেশপ্রীতি আছে। (প্রবাসী আষাঢ় ১৩১৫-পৃ. ১৬৮) এই দেশপ্রীতির কারণে ইংরেজ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে এবং লেখককে গ্রেফতার করে। লেখকের বাড়ি তল্লাসি করে পুলিশ রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পায় এবং এই চিঠির কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই মামলার সাথে জড়িয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন — বইটি কবির নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কবি তা জানতেন না। বইটি কবির হাতে পড়ার পর তিনি জানতে পারেন। অতঃপর কবি গ্রন্থকারকে একটি চিঠি লেখেন-তাতে কোনো উত্তেজনার প্রশ্রয় ছিল না। স্থির ধীর হয়ে দেশের কাজ করার উপদেশই ছিল। চিঠির ভাবটা এরকম ছিল-ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাশা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেই চিঠির কারণে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে কবিকে আহ্বান জানানো হয়। (রবীন্দ্রনাথের কথাহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ২৮)। এই মামলায় রবীন্দ্রনাথকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়। খুলনা আদালতের এক বৃদ্ধ উকিলের কাছে শোনা বিবরণ অবলম্বনে কালীপদ রায়ের খুলনার ফৌজদারী আদালতের একটি স্বদেশী মামলায় ভারত সরকারের পক্ষে সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ লালমাঠি পৌষ ১৩৮৫) থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে চিন্ময় সেহানবীশ লিখেছেন, উকিল মশায় কালীপদ রায়কে বলেছিলেন তাঁরা শুনেছিলেন ছোট লাট-এন্ড্রু ফ্রেজারের নাকি গোড়ায় মতলব ছিল-রবীন্দ্রনাথকেও হরিলাল সেনের সঙ্গে আসামি করে মামলা রুজু করা। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবীরা যখন জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ টেকানো যাবে না বরঞ্চ গোটা মামলাই ফেঁসে যেতে পারে, তার ফলে হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে মামলা সরকার তরফের প্রধান সাক্ষী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ডাকার সিদ্ধান্ত করা হয় '(রবীন্দ্রনাথও বিপ্লবী সমাজ চিন্ময় সেহানবীশ ১৩৯২,পৃ. ২৭-২৮) রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন, বোধ করি তাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে খুলনায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে পুলিশের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি। (দেশসাহিত্যে সংখ্যা- ১৩৮৫ পৃ. ১৩পত্র ১৬) যথারীতি সরকারি সমন আসার পর রবীন্দ্রনাথ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন এবং ১৮ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার খুলনায় রওয়ানা করেন। রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাবে আছে শ্রীযুক্ত বাবু মশায়-১৮ অগ্রহায়ণ খুলনায় গমন করার গমনাগমনের ব্যয়। (রবিজীবনী ৬ খন্ড- পৃ.৩৪) পরের দিন ১৯ অগ্রহায়ণ-৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ শুক্রবার খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদালতে হাজির ছিলেন। (The Amrita Bayar Patrika. ১৯০৮)। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মোটেই সরকারের পক্ষে যানি। কেননা তিনি নাকি বলেছিলেন 'তরুণের পক্ষে উত্তেজক কবিতা বা গান লেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওকালতি তার পেশা নয়- সুতরাং কবিতা বা গান কী পরিমাণ উত্তেজক হলে সেটা আইনগত দন্ডীয় হবে সেটা তার জানা নাই। (প্রাগুক্ত চিন্ময়-সেহানবীশ- পৃ. ২৮) পরেরদিন আদালত বসলে লঘুপাপে হয় গুরু দন্ড-হীরালাল সেনের ১৮মাস কারাদন্ড হয়। কোথাও কোথাও ছয় মাসের কথা উল্লিখিত হলেও সে তথ্য সঠিক প্রতীয়মান হয় না। রবীন্দ্রনাথ রায় দানের জন্যে অপেক্ষা করেননি। ২১ অগ্রহায়ণ রবিবার ৬ ডিসেম্বর কলকাতায় ফিরে যান, শান্তিনিকেতনে যান পরের দিন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,কবি এখানে এসে বললেন, হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা করে এলাম। মুক্তির পর এখানে আসতে বলেছি। (প্রাগুরুহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ২৮) কারামুক্তির পর রবীন্দ্রনাথ হীরালালকে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করেন, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। অতঃপর ১৯১২তে ইংরেজ সরকারের তাড়নায় তাঁকে জমিদারির কাজে সরিয়ে নেন। খুলনায় এমন একটি জনশ্রুতি আছে, এসময়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে তার চাকর এসেছিলেন উমাচরণ। উমাচরণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পিঠাভোগ গ্রামের দূরত্ব এবং যাতায়াত ব্যবস্থার খোঁজ খবর করেছিলেন। তবে এ তথ্যের কোনো জোরালো সমর্থন পাওয়া যায় না। কেননা রবীন্দ্রনাথ মাত্র একদিন খুলনায় অবস্থান করেছিলেন-কোথায় ছিলেন তারও কোনো তথ্য উদ্ঘাটন করা দুরুহ।তবে পিতৃপুরুষের আদি নিবাস সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করে থাকবেন কালীপদ রায়ের প্রবন্ধ থেকে এমন অনুমান করলেও করা যায়। (লালমাটি-পৌষ-১৩৮৫)-এ সূত্রে প্রতীয়মান হয় রবীন্দ্রনাথ একদা যেমন নিজেকে পরিচিত করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি বলে, তেমনি হয়তো সঙ্গোপনে নিজেকে পিঠাভোগ গ্রামের জগন্নাথ কুশারীর উত্তরাধিকারী বলেও দাবি করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাথে পিঠাভোগ গ্রামের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন বা অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা আছে বলে বিবেচিত হয় না। ১৯৫২ সালে কলিকাতার বাঙ্গী নাট্য সংস্থা 'পরিবার নামে' একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। যে নাটকের কাহিনীতে পিঠাভোগের কুশারীদের সমাজপতন পীরালী শাখা ভুক্ত হওয়া এবং তারপরবর্তী কাহিনী উপস্থাপন করা হয়। কুশারীরা রবীন্দ্রনাথের আদি পুরুষ এর তার সাক্ষ্য বহন করে পিঠাভোগ জগন্নাথ কুশারী অধঃস্থন ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ আর কোন বংশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। রবী ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বাসভূমি খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠভোগ গ্রামের ঐতিহ্যের পটভুমি একথায় অবচেতন মনেও স্মরণ করতে হয় সুন্দরবনের ইতিহাস (পৃষ্ঠা. ৩৩৭)-এ উল্লেখ আছে 'জেলার আলাইপুরে পূর্ব দিকে পিঠাভোগে কুশারীদের পূর্ব নিবাস ছিল। পিঠাভোগের কুশারীগণ রায় চৌধুরীদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পীরালী হন'। একই ইতিহাসে (পৃষ্ঠা. ৩৩৮) উল্লেখ আছে রবি ঠাকুর যে খুলনা জেলায় পিঠাভোগের কুশারী বংশভূত উহারই সমর্থনে কয়েক বছর পূর্বে কলিকাতায় দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। খুলনা জেলার ইতিহাসে বলা হয়েছে পিঠাভোগ আলাইপুর সংলগ্ন একটি গ্রাম। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষ কুশারীদের আদি বাস ছিল এই গ্রামে। অধ্যাপক সতিশ মিত্র রচিত যশোর-খুলনার ইতিহাস-এ (পৃষ্ঠা. ৩৪০-৩৪১) ঠাকুর বংশের পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী খুলনা জেলার পিঠাভোগ গ্রাম পরিত্যক্ত করিয়া কালিঘাটের সন্নিকটে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। সে সময় গোবিন্দপুরে জেলে, মালো, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির বাস ছিল। তাহারা নবাগত ব্রাহ্মকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি পঞ্চাননওতাহার বংশীয়গণের ঠাকুর উপাধি সর্বজনীন বিদিত হয়ে যায়। শুধুএবংশের নহে আরও অনেক বংশে এরূপ ঠাকুর উপাধি ছিল। কুশারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি বংশ। এই বংশের প্রথম পুরুষ রামগোপাল কুশারী। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলে কবির পূর্ব পুরুষের নিবাস। এখানেই আবার তার শ্বশুরবাড়ি। খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রাম কুশারীদের স্থায়ী ঠিকানা। আর ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহিতে তার শ্বশুরবাড়ি। কুশারীদের আদি বাড়ি কেমন ছিল, পাকা না কাঁচা এখনও তা উদ্ঘাটিত হয়নি। তবে পিঠাভোগে ব্রিটিশ আমলে একটি পাকা দালান উঠেছিল। সে বাড়িটিও ১৯৯৫ সালে কুশারীদের বর্তমান বংশধরেরা বিক্রি করে দেয়। সেটা আবার এক ব্যবসায়ী কিনে ভেঙে গুঁড়িয়ে, কড়ি, বরগা,জানালা, দরজা বিক্রি করে প্রচুর টাকা অর্জন করেন। রামগোপাল কুশারী স্বীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কবি রবীন্দ্রনাথ তার ১৩তম অধস্তন পুরুষ। রামগোপাল কুশারীর ৭৩তম অধস্তন পুরুষের এক ধারা থেকে যায় পিঠাভোগে। আরেক ধারা স্থিত হয় কলকাতায়। কলকাতার কুশারীরা কালক্রমে পরিচিত হয় ঠাকুর নামে। রবীন্দ্রনাথ রামগোপালের ১৩তম অধস্তন পুরুষ। রামগোপাল কুশারীর পুত্র জগন্নাথ কুশারী। তার অধস্তন পুরষেরা যথাক্রমে পুরুষোত্তম,বলরাম, হরিহরও মহেশ্বর। মহেশ্বর কুশারীর দুই সন্তান- পঞ্চানন, প্রিয়নাথ দুই ভাইয়ের মধ্যে বনিবনা হয়নি পঞ্চাননকে বাড়ি এবং পৈতৃক গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছিল।তিনি কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথ্য সূত্র যশোর-খুলনা

অঞ্চলের ইতিহাস বিষয়ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সতীশ চন্দ্র মিত্র প্রণীত ইতিহাস, পয়োগ্রাম কসবা অধ্যায়ের বিশ্বকোষের পীরালিবিষয়ক অংশ এবং টি ডব্লিউ ফ্যারেলের 'টেগোর ফ্যামিলি' শীর্ষক গ্রন্থে কবির বংশ পরিচয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। আছে যশোর-খুলনা অঞ্চলের স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ, সংকলন এবং আরও অন্যান্য বইপত্রে। এসব বই থেকে আহরিত তথ্য নির্যাস, যা প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরে সংরক্ষিত রয়েছে তাতে বলা হয়, রবীন্দ্র পরিবারের পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী পৈতৃক বাড়িঘর ছেড়ে কলকাতা চলে যান। কুশারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি নেন। বসত গাড়েন কোম্পানির দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামে। পঞ্চানন পুত্র জয়রাম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের জন্য পৈতৃক ভিটা দেন। তার পুত্র দুর্গনারায়ণ ও পৌত্র গোপীমোহন জমিদারি কিনে জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর এস্টেট পত্তন করেন।

স্ববিচারের সংকটে নির্বাচন ভোটারদের অধিকার নিয়েই প্রশ্ন তোলো

ভারতের গণতন্ত্র আজ এমন এক মোড়কে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ভোটাদেশের মর্ম ও অর্থ কার্যতই আক্রান্ত হচ্ছে। ঠিক সেই ক্ষতিকর পরিস্থিতির দিকে আমাদের ফেরার এই মুহূর্তটাই গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বর্তমানে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন ও প্রয়োগ পদ্ধতির দ্রুত বাস্তবায়ন। এর মধ্য দিয়ে ভোটারদের ভোটাধিকার নিয়ে সংবেদনশীলতা এবং সন্দেহের বিস্তার লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। চলমান পরিস্থিতি মূলত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কারণে তীব্র বিতর্কের জ্বালানি পেয়েছে। বিহারে, নির্বাচনের মুখে ৮ কোটি ভোটার তালিকা পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে এবং প্রায় ৩ কোটি মানুষকে নিজে নিজেই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে। ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ফর্ম ও দস্তাবেজ জমা না দিলে, ভোটারদের নাম তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এই চরিত্রেই, নির্বাচন কমিশনের পদ্ধতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্রশ্ন; এটা কি 'সংশ্লিষ্ট' রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই পরিচালিত হচ্ছে? দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশন কি গণতান্ত্রিক মর্যাদা বজায় রেখেই কাজ করছে, নাকি কোনো পক্ষের প্রভাবের কারণে ঘটনাচক্রে গণতন্ত্র ধ্বংসের শিকার হচ্ছে? সংবিধান স্পষ্টভাবে নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও চালনার দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, তা নিয়েও আছে নির্দিষ্ট বিধি ও নিয়ম। ভোটারাই সংবিধানের এই দায়িত্ব মানুষ বিশ্বাসের ভিত্তিতে কমিশনকে দিয়েছেন, কিন্তু সে বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য পুরো প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী হতে হবে। আর এই প্রক্রিয়াগুলো ঘনিষ্ঠতা সমালোচনার মুখে পড়ছে অধিকতর রাজনৈতিক ইচ্ছের কারণেই। এর শুরু চোখে পড়ল বিহারের সমীক্ষা মূলক বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ পরীক্ষার মাধ্যমে। যেটি হয়নি ধাপে ধাপে, সময়মতো যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে। এর বদলে হঠাৎ শুরু হলো গণশুনানির মতো এক প্রকৃতি, যেখানে সময়সীমা দিয়েই কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে, ফলে ভোটারদের অভিযোগকেও সীমাবদ্ধভাবে পরিলক্ষিত। চরম পর্যবেক্ষণে ভোটারদের মনস্তাত্ত্বিক উদ্বেগের সৃষ্টি হলো; অথবনও কি আমার ভোটাধিকার আছে?এই তরঙ্গের পরেই সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ আয়ত্তে এসেছে। জুনের এক শুনানি চলাকালে আদালত মন্তব্য করেছে, নির্বাচনী সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় কমিশনকে বাধা দেয়া হবে না। তবে থাকা উচিত সময়সীমার স্বচ্ছতা ও যুক্তিসঙ্গত মানদণ্ড। বিভিন্ন নির্দেশে, নির্বাচন কমিশন যেন এ কাজ চালিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এর প্রণালী স্বার্থ, রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত কিনা; সে বয়স দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। বিচারপতিরা বলেছিলেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়েছে যা বাস্তবে ভয়ঙ্কর কঠিন। এমনকি তাদের নিজেও হয়তো সময়োপযোগী দস্তাবেজ জমা দিতে পারতেন না। সেখানে প্রশ্ন হয়, 'কেন এই পুনর্নিবারিত নির্দেশনা এতই কঠোর?' এই ত্রুটিপূর্ণ 'খণ্ডাভিযান' নির্বাচনী সময়ে শুরু হওয়ায় মানুষ মনে করতে বাধ্য হচ্ছে; ভোটার তালিকা সংশোধন কি প্রকৃতই প্রয়োজনীয় ছিল না? প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ বিহার-রাজ্যের বিদ্যমান জনসংখ্যাগত পাবলিক তথ্য রয়েছে;নগরায়ণ, মৃত্যু, অভিবাসন; সেসব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ। তবে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, এসব ব্যাপার 'হঠাৎ' বেড়ে গেছে, এবং তা 'বিপজ্জনক'; সেই আখ্যাকে গুরুত্ব দিয়েছে আদালতও। তাদের বক্তব্য, তনির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার প্রত্যাশায় বিচারালয়ের হস্তক্ষেপ অসম্ভবদ, যা প্রমাণ করে, বিষয়টি ইতিমধ্যেই আবশ্যিক সময়সীমাতে আটকে পড়েছে। এই সংকটমূলক অবস্থায়, বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন যেন জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরির দিকে রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে চলেছে। যারা অভিযোগ তুলছেন, তাদের বক্তব্য, তথিপত্রের মাধ্যমে নাগরিকত্ব যাচাই করার একাধিক সুবিধা অথচ কমিশন বাধ্যত করছে ভোটার তথ্য জমা দিতেদ, যা সুস্পষ্টভাবে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফলাফল সরূপ, ভীতির আবহ মানুষ অনুভব করছে; 'আমার ভোটার তালিকা কি বাতিল হবে?'; এমন ভয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পরিবেশ বিকৃত করে। এ উইচ্ছরুধের মধ্যেই প্রধান রাজনৈতিক দলের বক্তব্য চমৎকার প্রতিনিধিত্ব করছে। দাবি যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যাতে তারা 'অবাঞ্ছিত' অঞ্চল থেকে ভোটারদের সরিয়ে নিচ্ছে বা সংশোধন করছে। এর ফলে, গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারকে এক প্রকার রূপান্তরিত করা হচ্ছে 'পলিপটিক্যাল ম্যানিপুলেশন'-এ। তথ্যপ্রমাণের অভাবে অভিযোগ থেমে যাচ্ছে না, বরং প্রতিদিনই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তা বড় নতুন করে মাথা তুলছে। তবে, আমাদের উচিত এসব সমালোচনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে আটকে না রেখে বিশ্লেষণ করা, কারণ আজকের পরিস্থিতি শুধু একটি রাজ্যের নির্বাচন সীমার পরেও তীব্র আমেজ তৈরি করছে;বিগত বছরে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিপুলসংখ্যক ভোটারের নাম যুক্ত হলে এমনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল আগেই। সংসদ সদস্য ও সরকারি প্রতিনিধি বলেছিলেন, ভোটার তালিকা সংশোধন 'প্রয়োজনীয়', কারণ কার্ড হারানো, অভিবাসন, মৃত্যু;এসব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই সতর্কতার অভাবেই তা হঠাৎ করে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। নাগরিকত্ব যাচাইয়ের অধিকার সুস্পষ্টভাবে নাগরিক সংবিধানের মধ্যেই রয়েছে;নাগরিকত্ব প্রদান ও প্রত্যাহারে অবশ্যই যথাযথ আইনি পদ্ধতি ও প্রমাণাদি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বিচারেই এখন প্রশ্ন উঠেছে; তারা কি এমন 'আইনি' বা 'নির্বাচিত' ক্ষমতা প্রয়োগ করছে? সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, তকোন নথি নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য বিবেচ্য, তা স্থির করা নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়।দ আইনই কমিশনকে রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হতে বাধ্য করেছে কি না;মূল প্রশ্ন এখানেই নিহিত। এখন সময় এসেছে পুনর্বিবেচনার। কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের উচিত সুস্পষ্টভাবে যৌথ ঘোষণা করা; ভোটার তালিকা সংশোধনের যে প্রক্রিয়া চলবে, তা নির্দিষ্ট সময়, পর্যাপ্ত জনসচেতনতা ও প্রমাণের ভিত্তিতে হবে, যাতে ভোটারদের অধিকার সীমাহীনভাবে আক্রান্ত না হয়। জায়গা গ্রহণ করে প্রতিটি প্রক্রিয়া, সময়-সীমা, দস্তাবেজ এবং তথ্য সকল পর্যায়ে স্বচ্ছ হওয়া উচিত। কমিশনকে এখনই ঘোষণা করা উচিত; 'যে সমস্ত ভোটার ইতিমধ্যে স্ব স্ব ঠিকানা বা প্রয়োজনে দস্তাবেজ অপ্রতুলতার কারণে বোঝানো হচ্ছে, তাদের জন্য একধাপ ছাড় বা ক্ষেত্রভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন থাকবে।' এছাড়া, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা অন্য প্রশাসনিক ডাটাবেসের সঙ্গে ভোটার তালিকার একইসঙ্গে সমন্বয় না করে, প্রতিটি ভোটারকে নিশ্চিতভাবে যাচাইযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় কী না; সেই বিষয়টি এখন গভীর আলোচনা ও বিশ্লেষণ দাবি করছে। সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতার মধ্যেই প্রয়োজন সময়, দায়িত্বশীলতা এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বাইরে গিয়ে সমস্ত পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রভাবশালী পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রথম শর্ত হলো; ভোটারদের 'ভয়মুক্ত নির্বাচন' অর্থাৎ, ভোটারদের মনে যেন প্রশ্ন না জন্মায়; 'আমার নাম কি এখনও তালিকায় আছে?' তাদের এমন নিশ্চয়তা প্রয়োজন, যাতে ভোটকে তারা নিজের হাতে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, রাজনৈতিক অভিযানের ফাঁদে না পড়েছিলেন, এবং নির্বাচনের দিনে ভোট দেন নির্ভয়ে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে একটা স্পষ্ট পাঠ তুলে ধরছে; নির্বাচন ইস্যু যেন এক 'রাষ্ট্রীয় কমিশনের সিদ্ধান্তথানিক' না হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পক্ষদের খেলায়। গণতন্ত্রের নির্বাচন কিন্তু লোকশক্তির ভিত্তি। ভোটারদের স্বাধীনতাকে যতটা প্রয়োজন, তার থেকেও প্রয়োজন নির্বাচনেশন। এই টানাপোড়েন থামাতে হলে, কেন্দ্র, রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন যেন দায়িত্বশীল সিদ্ধান্তে ফিরে আসে এবং সময়, পদ্ধতি ও তথ্যের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে দেয়। এইটাই আক্রান্ত গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার, ভোটারদের অধিকার পুনঃস্থাপনের একমাত্র পথ। এখন দেরি করলে, জনমনে সন্দেহের অবিরাম জলপ্রপাত নির্বাচন কাঠামোর ওপর বেদনাদায়ক প্রভাব ফেলবে। সেই ক্ষত যে সহজে সেরে যাবে না, তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। এবার সময় সচেতনভাবে পদক্ষেপের।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ গার্হস্থ্য-নীতি ঃ—

'ইষ্টচিন্তা, সৎনাম, উপচারী শ্রম ও ইষ্টকর্ম, সদাচার, শ্রদ্ধার্থ সেবা ও সুব্যবহার; সর্বকালে, সব ব্যাপারে এই পাঁচ সম্পদ নিয়ে সময়ের অপব্যবহার না ক'রে

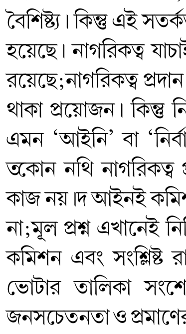

বিহিত চলনায় চলতে থাক,— গার্হস্থ্য-জীবনে সুখী হ'তে পারবে; ব্যত্যয়ে অভিশাপ।' তুমি যতই ধী-সম্পন্ন হও না, দক্ষ-উদ্যোগী হও না, পিতামাতার ইষ্টানুগ-অনুপূরক যদি না হও, তাঁদের পরিপোষক না হও, প্রতিপালক না হও, বুঝদার হ'তে পার; কিন্তু প্রাজ্ঞতা তোমা হ'তে অনেক দূরে— তখনও। আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও খেয়াল রাখো, তাঁদের কাছে থেকে হও; তাদের প্রতি ভালবাসা দেওয়া যা তোমার প্রকৃত প্রশ্ন মনে ওঠা পরিপালনীয়। এমনতর যুক্তিবাজ যা'রা তা'রা রক্তচোষা বাদুড়, নয়তো, সর্বনাশের পেয়াদা।

মেয়ে হয়ে জন্মের অর্থ— স্বীকার্য প্রকৃতির নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অহংকারের সংসার

'মেয়ে হয়ে জন্মালে মেনে নিতে হয় অনেক কিছুই'— শুধুমাত্র একটি নুঘুর অবলোকন নয়, বরং কলকতার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সরল অথ স্তরিত স্বীকারোক্তি। এই বিবৃতি আমাদের আবর্তে থাকা প্রতিটি নারীর জীবনযাপনের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক চাপের এক সূদ আটক যা বহুবার প্রকাশ পায় না, কিন্তু অনুভূত হয় প্রতিটি মুহূর্তে. চলুন দেখি; মেয়ে হিসেবে জন্মলাভ মানেই আত্মার অন্তরে একটা নামহীন দায়বোধ ও বরের অপেক্ষায় থাকা, শেখার আগে দেবার অভ্যেস, স্বাধীনতা কমানো বাধ্যবাধকতা। কখনো আদতে বুঝতেই পারি না; প্রকৃতির অসহায়তা নাকি সমাজের নির্লজ্জ কায়েম? প্রকৃতির বিপর্যয় যেমন খরা, এমনকি ভূমিকম্প-বাদল স্রোতে নারী যখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই দুর্ভোগের মূল কারণ সমাজের patriarchal প্রতিবন্ধকতা; কারণ মেয়েদের পাশে থাকার অধিকার কোনমতেই ইউএনডিপি রিপোর্টে প্রদর্শিত সংখ্যার পেছনে গোপন দায় নয়। অনেক সময় আমরা ভাবি, 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণহানি বেশি, তো কি মেয়েদের নমনীয়তা বা দুর্বলতা?' না, এর উত্তরটি সামাজিক কাঠামোরই ফল। যেমন খরায় মেয়েরা স্কুল ছেড়ে পানি আনতে পাঠানো হয়। মহারাষ্ট্রের কোনো গ্রামে 'পানি বাই' প্রথা? অর্থাৎ দূর থেকে জল টানার জন্য বিয়ে আনা; এ ধরনের ঘটনা শুধু এক অঞ্চলের নয়, এটি মানসিকভাবে বহুগুণে সংস্কৃত হয়ে আছেন এক একটি সমাজের। তার প্রামাণ্যতা যতই দূষিত হোক না কেন, মেয়েরা সেই ভূমিকায় দাঁড়াতে বাধ্য। কারণ, ভেবেলা সত্য; 'আমি মেয়ে, আমাকে বাকির থেকে বেশি সংগ্রাম নিতে হবে। সংবিধানের সাম্যবাদ, স্বাধীনতা, ও ভাবাবেগের কথা যতই বলা হোক না কেন, বাস্তবে পারিবারিক, সামাজিক চুক্তিতে মেয়েদের আইনী অধিকারও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পুরুষ অভিভাবকীনির্ভর পরিবারে মেয়েদের প্রথম বৈষম্য; শিক্ষায়, জীবননির্মাণে, সুরক্ষায়। যখন মনুষ্যচিন্তা নদীর মতো বয়ে গেছে, তখনও পরিবার বিবেচনা করে; ধরা যাক, 'এ ভাইবোন যারা কম', 'আগে মেয়েদের লেখাপড়া হয় কিন্তু বিপর্যয়ে সে বন্ধ।' এই মানসিকতা জয় করে নেয় অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের জায়গা, মেয়েরা নিজেই নিজে সীমাবদ্ধতার মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। পড়াশোনা, খোলা আধুনিকতা; কেন ঐসব ওনারা অপেক্ষা করে, কারণ 'মেয়ে'; অর্থাৎ 'প্রকৃতিগত দায়বোধ'; প্রথমেই পঞ্চায়েতবন্দিতে ঢুকে যাওয়ায়। এখন ভাবুন, পরিবার যখন সিদ্ধান্ত নেয়, 'ঝগড়া হলে মেয়েকে দায়িত্ব নিতে হবে', তখন সমাজে প্রতিদিন নারীর প্রতি এক অমূল্য চাপ তৈরি হয়। সে চাপ ছাড়া মেয়েরা ঠিকভাবে শ্বাস নিতেও ভয় পায়। প্রকৃতির রোষ তাদের উপর জোরালো হয়, কিন্তু যারা দিচ্ছে সেই দোষে সমাজ হিসেবে এক অস্বীকারিতায় মাখা; কারণ সংবেদনশীলতা নেই; তার পরিবর্তে আছে দেশ যার নাম 'আমার মেয়েকে বাঁচাতে হবে' কিংবা 'তার নিরাপত্তার দায় আমার ঘাড়ে'; যাতে বৃহত্তর একটা স্বজনবিধ্বংসী সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যেখানে নারী নিজের ক্ষত নিজে ঢেকে নেয়। এই সাংস্কৃতিক ও সমাজকেন্দ্রিক দায়বোধ মেয়েকে ছোট করে তোলে। তার জীবন যে সংখ্যা হিসেবেই, তার মূল্য মনে হয় বাসা আর বিয়ের ধারামাত্রে সীমাবদ্ধ? শিক্ষা তার জন্যই শুরু করা হয়, যাতে সংযমে শিখতে পারে। স্বাধীনতা কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে 'বাঁচিয়ে রাখা' যায়। তার আবেগ, কণ্ঠ, অঙ্গভঙ্গি; সবকিছুতে একটা 'বোঝা' বসে যায়। মেয়েরা জানে; 'আমি যদি অপরাধ না করে ফেলি, তবুও আমাকে নিজেরাশিষ করতেই হবে'; কারণ স্ত্রী বা মা হওয়ার নিয়ন্ত্রক পরামর্শ সর্বদা কানে বাজে। কারণ, জন্মলাভ হলো মেয়ের; তাই 'মেনে নিতে হয়' সেই সামাজিক দায়বোধ, ঝুঁকি, উত্তীর্ণ হওয়া; প্রতিটি সংকট। আর সবচেয়ে ভয়াবহ যে 'স্বীকার', তা হয় তখন যখন সমাজ মেয়েকে 'অবৈধ' অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। কন্যাদান তো এক ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরভঙ্গ। কিন্তু যখন মেয়েটিকে 'লাভী জেহাদ', 'দেশদ্রোহী', 'ছেলের অভাব' দিয়ে ধর্মীয়ভাবে নিরিখ করা হয়, তখন সে অনুভব করে; সে নিজেই এক বিপজ্জনক ভাবাবেগ, যা সংসারের, সমাজের শক্তি। এই সরল সত্য;'মেয়ে হয়ে জন্মালে মেনে নিতে হয় অনেক কিছুই'; প্রতিদিনের মাধুর্য নয়, এটি এক দীর্ঘ ইতিহাসের সংযম। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়; এটি শুধু মেনে নেওয়া কি? না, খুঁজে বের করা ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদের, একটি জনগুরুত্বপূর্ণ সংস্কার মূলক উদ্দীপনা নাকি নারীদের নিজ কেন্দ্রীয় পরিচয় ধরে রাখতে সাহায্য করে না? আজকের মেয়েরা বলার সাহস পাচ্ছে ছড়িয়ে; 'আমার শ্রেষ্ঠত্ব আমার হাতেই,' কিন্তু সমাজ এখনও 'বাঁচাও' 'রাখাও' প্রজ্ঞাবাদে বিশ্বাস করে। এখন সময়; it is time to reclaim boundaries, সীমানা ও আত্মনির্ভরতা। মেয়ে হিসেবে জন্মায়ার প্রাত্যহিক দ্বন্দ্ব; কি তা আর 'মেনে নেয়া', না কি তাকে বদলে দেয়া? আর সেই পরিবর্তনের বীজ বোনা শুরু করতে হবে পর্যায়ক্রমে; স্কুল, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতিতে। নারীর সব অলোচনায় একটি প্রশ্ন তোলা জরুরি; 'তোমার উপরে কেন এত দায়িত্ব?' সেই প্রশ্ন করেই সামনে এগুতে পারে নারীর স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান; তা না হলে পুরনো ন্যারেটিভটাই ভাসবে তার শ্বাসে। এই অবস্থার গতিশীলতা শুধু একটি ব্যক্তির স্বীকৃতি নয়; এই দেখাতে হবে, নারীর অধিকার, ক্ষমতা, ও নিজ সিদ্ধান্তে স্থির থাকার অধিকার একজন মেয়ে হয়ে জন্মানোর অটুট বাস্তবতা। তার জন্মের কারণ কখনোই স্বীকার্য নয়; কারণ তার জীবনব্যাপী সুযোগ নথিভুক্ত, তার কণ্ঠনৈর্ব্যক্তিক, তার আকাঙ্ক্ষা আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তম্ভে। তাই 'মেয়ে হয়ে জন্মালে মেনে নিতে হয় অনেক কিছুই'; আজকের উপলব্ধি নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞা হবে আস্তে আস্তে মেয়েদের ওপর আর কোনও চাপ নয়, আর কোনও বাধ্যবাধকতা নয়; নতুনকি স্বাধীনতা ও সমানাধিকার, সেই ভাবনায় জন্মাবে সমাজ ও সংস্কৃতির পরবর্তী মুক্ত খেলা।

তৃণমূলকে বিসর্জনের হুঁশিয়ারি, বিজেপির রাজনৈতিক সুর চড়াচ্ছে শমীক ভট্টাচার্য

বাগডোগরা বিমানবন্দর সোমবার সকাল থেকেই যেন পরিণত হয়েছিল এক রাজনৈতিক বার্তাবাহী মঞ্চে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পা রাখতেই সেখানে গর্জে উঠলেন দলীয় কর্মীরা। আব্বির, ফুল, উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল প্রাঙ্গণ। তবে এই উচ্ছ্বাসের মাঝেও এক দৃঢ় রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিলেন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা; 'উত্তরবঙ্গের মানুষ আগেই তৃণমূলকে বিদায় দিয়েছে। এবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলে তৃণমূলকে বিসর্জন দেব।' এমন মন্তব্য নিছক আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং স্পষ্ট রাজনীতির কৌশলী উচ্চারণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী প্রস্তুতিতে নামতে চলেছে বিজেপি। আর সেই প্রস্তুতির প্রাথমিক সুরটাই যেন বেজে উঠল শমীকের উত্তরবঙ্গ সফরের সূচনাতে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এবার তৃণমূল খাতা খুলতে পারবে না। যারা উত্তরবঙ্গকে অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া বলে চোখের জল ফেলেছে, তারাই আবার ক্ষমতায় এসে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' তাঁর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে একদিকে তৃণমূলের শাসনব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের মানুষের আক্ষেপ ও বঞ্চনার আবেগকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বরাবরই রাজনৈতিকভাবে একটু ভিন্ন প্রবণতার জায়গা। এই অঞ্চলে বাম জমানার শেষ দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের এতটা প্রভাব ছিল না, যতটা দক্ষিণবঙ্গে। বিজেপির উত্থান এই অঞ্চল থেকেই। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ আসন বিজেপি দখল করেছিল। তারপর থেকে শাসক দল যতই উন্নয়নের দাবি করুক না কেন, উত্তরবঙ্গে তাদের সংগঠন আজও পুরোপুরি মজবুত হয়ে উঠতে পারেনি। সেই বাস্তবতাকেই হাতিয়ার করছেন শমীক। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যগুলি নিছকই প্রচারমূলক বক্তৃতা নয়, বরং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং তারও আগে পঞ্চায়েত স্তরের শক্তি প্রয়োগের কৌশলের অঙ্গ। বিজেপি যে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের বিরোধিতাকে আঞ্চলিকরও জোরদার করতে চাইছে তা বলাই বাহুল্য। তবে শুধু রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, এদিন শমীক ভট্টাচার্যর মুখে উঠে আসে প্রশাসনিক বঞ্চনার প্রসঙ্গও। তাঁর মতে, 'উত্তরবঙ্গে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, চাকরি, স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষেত্রে সরকারের নজরদারির অভাব প্রকট। মুখ্যমন্ত্রীর বারবারের সফর শুধুই এক অভিনয়, যার পেছনে নেই কোনও বাস্তব ফল।' এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি মূলত তৃণমূল সরকারের প্রতি উত্তরবঙ্গবাসীর ভরসাহীনতাকে উস্কে দিতে চাইছে। এই অঞ্চলকে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় চিরকালই উন্নয়ন বঞ্চিত বলে মনে করা হয়। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং; প্রতিটি জেলা থেকেই উঠে এসেছে অবকাঠামোগত সংকট, তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের ঘাটতি ও সড়ক থেকে স্বাস্থ্যপরিষেবা; সব ক্ষেত্রেই অভিযোগের পাহাড়। শমীক ভট্টাচার্য সেই সকল সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করেই তৃণমূলের 'বিকাশ' প্রচারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এই সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, বিজেপি উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্যের দাবির মোড়কে না গিয়ে, এখন সেই আবেগকে পরোক্ষে ব্যবহার করে রাজ্য সরকারের উপর চাপ বাড়াতে চাইছে। পৃথক উত্তরবঙ্গের দাবিকে সরাসরি না উত্থাপন করেও শাসকদলের বিরুদ্ধে 'উন্নয়নের বৈষম্য' তুলে ধরে বিজেপি নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াতে চাইছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। এদিন বিমানবন্দরের বাইরে দলীয় কর্মীদের সমাবেশ ছিল চোখে পড়ার মতো। বহু মানুষ ব্যানার, পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজ্য সভাপতির আগমনের অপেক্ষায়। এর মধ্যেই শমীক ভট্টাচার্য বেরিয়ে যান শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। সূত্রের খবর, শিলিগুড়িতে একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক, জনসংযোগ কর্মসূচি ও বিজেপির অঞ্চলভিত্তিক নেতাদের সঙ্গে কৌশল নির্ধারণের বৈঠক করবেন তিনি। তবে শুধু শমীক নন, দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বও এখন উত্তরবঙ্গকে 'গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল' হিসেবে দেখছে। আগামী কয়েক মাসে একাধিক কেন্দ্রীয় নেতার উত্তরবঙ্গ সফর নির্ধারিত রয়েছে। ইতিমধ্যে দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদাররাও বারবার এই অঞ্চল সফর করছেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা জুন ২০২৫ এ গ্রাহক ইন্টারফেস এবং লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৪ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫ এর জুন মাসে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত এবং রেলের মালবাহী রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই ধরণের পদক্ষেপের মধ্যে, মালবাহী সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করা, পণ্য পরিবহন সহজ করা এবং আঞ্চলিক কৃষি ও শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খলকে সমর্থন করা। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বেঙ্গডুবি প্রজেক্ট মিলিটারি সাইডিং (বিপিএমএস)এ ৪ জুন ২০২৫ থেকে ভিপি রেকে অভ্যন্তরীণ পার্সেল ট্র্যাফিক হেভেলিডের জন্য খোলা হয়েছে। এই কৌশলগত পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সরবরাহ চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। মালবাহী পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার জন্য, কাটিহার ডিভিশনের বালুরঘাট স্টেশনের অধীনে বালুরঘাটে গতি শক্তি মাল্টি-মডেল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) ১০ জুন ২০২৫ থেকে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহন হেভেলিডের জন্য চালু করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি-ভিত্তিক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এর জুন মাসে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) উদ্যোগের অধীনে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাল পরিবহন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। লামডিং ডিভিশনের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ১,৩৩২ টি স্টোন চিপস ওয়াগন বুক করা হয়েছে - শোখুভি থেকে জিরানীয়া, আমবাসা, বিলোনিয়া, ভৈরবী পর্যন্ত ২৯৪ টি ওয়াগন বিহাড়া থেকে জিরানীয়া, বিলোনিয়া পর্যন্ত ৬৮১ টি ওয়াগন ডিটকছড়া থেকে জিরানীয়া পর্যন্ত ৩১৫টি ওয়াগন এছাড়াও শ্রীবার এবং শালচাপরা থেকে জিরানীয়া পর্যন্ত ২১ টি করে ওয়াগন। এই বিস্তৃত অভিযানের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মালবাহী রাজস্ব আয় হয়েছে। এছাড়াও, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ফালাকাটা এবং তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে দুটি রেক (৮৪ টি ওয়াগন) ভুট্টা বোঝাই করে বানাপুরা এবং মুজাফফরনগর স্টেশনে পাঠানো হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, ধূপগুড়ি স্টেশন থেকে ০.৫ রেক (১০৫টি ওয়াগন) আলু লোড করে জিরানীয়া স্টেশনে পাঠানো হয়েছে। বিডিইউ পদক্ষেপের অধীনে এই লক্ষ্যযুক্ত প্রচেষ্টাগুলি নতুন ট্রাফিক ব্যবহার, টার্মিনাল ব্যবহার অপ্টিমাইজ এবং গ্রাহক- কেন্দ্রিক সমাধান প্রদানের মাধ্যমে মালবাহী ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদানে সক্ষম হয়। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার মালবাহী পরিষেবা এবং গ্রাহক ইন্টারফেস উন্নত করার উপর মনোযোগ দিয়ে চলেছে, একই সাথে এই অঞ্চলের সরবরাহ এবং সরবরাহ শৃঙ্খল পরিবেশ বান্ধবে অর্থপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

ফ্রন্টলাইন রেলওয়ে কর্মীদের জন্য কার্ডিওপালমোনারি পুনরুত্থান সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ পরিচালিত

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ রেল কর্মীদের মধ্যে জরুরি প্রস্তুতি এবং জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের, শিয়ালদহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে, আজ শিয়ালদহের মন্থনে একটি কার্ডিওপালমোনারি পুনরুত্থান (সিপিআর) সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। স্কাউটস এবং গাইডস, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের সদস্য এবং অন্যান্য বিভাগীয় কর্মীদের সহ নন-মেডিকেল রেল কর্মীদের জন্য এই প্রশিক্ষণটি বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। শিয়ালদহের বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) শ্রী রাজীব সাক্সেনা, শিয়ালদহের প্রধান চিকিৎসা সুপারিনটেনডেন্ট (সিএমএস) ডঃ কল্পনা মণ্ডল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক প্রদীপ জ্বালিয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ডিআরএম তার ভাষণে যাত্রী এবং সুবিধাভোগীদের সাথে জড়িত চিকিৎসা জরুরি অবস্থার সময় সময়োপযোগী এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য ফ্রন্টলাইন রেল কর্মীদের জন্য সিপিআর প্রশিক্ষণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বের উপর জোর দেন। বিভিন্ন বিভাগের মোট ৭০ জন রেলওয়ে কর্মী এই কর্মসূচিতে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং ম্যানেকুইন ব্যবহার করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা ও পরিচালনা করেন ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের সিনিয়র ডাক্তাররা, যাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ অরুণ কৃষ্ণ মাঙ্গলিক, ডঃ দেবযানী গুপ্ত, ডঃ নন্দিনী সিনহা রায়, ডঃ অনিন্দিতা নন্দী, এবং ডঃ সায়ন্তন সাহা, সিনিয়র ডিএমও (শিশুরোগ) এবং ডঃ চৈতালী পাত্র, সিনিয়র ডিএমও (শিশুরোগ), বিআরএসএইচ। অনুষ্ঠানটি

শিয়ালদহের অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসা সুপারিনটেনডেন্ট (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ) ডঃ সঞ্জীব চৌধুরী এবং তার নিবেদিতপ্রাণ দল দ্বারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সমন্বিত করা হয়েছিল। বৈদ্যুতিক, সংকেত ও টেলিযোগাযোগ এবং প্রকৌশল বিভাগের মতো বিভাগগুলি প্রোগ্রামটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তাদের সহায়তা প্রদান করেছিল। প্রশিক্ষণ অধিবেশনটি একটি অসাধারণ সাফল্য ছিল, কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং যাত্রী সুরক্ষা ও কল্যাণের প্রতি শিয়ালদহ বিভাগের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করা হয়েছিল।

ঝা চকচকে ভবন নির্মাণ হলেও, নিরাপত্তার অভাব ও পানীয় জলের সমস্যা থাকার জন্য চালু হল না হোস্টেল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুলাই ঃ ঝা চকচকে হোস্টেলে ভবন নির্মাণ অনেকদিন আগেই হয়েছে কিন্তু এখনো পরিষেবা চালু হয়নি। নিরাপত্তার অভাব ও পানীয় জলের সমস্যা থাকার জন্য হোস্টেল চালু এখনো হলো না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে। বহু প্রতীক্ষিত মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল। ভবন তৈরি হয়েছে অনেকদিন আগেই কিন্তু চালু হয়নি হোস্টেল পরিষেবা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করছেন হোস্টেল এ পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী অভাব রয়েছে, পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনেক বহিরাগতরা হামেশাই ঢুকে পড়ছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ ছাত্রছাত্রীরা। কসবা কান্ডের পর তাদের কাছে নিরাপত্তার বিষয়টি যেন আরো বড় করে দেখা দিয়েছে। হোস্টেল পরিষেবা চালু না হওয়ার জন্য আজকে ছাত্রছাত্রীদের বাইরে ঘর ভাড়া করে থাকতে হয়। সমস্যায় পড়ছেন ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবি নিরাপত্তা রক্ষী আরো বাড়ানো হোক পাশাপাশি পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার কথা কার্যত স্বীকার করেছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্বজিত দাস। তিনি জানান বিশ্ববিদ্যালয় জবে থেকে শুরু হয়েছে তবে থেকেই পানীয় জলের সমস্যাটি রয়েছে। আমরা এবিষয়ে ইংরেজবাজার পৌরসভা চেয়ারম্যান ও দপ্তরের সাথে কথা বলেছি ইতিমধ্যে একটি সার্ভে করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। নিরাপত্তারও একটা সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আমরা ইতিমধ্যে নতুন করে যাতে আরো নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানো যায় সেই বিষয়েও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে অনুমতি পেলেই আমরা নিরাপত্তারক্ষী বাড়াবো ও পানীয় জলের সমস্যা দূর হবে। রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত রায় জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন থেকে শিলান্যাস করে কিন্তু বাস্তবে তার রূপান্তরিত হয় না। আজকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল পরিষেবা এখনো চালু হলো না বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ছে। জল খেতে পারছে না। ছাত্রছাত্রীরা তারা আতঙ্কে রয়েছে কসবার মতন ঘটনা যাতে এখানে না ঘটে। আজকে যদি কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় ঘটে যায় তাহলে এর দায় কে নেবে! নিরাপত্তা দিতে পারছে না সরকার শিক্ষা দপ্তর। এই হোস্টেল পরিষেবা নিরাপত্তার বিষয় যদি জোর না দেওয়া হয় তাহলে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। বিজেপির পাল্টা দিয়েছে তৃণমূলও। মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসুন রায় জানান বিরোধীরা যে অপবাদ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে কসবা কান্ড এখানে হতে পারে। আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি কসবা, ল কলেজে যে ঘটনা এটি রাজ্যে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই ধরনের কালচার রাজ্যের প্রত্যেকটি কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আমরা ইতিমধ্যেই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় এ গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেছি তাদের কোন অসুবিধা থাকলে সেটাও আমরা শুনছি। তবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল পরিষেবা চালু হয়নি এটা ঠিক আমরাও চাই হোস্টেল পরিষেবা চালু যেতে হয় জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান হোক। নিরাপত্তার একটা অভাব রয়েছে সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মী যাতে আরো বাড়ানো হয় সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমরা জানাবো।

মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় রাস্তায় টিভি অভিনেত্রীঃ চাঞ্চল্য বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ জুলাই ঃ বর্ধমান শহরের আমিলাবাজার এলাকায় সোমবার এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী থাকল পথচলতি মানুষজন। দুপুরের দিকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অস্থির অবস্থায় রাস্তায় এক মহিলা হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়। প্রথমে স্থানীয়রা তাকে সাধারণ পথচারী মনে করলেও পরে চাঞ্চল্য ছড়ায়, যখন জানা যায় ওই মহিলা আসলে টেলিভিশনের পরিচিত মুখ-একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করা অভিনেত্রী সৌমি চৌধুরী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাজ্য সড়কের ধারে বৃষ্টি শুরু হলে ওই মহিলা কাছাকাছি একটি বিশ্রামাগারে আশ্রয় নেন। সেখানে বসে থাকার সময় স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে, তার আচরণে অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে।

প্রশ্নের জবাবে তিনি কখনও বলেন, তিনি বোলপুর থেকে এসেছেন, আবার কখনও বলেন, তিনি দক্ষিণ কলকাতার বেহালার বাসিন্দা। কথা বলার ধরন এবং ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট ছিল যে তিনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ স্থির নন। তার কাছ থেকে নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, তাঁর নাম সৌমি চৌধুরী এবং তিনি টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করেন। প্রথমে বিষয়টি কারোরই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি, কিন্তু পরে স্থানীয়রা তার ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিশ্চিত হন যে তিনি আদৌ জনপ্রিয় বাংলা টেলিভিশনের একজন পরিচিত অভিনেত্রী। তবে কীভাবে বা কী কারণে তিনি এই অবস্থায় বর্ধমান এসে পৌঁছালেন, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি। তিনি একবার বলেন, কাউকে খুঁজতে এসেছেন, আবার বলেন, কোনও আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার কথার কোনো সুসঙ্গত সূত্র পাওয়া যায়নি। অভিনেত্রীর এই অবস্থা দেখে স্থানীয়রা দেরি না করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, তিনি মানসিক অবসাদ বা অন্য কোনও মানসিক সমস্যার শিকার হতে পারেন। এই ঘটনায় আমিলাবাজার এলাকায় কৌতুহলের পাশাপাশি উদ্বেগও ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানবিক সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টির সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বাড়ির মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ, একই অপরিবারের ৫ জনকে এলোপাথাড়ি কোপ

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ যুবতীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায়, বাড়িতে ঢুকে ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলা। এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ। একই পরিবারের পাঁচজনকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায় ধূপগুড়িতে। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে ধূপগুড়ির পূর্ব মাগুরমারি এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার দুপুরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌভানিক মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে গোটা এলাকায় থমে থমে পরিস্থিতি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক যুবতীকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিলেন অভিযুক্ত যুবক। সেই ঘটনায় পরিবারের সদস্যারা প্রতিবাদ জানান। অভিযোগ, এরপরেই ওই যুবক ধারাল অস্ত্র হাতে হানা দেন তাঁদের বাড়িতে। পরিবারের পাঁচ জন সদস্যকে এলোপাথাড়ি কোপ মারার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় আক্রান্তদের ধূপগু।রি এক নার্সিংহোম ও জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এদিকে, এই হামলার ঘটনায় ধূপগুড়ি থানার সামনে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ফাঁসির দাবিতে তাঁরা সরব হন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at College Square, Kolkata on **16-07-2025**" **[Job No. KIT/RW/036 of 25- 26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-022/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **15.07.2025 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Dorina Crossing, Kolkata on **16-07-2025"** **[Job No. KIT/RW/037 of 25- 26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-023/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **15.07.2025 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

২১ জুলাই শহীদ দিবসকে ঘিরে শক্তিগড়ে ল্যাংচা মেলাঃ যানজট এড়াতে জোরদার প্রস্তুতি প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস ২১ জুলাইকে ঘিরে প্রতিবছরের মতো এবারও জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে রাজ্যজুড়ে। পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় এলাকা, যা 'ল্যাংচা হাব' হিসেবে পরিচিত, সেখানেও শহীদ দিবসকে ঘিরে জনসমাগম এবং যানজটের আশঙ্কা থেকেই এই বছর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে, শক্তিগড় থানা, ল্যাংচা ব্যবসায়ী সমিতি এবং বর্ধমান ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে বিশেষ 'ল্যাংচা মেলা'। গত প্রায় দুই দশক ধরে শহীদ দিবসের আগের ও পরের দিনগুলিতে শক্তিগড়ে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতামুখী তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা এই সময় শক্তিগড়ে এসে থেমে বিশ্রাম ও কেনাকাটা করেন। ফলে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের আমড়া মোড় সংলগ্ন ল্যাংচা বাজারে বাস, ছোট গাড়ি ও পথচারীদের চাপে প্রায় প্রতি বছর সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটে। ফলে এই বছর আগেভাগেই যানজট নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। সোমবার শক্তিগড়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন পুলিশ প্রশাসন ও ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক, জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২০ ও ২১ জুলাই ল্যাংচা বাজারকে মূল রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট ফাঁকা জমিতে স্থানান্তরিত করা হবে। বর্ধমানমুখী জাতীয় সড়কের বাঁদিকে ৪২ বিঘে জমিতে এই বিশেষ 'ল্যাংচা মেলা' বসবে। এই মেলায় থাকবে পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও। মূল সড়কে যেন যান চলাচলে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখবে প্রশাসন। পাশাপাশি থাকবে পুলিশি নজরদারি, টহল বাহিনী ও পর্যাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার। এই উদ্যোগে স্থানীয় পঞ্চায়েত স্তরের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ব্যাপক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শক্তিগড় ল্যাংচা হাবে ৫৫ টিরও বেশি দোকান রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এই ধরনের সুসংগঠিত উদ্যোগে তাদের ব্যবসা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, তেমনি ক্রেতারাও স্বস্তিতে কেনাকাটা করতে পারবেন। ল্যাংচা ব্যবসায়ী জাবেদ ইসলাম জানান, গতবার কিছু ল্যাংচার গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার প্রশাসনের তরফে কড়াভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্পন্ন ল্যাংচা বিক্রি করা হয়। আমরা সেই নির্দেশ মেনেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই গোটা উদ্যোগের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক। তিনি জানান, প্রতি বছর শহীদ দিবসের দিন শক্তিগড়ে ভিড় হয়, ফলে যানজট তৈরি হয়। সেই সমস্যা কাটাতে আগেভাগে পরিকল্পনা করে সবাইকে নিয়ে মেলাটি স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে প্রশাসন যেমন স্বস্তিতে থাকবে, তেমনি মানুষও ভালোভাবে কেনাকাটা করতে পারবেন। তিনি আরও জানান, বড়শুল ১ নম্বর, বৈকুণ্ঠপুর ১ নম্বর এবং বর্ধমান ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা মিলেছে। সব মিলিয়ে এবারের শহীদ দিবস ঘিরে শক্তিগড়ের ল্যাংচা মেলা নতুন রূপে এক জনমুখী উদ্যোগ হয়ে উঠতে চলেছে। একদিকে প্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ-এই দুই মিলেই জনস্বার্থে এক সফল পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে চলেছে পূর্ব বর্ধমান।

জামালপুরে টানা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বহু মাটির বাড়ি, পাশে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ জুলাই ঃ গত কয়েকদিন ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টির ফলে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বেড়েছে দামোদর নদীর জলস্তর। এর জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন বহু মানুষ, বিশেষ করে যারা এখনও কাঁচা বা মাটির বাড়িতে বসবাস করেন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল চকদিঘী অঞ্চলের মনিরামবাটি গ্রাম। সোমবার ওই গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে পৌঁছে যান জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, ব্লকের

বিডিও পার্থ সারথী দে এবং পঞ্চায়েত সদস্য ও শিল্প পরিকাঠামো সঞ্চালক শেখ আজাদ রহমান। প্রশাসনের এই ত্রিস্তরীয় প্রতিনিধিদল গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তারা লক্ষী মালিক, পুষ্প মালিক, সুকুমার রুইদাস, মাধবী রুইদাস, অপর্ণা রুইদাস, দিলীপ রুইদাস এবং অসীমা রুইদাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বুঝে নেন এবং সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেকের হাতে ত্রাণস্বরূপ ত্রিপল তুলে দেন। বিডিও পার্থ সারথী দে বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিটি খবরের উপর নজর রাখছি। যেখানে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাচ্ছি, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য, এই দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করা। দামোদর নদীর জল কিছুটা বেড়েছে ঠিকই, তবে এখনও বিপদসীমা অতিক্রম করেনি। তাই মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই আজ প্রশাসন মানুষের পাশে পৌঁছে যাচ্ছে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বৃষ্টির শুরু থেকেই ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছি। যার যা সমস্যা, আমরা তা শুনে যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে বাংলার বহু মানুষ পাকা বাড়ি পেয়েছেন। যারা এখনও পাননি, তাঁরা অবশ্যই আগামী দফায় পাবেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সদস্য শেখ আজাদ রহমান জানান, এই পরিস্থিতিতে শুধু ত্রাণ নয়, এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা, নদীর জলস্তরের উপর নজর রাখা এবং পরবর্তী সম্ভাব্য ক্ষতির দিকটিও প্রশাসন বিবেচনায় রাখছে। এলাকার মানুষদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসনের এই সহযোগিতায় খুশি। তাঁদের বক্তব্য, সময়মতো ত্রিপল ও সাহস জুগিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা পাশে দাঁড়িয়েছেন বলেই তারা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, পরবর্তী কয়েকদিনেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ব্লক ও গ্রাম স্তরের প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে আরও ত্রাণ পাঠানো হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

জমিতে চাষ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবা ছেলের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ১৪ জুলাই ঃ জমিতে হ্যান্ড ট্রাক্টর নিয়ে চাষ করে বাড়ি ফেরার সময় বাবা ও ছেলের মৃত্যু হল তড়িতাহত হয়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ১৩ জুলাই বৈকালে বীরভূমের মুরারই থানার রুপরামপুর গ্রামে। জানা গেছে, সমিরুল শেখ (৩৫) নামে ওই যুবক হ্যান্ড ট্রাক্টর নিয়ে জমিতে চাষ করে বাড়ি ফিরছিল। সাবমার্সিলবলের ইলেকট্রিক তার জমিতে ছিঁড়ে পড়েছিল যার কারণে সমিরুল শেখ কে ইলেকট্রিক তারে ধরে নেয়। বাবা সাদেক শেখ(৬৫) তাকে বাঁচাতে এলে তাকে ইলেকট্রিক শক লাগে। ঘটনা স্থলে বাবা ও ছেলে দুজন মারা যান। স্থানীয়রা তাদের পরিবারকে খবর দিলে তড়িঘড়ি এসে স্থানীযদের সহযোগিতায় মুরারই ব্লক স্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 03, Dated: 11/07/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchavat, Purba Bardhaman for the work of Const. of PCC Road at 3(Three) different places. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **21/07/2025 up to 15.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **23/07/2023 up to 15.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E- tender

Ref: 1.DHLYN/HFA/3/2025-2026

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.

Last date of Bid submission: **02.08.2025 Up to 18.00 PM**

For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**

Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১, তারিখঃ ১১.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, হাওড়া স্টেশনের নিকটে যাত্রী নিবাস, হাওড়া-৭১১১০১ বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।

ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১

এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেটিএল-ওএসএন-১৯-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-নন ডিজিটাল)। বিবরণঃ তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য ক্লাস্টার-IV-এর অধীনে সকল স্টেশনের (হাওড়া ডিভিসনের ঝাপটের ঢাল স্টেশন থেকে গুমানি স্টেশন, আদলপাহাড়ী স্টেশন থেকে কুরভা স্টেশন, আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে টাকিপুর স্টেশন এবং চৌহাট্টা স্টেশন থেকে অজয় কেবিন) স্টেশন পরিসরে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-ওএসডি-১১৯-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পরিধি সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-১-এর অধীনে স্টেশনগুলিতে (লিলুয়া, বেলুড়, বালি, ডানকুনি, কোন্নগর, রিষড়া এবং শ্রীরামপুর) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার এবং আনরিজার্ভড় টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ড্যুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/২, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-ওএসডি-১২০-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পরিধি সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-২-এর অধীনে স্টেশনগুলিতে (শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুন্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া এবং তারকেশ্বর) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার এবং আনরিজার্ভড় টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ড্যুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৩, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএসডি-১২১-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পরিধি সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-৩-এর অধীনে স্টেশনগুলিতে (ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম এবং কাটোয়া) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার এবং আনরিজার্ভড় টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ড্যুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৪, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-ওএসডি-১২২-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পরিধি সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-৪-এর অধীনে স্টেশনগুলিতে (পান্ডুয়া, মেমারী, বর্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন এবং রামপুরহাট) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার এবং আনরিজার্ভড় টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ড্যুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-189/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/১২/২০২৫। টেন্ডার নংঃ এসএএনডিটি-কন-১২-২০২৫-এইচডব্লুএইচ, তারিখঃ ১১.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ কন্ট্র্যাক্টরস লাইসেন্স আছে এমন অভিজ্ঞ সিগন্যালিং অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন কন্ট্র্যাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে মাল্টিট্র্যাকিং কাজ সম্পর্কিত বক্তারনগর থেকে প্রধানখুন্তা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সম্পর্কিত অবশিষ্ট বাধা (Infringement) অপসারণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজ। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ২৩,০৯,৪১,৬০৬ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ১৩,০৪,৭০০ টাকা, এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে জমা করতে হবে। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। প্রস্তাব এবং বায়নামূল্যের বৈধতা টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে **৯০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪.০৮.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে এই টেন্ডারের সাপেক্ষে উপরে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য'' এবং ''বায়না মূল্য''অনলাইনে পেমেন্ট করার পরে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।

CON-25/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/031/25-26
Name of work : **Supply and spreading of Granular Material (Rubbish) in different Road Sadhurdanga, Rong Para, Ramchandrapur etc. in Ward No-142.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,97,278.30.** Earnest Money : **6,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **28.07.2025 - 12 noon.** The Tender will be opened on : **30.07.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2025 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/EE_PS/X/96/04/25-26R1 (2nd Call)
Name of work : **Dismantling roadside gardens to make provision for corner Splay and Renovate the existing Garden and Statue in Ward No-96, Br-X.** Estimated Cost : **Rs.2,47,486.60.** Earnest Money : **5,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of submission of bid : **24.07.2025 - 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **16.07.2025 - 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engineer, Water Supply (South), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:-
1. NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2025-26/04/1st Call
Name of work : **Replacement of old worn out and damaged 100 MM Dia C.I service main from 35 to 57 Babu Bagan Lane (Near Binodini Girls School) in Ward-92.** Estimated Cost : **Rs.1,99,841.66.** Earnest Money : **4,000.00.** Period of Completion : **20 days.**
2. NIT No. : KMC/WS/EE/S/094/2025-26/01/1st Call
Name of work : **Restoration of Water Supply Grid Line with Ancillary Works at Golf Club Road, Jubilee Park, Graham Road & other places in Ward No-94, Br-X.** Estimated Cost : **Rs.2,64,377.56.** Earnest Money : **5,500.00.**
3. NIT No. : KMC/WS/EE/S/097/2025-26/01/1st Call
Name of work : **Augmentation of Water Supply Network System by Cut & Flush method and repairing of Stand Post and its Ancillary Works at Nehuru Colony (Santinagar), Nandalal Mitra Lane and other places in Ward No-97, Br-X.** Estimated Cost : **Rs.2,82,474.79.** Earnest Money : **5,700.00.** Period of Completion : **45 days (for Sl.No.2 & 3).** Last date of Submission of Bid : **23.07.2025 - 2.30 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** Tender will be opened on : **25.07.2025 - 2.30 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 - 5.30 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Exe. Engineer (Civil), Br. III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/EE-III/014/17/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of sewer at 16/1/1/H/41/19, B.B. Ghosh Sarani, 41D/73, M.P. Road and other surrounding areas in Ward No-14.** Estimated Cost : **Rs.2,55,923.00.** Earnest Money : **5,200.00.** Period of Completion : **40 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE-III/014/18/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of passage at 16/1/1/H/41/19, B.B. Ghosh Sarani, 2/A, M.M. Road and its surrounding areas in Ward No-14 due to laying of sewer in Ward No-14.** Estimated Cost : **Rs.2,95,601.00.** Earnest Money : **6,000.00.**
3. NIT No. : KMC/EE-III/014/21/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of IPS Footpath and resetting of Kerb and Channel at 108, U.M. Road, 37, M.M. Road, 47/1 H.N Road and its surrounding areas in Ward No-14.** Estimated Cost : **Rs.4,39,959.00.** Earnest Money : **9,000.00.** Period of Completion : **40 Days (for Sl.No.2 & 3).** Last Date and Time of submission of Bid : **22.07.2025 upto 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** Date and Time of opening of Tender : **24.07.2025 on or after 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **14.07.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**
4. NIT No. : KMC/EE-III/32/11/25-26
Name of work : **Cleaning of Water Body at 127A/4, Manicktala Main Road in Ward No.-32 for securing compliance of Notice U/S 496A.** Estimated Cost : **Rs.1,15,519.00.** Earnest Money : **2,400.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **24.07.2025 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Tender : **26.07.2025 after 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

651 / 25-26

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

জেনে নিন কীভাবে কিশমিশ ভেজানো জল দিয়ে চুলের যত্ন করবেন

রান্নায় বা ড্রাই ফ্রুটস হিসেবেই নয় রূপচর্চাতেও কিশমইশ বিশেষ উপযোগী। এমনিতেই এই বর্ষায় চুলের সমস্যায় জেরবার মানুষ। জেনে নিন কীভাবে কিশমিশ ভেজানো জল দিয়ে করবেন চুলের যত্ন কিশমিশ ভেজানো জলে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, যা শরীরে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে। স্ক্যাল্পে রক্তসঞ্চালন বাড়ায়। তাই কিশমিশ ভেজানো জল ব্যবহার করলে চুল পড়ার সমস্যা অনেকাংশে কমে যায়। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা নতুন চুল গজাতে ও চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।চুলের অকালপক্কতা রোধে, চুলের গোড়া মজবুত করতে কিশমিশ ভেজানো জল অপরিহার্য। এতে থাকা ভিটামিন সি চুলের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। চুলকে হাইড্রেটেড রাখতেও কিশমিশ ভেজানো জলের জুড়ি মেলা ভার। চুলে জট পড়ার সমস্যা, খুশকির সমস্যার সমাধান করে এই জল। কীভাবে ব্যবহার করবেন?আগের দিন রাতে একটি পাত্রে বেশ কিছুটা জল নিয়ে তাতে কয়েকটি কিশমিশ ভিজিয়ে রেখে দিন। পরের দিন শ্যাম্পুর পর এই জল অল্প অল্প করে চুলে দিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিন। ১০-১৫ মিনিট পর মাথায় রেখে ধুয়ে ফেলুন। শুধু তাই নয় এই জল টক দই, নারকেল তেল ও মেথির পেস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এরপর ৩০মিনিট এই ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি হেয়ারমাস্ক চুলে রেখে ধুয়ে ফেলুন।বর্ষাকালে ছাতা নিতে ভুলে গেলে বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। মাথা,

শরীর ভিজে একশা। তাতে ঠান্ডা লেগে যখনতখন সর্দি-জ্বরের আশঙ্কা তো থাকেই। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি বৃষ্টির জলে চুলের কতটা ক্ষতি হয়? একফোঁটা বৃষ্টি মাথায় পড়া মানেই চুলের দফারফা। মাথা মুছে নিলেও চুল ওঠা থেকে বাঁচতে পারবেন না মোটেই। আর তা রুখতে হয়ত আপনি হাজারটা রাসায়নিক ব্যবহার করে ফেলছেন। সাবধান! ভুলেও ইচ্ছেমতো প্রোডাক্ট লাগিয়ে ফেলবেন না যেন। তাতে চুলের ষোল আনা ক্ষতি। বরং হাতের কাছে থাকা, সস্তার এক রাসায়নিক দ্রব্য - ফিটকিরি বা পটাশ অ্যালাম কাজে লাগান। উপকার পাবেন। রইল ফিটকিরি ব্যবহারের বেশ কিছু নিয়ম। শরীরের কোনও অংশে রক্তপাত হলে তা তক্ষণা বন্ধ করতে সাদা, কঠিন রাসায়নিক পদার্থটির গুণ তো সকলেরই জানা। ক্ষতর জায়গায় ফিটকিরি ঘষলেই আরাম হয়। রক্তও বন্ধ হয়ে যায়। আসলে, রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী পটাশ অ্যালাম বা ফিটকিরির অ্যান্টিসেপ্টিক ও অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ধর্ম রয়েছে। সেই কারণে ঠিক সেভাবেই ফিটকিরি আপনার মাথার ত্বকও ভালো রাখতে সাহায্য করে। রূপচর্চা বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মাথার ত্বকে নিয়মিত ফিটকিরি লাগালে খুসকির সমস্যা থাকে না। চুলকানি এবং চুল পড়ার সমস্যাও দূর হয়ে যায় সহজে। আর যে কোনও সংক্রমণ থেকে মাথার ত্বককে সুস্থ রাখে ফিটকিরি।একটুকরো ফিটকিরিতেই ঝকমক করবে আপনার চুল।কীভাবে ব্যবহার করবেন? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, সপ্তাহে অন্তত একদিন শ্যাম্পু করার পর ফিটকিরি জলে চুল ধুয়ে ফেলুন। একটি ছোট টুকরো কিংবা এক চামচ ফিটকিরি গুঁড়ো নিয়ে এক কাপ জলে দিন। যতক্ষণ না তা জলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হচ্ছে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন। জলে গুলে গেলে সেই জল চুলে লাগান। ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর ফের ভালো জলে চুল ধুয়ে শুকিয়ে নিন। চুল একদম ঝরঝরে, পরিষ্কার হয়ে যাবে।চুল পড়ার সমস্যা থেকে রক্ষা পান ফিটকিরির সাহায্যে। আরও দুটি সহজ উপায়ে ফিটকিরি দিয়ে চুলের যত্ন নিতে পারেন। শ্যাম্পু করার আগেও ফিটকিরির ব্যবহার উপযোগী। উষ্ণ নারকেল তেলে সাদা, কঠিন একটি টুকরো ভালো করে মিশিয়ে নিন। তা গোটা মাথায় আর চুলে ভালো করে মাসাজ করুন। ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। বদলটা বুঝতে পারবেন সহজেই। আবার সারা সপ্তাহ ধরে ফিটকিরি দিয়ে কেশচর্চারও টিপস রয়েছে। গোলাপজলে ফিটকিরি গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। তা একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে ফ্রিজে রাখুন। মাঝেমাঝে তা চুলে স্প্রে করে ভালো করে মাসাজ করুন। তারপর কিছুক্ষণ চুল খুলে রাখুন। ধোয়ার আর প্রয়োজন নেই। এতেও চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

চটজলদি ত্বকে জেল্লা আনতে বাড়িতেই বানিয়ে নিন কোরিয়ান ফেস প্যাক, রইল টিপস

রূপচর্চায় কোরিয়ান প্রসাধনীর বিশেষ চাহিদা রয়েছে। যদি আপনি রাসায়নিকযুক্ত বিভিন্ন প্রসাধনীর বদলে বাড়িতেই তা বানিয়ে নিতে চান তাহলে জেনে নিন বাড়িতে থাকা কী কী জিনিস দিয়েই কোরিয়ান ফেস প্যাক দিয়ে রূপচর্চা করতে পারবেন ও তা কিভাবে বানাবেন। চালের গুঁড়ো ও অ্যালোভেরা জেল শুধুমাত্র দুটি উপকরণ দিয়েই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন বিশেষ এই কোরিয়ান ফেস প্যাক। প্রথমে একটি পাত্রে অ্যালভেরা পাতা থেকে জেল বের করে নিয়ে তাতে ২ চা চামচ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। যতক্ষণ না এই মিশ্রণটি ভালোভাবে মিশে যাচ্ছে ততক্ষণ ব্লেন্ড করে নিন।

এরপর ভালোভাবে মুখ জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তৈরি করে রাখা ফেসপ্যাকটি মুখ ও ঘাড়ে অ্যাপ্লাই করুন। ১৫ মিনিট রেখে দিন। এরপর প্যাক শুকিয়ে এলে তা হালকা হাতে সামান্য জল দিয়ে ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। বাড়িতে তৈরি এই কোরিয়ান ফেসপ্যাক ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে। একইসঙ্গে ত্বককে নরম ও জেল্লাদার করতেও ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি এই প্যাকের জুড়ি মেলা ভার। এই ফেসপ্যাকে ব্যবহৃত চালের গুঁড়ো ও অ্যালোভেরা জেল ত্বককে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। তাই উজ্জ্বল ত্বকের জন্য সপ্তাহে নিয়ম করে এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনও মরশুমেই ডাবের জল বিশেষভাবে উপকারী। তবে ডাবের জল পান করার পাশাপাশি তা রূপচর্চার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন। কীভাবে ব্যবহার করবেন, কী উপকার পাবেন জেনে নিন।

ডাবের জলে থাকে এমন এক উপাদান যা আপনার ত্বককে ব্রণ, ফুসকুড়ি বা যেকোনও র‍্যাশের হাত

থেকে বাঁচায়। এতে থাকা ইলেক্ট্রোলাইট ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে।ডাবে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। আর তাই ত্বককে সুন্দর রাখতে ডাবের জল ব্যবহার করতে পারেন টোনার হিসাবে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্কিন কেয়ার আবশ্যিক। এই সময় টোনার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন ডাবের জল।

কীভাবে ব্যবহার করবেন- একটি তুলো ডাবের জলে ভিজিয়ে নিন। এবার হালকা হাতে ভালো করে মুখে ঘষুন। তুলোয় থাকা ডাবের জল টোনার হিসাবে কাজ করবে। চাইলে ফ্রিজে রেখে আইস কিউব করে নিয়েও তা মুখে ঘষে নিতে পারেন। ফেসপ্যাক তৈরিতে কাজে লাগাতে পারেন ডাবের জল। জেনে নিন কীভাবে ব্যবহার করবেন- মুলতানি মাটির সঙ্গে ডাবের জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। মুখে মেখে রেখে দিন কিছুক্ষণ। চাইলে এতে অল্প মধুও মেশাতে পারেন। এই উপায়ে ডাবের জল ব্যবহার করলে ত্বকে ব্রণ বা র‍্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। ডাবের জলে চিনি কিংবা কফি মিশিয়ে নিয়ে তা হালকা হাতে ম্যাসাজ করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এতে আপনার মুখের মৃতকোষ দূর হবে। ত্বক হবে আরও উজ্জ্বল। ব্যস, আর দেরি কীসের। ডাবের জল দিয়ে আজই শুরু করুন রূপচর্চা। দেখবেন আপনার ত্বকের জেল্লা সকলের হিংসার কারণ হয়ে উঠেছে। চটজলদি ত্বকের জেল্লা বাড়াতে শিটমাস্কের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। কারণ, শিটমাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিউটি পার্লারে যাওয়ার ঝক্কি নেই। আবার খরচও খুব বেশি নয়। কিন্তু রূপটান শিল্পীদের মতে, যেভাবে ইচ্ছা হল আর শিট মাস্ক লাগিয়ে ফেললে লাভ কিছুই হবে না। সঠিক পদ্ধতিতেই হবে কেল্লাফতে। অবশ্যই আপনার ত্বকের চরিত্রের কথা মাথায় রেখে শিট মাস্ক বাছুন। নইলে কোনও কাজই হবে না। পরিবর্তে ত্বকের ক্ষতিই হবে বেশি। বাজার থেকে শিট মাস্ক কিনে আনার পর সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যবহার করবেন না। কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখুন। ঠান্ডা হলে তবেই তা মুখে লাগান। তাতে ত্বক অনেক বেশি ঝকঝকে লাগবে।

মুখ ভালো করে না ধুয়ে ভুলেও শিট মাস্ক লাগাবেন না। তাতে লাভ কিছুই হবে না। তাই শিট মাস্ক লাগানোর আগে প্রথমে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ভালো করে ধুয়ে নিন। শিট মাস্ক লাগানোর সময় ভালো করে খেয়াল করুন তা চোখ, নাক, ঠোঁট ঢাকা দিয়ে রয়েছে কিনা। শিট মাস্কের ভিতরে থাকা অতিরিক্ত হাওয়া বের করে দিন। ভালো করে ত্বকের উপর চেপে লাগান। নইলে লাভ কিছুই হবে না। শিট মাস্ক ব্যবহারের পর হাতে অতিরিক্ত সিরাম লেগে থাকে। তা ধুয়ে ফেলবেন না। পরিবর্তে ওই হাত আপনার ঘাড়, গলা, কনুইয়ে ঘষে নিন। তাতে ত্বক নরম এবং উজ্জ্বল হবে।

এবার একনজরে দেখে নেওয়া যাক শিট মাস্ক ব্যবহারের সুফল-

০০ রোজ রোজ যাঁরা ত্বকের যত্ন নিতে পারেন না, তাঁদের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র শিট মাস্ক।

০০ ত্বকের শুষ্কতা দূর করে, আর্দ্রতা ফেরাতে সাহায্য করে।

০০ শিট মাস্ক ব্যবহারে ত্বক আরও উজ্জ্বল ও মোলায়েম করে।

ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে সাহায্য করে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ২৭ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট মেলা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ১৪ জুলাই ঃ শ্রাবণ মেলা উপলক্ষে ভক্তদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ২৭ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোম, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার এবং রবিবার (শুক্রবার ব্যতীত) গোন্ডা থেকে ০৫০১২০৫০১১ গোন্ডা-অযোধ্যা ধাম জংশন-গোন্ডা মেলা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করেছে এবং ২৮ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোম, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং রবিবার (শনিবার ব্যতীত) অযোধ্যা ধাম জংশন থেকে নিম্নরূপ ১২টি রাউন্ডের জন্য ট্রেন পরিচালনা করেছে।০৫০১২ গোন্ডা-অযোধ্যা ধাম জংশন। মেলা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ২৭ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোম, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার এবং রবিবার (শুক্রবার ব্যতীত) রাত ৯.৪০ মিনিটে গোন্ডা থেকে ছেড়ে যাবে এবং বারুচক থেকে রাত ৯.৫২ মিনিটে, মতিগঞ্জ থেকে রাত ১২.০১ মিনিটে, ঝিলাহি থেকে রাত ১২.১০ মিনিটে, মানকাপুর থেকে রাত ১২.৩৫ মিনিটে, টিকরি থেকে রাত ১২.৪৮ মিনিটে, নবাবগঞ্জ গোন্ডা থেকে রাত ১২.৫৮ মিনিটে, কাটরা থেকে রাত ১২.১০ মিনিটে এবং রামঘাট থেকে রাত ১২.২২ মিনিটে অযোধ্যা ধাম জংশনে পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায়, ০৫০১১ অযোধ্যা ধাম জংশন-গোন্ডা মেলা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি অযোধ্যা ধাম জংশন থেকে রাত ১২.৫২ মিনিটে ছেড়ে যাবে। ২৮ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং রবিবার (শনিবার ব্যতীত)। এটি ০০.৪৫ মিনিটে রামঘাট হল্ট থেকে ০০.৫৬ মিনিটে, কাটরা থেকে ০১.০৬ মিনিটে, নবাবগঞ্জ গোন্ডা থেকে ০১.১৭ মিনিটে, টিকরি থেকে ০১.২৭ মিনিটে, মানকাপুর থেকে ০২.৪৫ মিনিটে, ঝিলাহি থেকে ০২.৫৩ মিনিটে, মতিগঞ্জ থেকে ০৩.০৩ মিনিটে এবং বাড়ুয়াচক থেকে ০৩.১৩ মিনিটে ছেড়ে গোন্ডা পৌঁছাবে।

সোমবার থেকে বেগুনি লাইন মেট্রো পরিষেবা বৃদ্ধি

কলকাতা,১৪ জুলাই ঃ জোকা-মাজেরহাট রুটে বেগুনি লাইন মেট্রো পরিষেবা আজ থেকে অর্থাৎ ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেহালা, তারাতলা এবং জোকার মতো এলাকায় বসবাসকারী যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে, মেট্রো কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিষেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বেগুনি লাইনের পরিষেবা সময়ও বৃদ্ধি করা হয়েছে।মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত এই করিডোরের নিয়মিত যাত্রীদের মধ্যে আনন্দ এবং আনন্দ এনেছে। নতুন সময়সূচী অনুসারে, আজ থেকে ৭২টি পরিষেবা (৩৬টি ইউপি ৩৬টি ডিএন) এখন ২১ মিনিট (২৪ মিনিটের পরিবর্তে) ব্যবধানে পরিচালিত হচ্ছে।এখন পর্যন্ত, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন ৬২টি পরিষেবা (৩১টি ইউপি ৩১ ডিএন) পরিচালিত হত। এই করিডোরে পরিষেবার সময়ও ০৭,৫৭ ঘন্টা থেকে ২০,১৭ ঘন্টার পরিবর্তে ০৭.৫৭ ঘন্টা থেকে ২০,৩২ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।যদিও নতুন সময়সূচী অনুসারে, মাঝেরহাট এবং জোকা থেকে প্রথম পরিষেবাগুলি যথারীতি ৭.৫৭ ঘন্টা এবং ৮.০০ ঘন্টায় শুরু হবে, তবে এই দুটি স্টেশন থেকে শেষ পরিষেবাগুলি এখন ২০.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ২০.১৫ ঘন্টায় শুরু হবে। এই পদক্ষেপের ফলে যাত্রীরা রাতে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।শনিবার এবং রবিবার যথারীতি কোনও পরিষেবা থাকবে না।

দিল্লির দুই স্কুলে বোমাতঙ্ক, তল্লাশিতে মিলল না সন্দেহজনক কোনও কিছুই

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ দিল্লির চাণক্যপুরীর নেভি চিলড্রেন স্কুল এবং দ্বারকা এলাকার সিআরপিএফ পাবলিক স্কুলে ফোন করে বোমা রাখার হুমকি দেওয়া হয় বলে খবর। এই হুমকি পাওয়ার পরই দুই স্কুলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। চলছে তল্লাশি। তবে, দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দিল্লির দু'টি স্কুলে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। ইমেলের মাধ্যমে স্কুল দু'টিতে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়। এর মধ্যে একটি চাণক্যপুরীতে এবং অন্যটি দ্বারকায়। তল্লাশির সময় এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যাযনি। এছাড়াও রোহিণীর একটি স্কুলেও ইমেলের মাধ্যমে হুমকি দেওয়া হয়। দিল্লি পুলিশ এই হুমকি ইমেলের তদন্তে নেমেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ১৪ জুলাই ভোরে দ্বারকা নর্থ থানায় একটি পিসিআর ফোনকল আসে, জানানো হয় দ্বারকার সিআরপিএফ স্কুলে বোমার হুমকির বিষয়ে ই-মেইল পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ, পিসিআর, স্নিফার ডগ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল স্কুলে পৌঁছে যথাযথ তল্লাশি চালায়। সাইবার পুলিশের বিশেষজ্ঞরা ই-মেইলের উৎস খুঁজে বের করছেন। স্কুলের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে ক্রীড়া দপ্তরে সম্প্রতি জর্জিয়ার বাটুমিতে আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১০ বিভাগে দেশের হয়ে সোনা জয়ী সর্বার্থ মানি ও রুপো জয়ী ঐশিক মন্ডলকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করলেন মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা। ছবি সুবল সাহা।

অ্যালোপ্যাথি এবং যোগব্যায়ামের সংমিশ্রণ ঃ চিকিৎসার সাফল্যের হার বৃদ্ধি

১৪ জুলাই ঃযোগব্যায়াম কেবল একটি সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, বরং আধুনিক জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্য অর্জনের একটি বৈজ্ঞানিক মাধ্যম হয়ে উঠেছে। চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে, যোগব্যায়াম অনেক রোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় খুবই কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। ডাঃ অশোক কুমার জৈন, কলকাতার ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ বলেন, যোগব্যায়াম কেবল শরীরকে নমনীয় করার একটি মাধ্যম নয়, এটি আমাদের মন ও আত্মার ভারসাম্যও বজায় রাখে। আজকের দ্রুতগতির জীবনে, আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি। এটি প্রমাণ করার জন্য, শহরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের জন্য যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল অংশগ্রহণকারী শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার গুরুত্ব বোঝার এবং যোগব্যায়ামের মাধ্যমে এটিকে শক্তিশালী করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ অধিবেশনটি একজন সার্টিফাইড যোগ প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা অংশগ্রহণকারীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যোগব্যায়ামের পদ্ধতি এবং উপকারিতা জানার সুযোগ দিয়েছিল। এই ধরনের উদ্যোগগুলি কেবল মানুষকে সচেতন করে না, বরং তাদের একটি উন্নত জীবনধারা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। ডাঃ জৈন আরও বলেন, বর্তমান জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ, ভারসাম্যহীন খাদ্যাভ্যাস এবং অনিয়মিত রুটিনের কারণে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা এবং মানসিক ব্যাধির মতো রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে এবং এটি জীবনের মানও উন্নত করে। প্রাণায়াম এবং ধ্যানের মতো যোগব্যায়াম কেবল হৃদস্পন্দনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে না এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং স্ট্রেস হরমোন (কর্টিসল) এর মাত্রাও কমায়। এটি হৃদয়কে সুস্থ রাখে এবং মানসিক শান্তি প্রদান করে।

Name Change

I, MD SHANOWAZ residing at 14, Madar Talla, PS Golabari W.B. do hereby solemnly affirm and my father's actual name Md. Wais instead of Md. Waise which is wrongly recorded in his Voter ID Card No. CHX1614460, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah on 11.07.2025. Md. Wais and Md. Waise both are same and Identical person.

সুচিকিৎসা স্বাস্থ্য পত্রিকা

Name Change

I, Vinay Gupta (old name) S/O Badri Prasad Gupta, residing at 110,Collin Street,Park Street H.O, Kolkata west bengal - 700016, India, have changed my name and shall henceforth be known as Vinay Kumar Gupta (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 14/07/2025. Vinay Kumar Gupta (new name) and Vinay Gupta (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjay Agarwal (old name) S/O Santosh Kumar Agarwal , residing at Ganges Garden Block B3,106 Kiran Chandra Singha Road Ps.Shibpur,Bally Jagachha,Haora west bengal - 711102, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Kumar Agarwal (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 23/06/2025. Sanjay Kumar Agarwal (new name) and Sanjay Agarwal (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Lutfar Rahoman son of Late Sekh Abdul Chattar, residing at Purba Rajbati, Rajarhat Deara, Dist: North 24 Parganas, Pin-700135, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Sekh Lutfar Rahaman as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 14/07/2025. Sk Lutfar Rahoman and Sekh Luftar Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I HASIBUL SEKH (Son's Name) on behalf my Father Late MOSLEM SEKH (Old Name) Residing at Gokhurapota, P.O.-Charatala, P.S.-Chapra, District-Nadia, Pin-741123, West Bengal, India have changed his name and he shall henceforth be known as Late MASLEM SEKH (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit Dated 14/07/2025. Late MOSLEM SEKH (Old Name) and Late MASLEM SEKH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MD ABUBARKATR (Old Name) S/O Late HAJI ABUL HOSSAIN Residing at VILL - Paltadanga, P.O - Sondalia, P.S - Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD ABU BARKAT HOSSAIN (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 4633 dated 22-05-2024. MD ABUBARKATR (Old Name) and MD ABU BARKAT HOSSAIN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mihir Kumar Halder S/o Late Jagat Bandhu Haldar Residing at Raghunathganj, Godown Colony, P.o+P.s - Raghunathganj, District - Murshidabad, Pin - 742225, West Bengal, India shall henceforth be known as Mihir Kumar Haldar. I declare that Mihir Kumar Halder and Mihir Kumar Haldar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-07-2025.

Name Change

I, Sk Reyajuddin (Old Name) C/o Sk Hasiruddin Residing at Vill - Ariya Padamapur, P.o - Manikabasan, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721453, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Riyajuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 14-07-2025. Sk Reyajuddin (Old Name) and Sk Riyajuddin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sushanta Saha (Old Name) S/o Manimohan Saha Residing at Maslandapur, P.o - Maslandapur, District - North 24 Parganas, Pin - 743289, West Bengal shall henceforth be known as Sushanta Kumar Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 17/2025 Dated 14-07-2025. Sushanta Saha(Old Name) and Sushanta Kumar Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdulla Mondal son of Amir Hamja Mondal, residing at Vill & P.O: Benali, P.S : Hanskhali, Dist: Nadia, Pin: 741502, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Md. Abdulla Mondal as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, Nadia dated 04/07/2025. Abdulla Mondal and Md. Abdulla Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Md. Amir Hamja Mandal son of Late Matlubur Rahaman Mondal, residing at Vill & P.O: Benali, P.S : Hanskhali, Dist: Nadia, Pin: 741502, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Amir Hamja Mondal as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, Nadia dated 04/07/2025. Md. Amir Hamja Mandal and Amir Hamja Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Amit Kumar Bera son of Late Sunil Bera, residing at 6A/6/10D, Surya Sen Nagar, P.O – Sarsuna, P.S – Sarsuna, Kolkata – 700061, West Bengal, have changed my named and shall henceforth be known as Amit Bera as declared before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas, vide affidavit No. 23594 dated 17/04/2025. Amit Kumar Bera and Amit Bera both are same and one identical person.

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মেক্সিকোয় আগামী ১ আগস্ট থেকে লাগু হয়ে যাবে নয়া শুল্ক নীতি

১৩ জুলাই ঃ শুল্কযুদ্ধের ময়দানে ট্রাম্পের রোষানলে এবার মেক্সিকো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশাল মিডিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মেক্সিকোর উপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন। আগামী ১ আগস্ট থেকে লাগু হয়ে যাবে নয়া শুল্ক নীতি। শুল্ক অস্ত্রে আঘাত শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে গত বুধবার লিবিয়া, আলজেরিয়া, ইরাক, মলদোভা, ফিলিপিন্স ও ব্রুনাইয়ের উপর শুল্কবাণ ছুড়েছেন ট্রাম্প। এখনও পর্যন্ত ২০টি দেশের উপর চেপেছে বাড়তি শুল্ক। এই তালিকায় রয়েছে, মায়ানমার, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপানের মতো দেশ। এমনকী আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্রও ট্রাম্পের কোপ থেকে রেহাই পায়নি। সেই তালিকাতেই এবার যুক্ত হল মেক্সিকো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি।

ট্রাম্পের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১ আগস্ট থেকে এই দেশগুলির উপর বাড়তি ৩০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছে। এখানে মেক্সিকোর উপর বাড়তি শুল্ক চাপানোর প্রেক্ষিতে ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকার বারবার জানানো সত্ত্বেও মেক্সিকো থেকে মাদক পাচারে কোনওরকম রাশ টানেনি মেক্সিকো সরকার যার জেরেই এই পদক্ষেপ। পাশাপাশি ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। অর্থাৎ আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়ে বাণিজ্যিক পদক্ষেপ করছে যার জেরেই এই শুল্ক কোপ। এখনও পর্যন্ত মার্কিন শুল্কবোমায় সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে ব্রাজিল। ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ব্রাজিলের উপর। দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে মায়ানমার ও লাওস। এই দুই দেশের উপর চেপেছে ৪০ শতাংশ শুল্ক। কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ডের উপর ৩৬ শতাংশ, বাংলাদেশ, সার্বিয়ার উপর ৩৫ শতাংশ, ইংদোনেশিয়ার উপর ৩২ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য আরও একাধিক দেশের উপর ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। যদিও এই তালিকায় এখনও ভারতের নাম আসেনি। জানা যাচ্ছে, যেহেতু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি চলছে, তাই ভারতের বিরুদ্ধে এখনই কোনও পদক্ষেপ নিতে নারাজ হোয়াইট হাউস।

করাচির যাত্রীকে পাঠানো হল সৌদি আরব বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের যাত্রীর

১৪ জুলাই ঃ লাহোর থেকে করাচি যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট কেটেছিলেন যাত্রী। তবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ভুলে করাচির পরিবর্তে যাত্রীকে তুলে দেওয়া হল সৌদি আরবগামী বিমানে। ২ ঘণ্টা পরও বিমান অবতরণ না করায় সন্দেহের বসে ক্রুকে প্রশ্ন করতেই তিনি জানতে পারেন বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছে। সূত্রে জানা গিয়েছে, করাচির পরিবর্তে সৌদি আরবের জেড্ডায় পৌঁছে যাওয়া ওই পাক নাগরিকের নাম শাহজাইন। তিনি বলেন, করাচি যাওয়ার জন্য লাহোর বিমানবন্দর থেকে টিকিট কেটেছিলাম আমি। সেই টিকিট এয়ার হোস্টেজ ও বিমান কর্মীদের দেখাই। বিমান বন্দরের ভিতরে একটি টার্মিনালে দুটি বিমান পার্ক করা ছিল। আমি টিকিট দেখিয়ে বিমানে উঠলেও কেউই আমায় জানায়নি আমি ভুল বিমানে উঠছি। ২ ঘণ্টা বিমান চলার পরও বিমান অবতরণ না করায় এয়ার হোস্টেজকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে তিনি বিষয়টি আমায় জানান।শুধু তাই নয় ওই ব্যক্তি জানান, বিষয়টি জানার পর বিমানের ক্রু সদস্যরা আমাকেই দোষারোপ করতে শুরু করেন। অভিযোগ করা হয়, এটি আমার ভুল, এবং এর জন্য আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। তবে এটা যে কোনওভাবেই আমার ভুল নয় তা ওরা ভালো করেই জানে। গোটা ঘটনায় পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শাহজাইন বলেন, এই ধরনের আন্তর্জাতিক সফর করার জন্য পাসপোর্ট ও ভিসার প্রয়োজন হয়। যা আমার কাছে ছিল না। তাহলে কীভাবে আমাকে বিমানে উঠতে দেওয়া হল? বিষয়টি সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই পাক বিমানসংস্থায় নিরাপত্তার ব্যাপক গাফিলতি সামনে এসেছে। গোটা ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছে লাহোর বিমানবন্দর। স্পষ্টভাবে তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনা বিমান সংস্থার গাফিলতির জেরে।এদিকে জেড্ডায় পৌঁছনোর পর ওই যাত্রী পরবর্তী বিমানে তাঁকে করাচি ফেরত পাঠানোর কথা বললে বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়, এই পক্রিয়ায় তিন থেকে চার দিন সময় লাগতে পারে। এদিকে এই আজব ঘটনায় বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন শাহজাইন।

Name Change

I, Eunus Ali (Old Name) S/O–Najer Molla resident of Vill & Po-Rajapur, PS-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742306 do hereby decrale that I have changed my name from Eunus Ali to Yanus Molla and henceforth I shall be known as Yanus Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/07/2025 . My name Yanus Molla & Eunus Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Ajijur Rahaman Mollik (Old Name) S/O–Khaled Mallick residing at Vill & Po-Andulberia , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Ajijur Rahaman Mollik to Ajijur Rahaman Mallick and henceforth I shall be known as Ajijur Rahaman Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/07/2025 . My name Ajijur Rahaman Mallick & Ajijur Rahaman Mollik both are same and one identical person.

Name Change

I, Ejhar Sk (Old Name) S/O–Ainul Sekh resident of Vill- Barua Uttarpara Po-Barua, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742189 do hereby decrale that I have changed my name from Ejhar Sk to Ijahar Sekh and henceforth I shall be known as Ijahar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/07/2025 . My name Ijahar Sekh & Ejhar Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Hoque Saheb Sk & Haque Saheb Sk (Old Name) S/O–Surabuddin Sekh resident of Vill-Gakunda Po-,Gajdharpara PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742102 do hereby decrale that I have changed my name from Hoque Saheb Sk & Haque Saheb Sk to Haque Saheb Sekh and henceforth I shall be known as Haque Saheb Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/07/2025 . My name Haque Saheb Sekh (new name) & (old name) Hoque Saheb Sk & Haque Saheb Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Musarap Sekh (Old Name) S/O–Sattar Sekh resident of Vill & Po-Boyaliyadanga, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742101 do hereby decrale that I have changed my name from Musarap Sekh to Mosaraf Sk and henceforth I shall be known as Mosaraf Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/07/2025 . My name Mosaraf Sk & Musarap Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Jooly (Old Name) W/O–Azizur Rahaman resident of Vill & Po-Andi, PS-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742168 do hereby decrale that I have changed my name from Jooly to Kamnur Nesha and henceforth I shall be known as Kamnur Nesha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/07/2025 . My name Kamnur Nesha & Jooly both are same and one identical person.

উৎপাদনে ধস! বিপণনেও মার খাচ্ছে দার্জিলিং চা, বাজার দখল করছে নতুন চা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৪ জুলাই ঃ পাহাড় মানেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আঁচলে নদী, ঝর্ণা আর সবুজ চা-

বাগানের গালিচা। আর সেই চা-বাগান বললেই প্রথমেই মাথায় আসে দার্জিলিং চা। গ্লোবাল বাজারে যার আলাদা পরিচয় - 'চায়ের শ্যাম্পেন'। অথচ সেই দার্জিলিং চা-ই আজ লড়াই করছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চা উৎপাদনে ক্রমশঃ ভাটা পড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, যেখানে আগে ১০০ কেজি চা পাতা উৎপাদন হতো, এখন সেখানে উৎপাদন নেমে যাচ্ছে ৬০ কেজিতে - প্রায় ৪০ শতাংশ কমে গেছে উৎপাদন। এর বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে বাগান বন্ধ, শ্রমিক সংকট আর খরচ বৃদ্ধির মতো সমস্যাগুলি। দার্জিলিং অঞ্চলের বড় চা-বাগানগুলিতে জুন-অক্টোবর মাস সাধারণত মূল উৎপাদনের সময়। রেড ব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর টি স্টেটের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুশীল কুমার পাল জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কথায়, এই বর্ষা মরশুমে উৎপাদন অন্তত ৪০শতাংশ কমে গেছে। চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের অভাব, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, আর নানা আর্থিক সমস্যার কারণে বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুধু উৎপাদন নয়, বিপণনেও মার খাচ্ছে দার্জিলিং চা। কারণ হিসেবে উঠে আসছে প্রতিবেশী নেপাল। স্থানীয় চা ব্যবসায়ীরা বলছেন, নেপালের চা দার্জিলিং চা-র বাজার দখল করছে ক্রমশ। কারণ নেপালের চায়ের দাম দার্জিলিং চা-র তুলনায় ৪০-৫০ শতাংশ কম। ফলে লোকাল মার্কেটে নেপালের চা সহজেই বিক্রি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নেপালের চা মিশিয়ে দার্জিলিং চা নামেই বিক্রি হচ্ছে দেশি বাজারে - এতে দার্জিলিংয়ের আসল চা তার পরিচয় হারাচ্ছে। এই সংকট শুধু চা বাগানের মালিক বা শিল্পপতিদের নয়, সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ছেন হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার। উৎপাদন কমার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হচ্ছে বাগান, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি, পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবারগুলির জীবনধারা - সবই বিপর্যস্ত। চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বলছেন, অবিলম্বে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে দার্জিলিং চা-র জৌলুস ইতিহাসে পরিণত হতে বাধ্য। অনেকেই বলছেন, আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন, নকল চা বন্ধে কড়া নিয়ন্ত্রণ আর উৎপাদন বাড়াতে সরকারের সহায়তা - এই ত্রিফলা ছাড়া পাহাড়ের গর্বকে বাঁচানো কঠিন। পাহাড়ের চা শুধু ব্যবসা নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবিকা, দার্জিলিং-এর গর্ব আর এই পাহাড়ি পর্যটনেরও অঙ্গ। অথচ সেই চিরচেনা 'দার্জিলিং চা'-ই আজ হারিয়ে যাওয়ার মুখে! প্রশ্ন একটাই - 'এই সংকটের গন্ধে কি হারিয়ে যাবে চা-এর সুবাস?'

নাকা তল্লাশি চালিয়ে গুলি ও দেশি পিস্তল সহ নওদা থেকে ধৃত অস্ত্রপাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, নওদা, ১৪ জুলাই ঃ দুটি দেশি পিস্তল এবং তিন রাউন্ড গুলি সহ এক অস্ত্র পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল নওদা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সকালে নওদা থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল টিয়াকাটা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি চালায়। সেখানে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে প্রথমে পুলিশ তাকে আটক করে। তারপর তার ব্যাগে তল্লাশি করতেই সেখান থেকে উদ্ধার হয় তিন

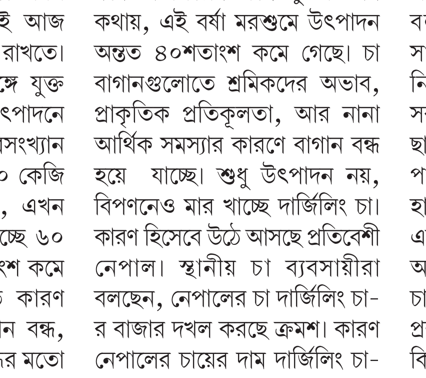

রাউন্ড গুলি সহ দু'টি দেশি পিস্তল। ধৃত ব্যক্তির নাম শফিকুল ইসলাম। তার বাড়ি নওদা থানার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, শফিকুল নদীয়া জেলা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিলো। এরপর সেই আগ্নেয়াস্ত্র নওদা থানা এলাকার কোনও এক ব্যক্তির কাছে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রগুলো হাত বদল হওয়ার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে শফিকুল। নওদা থানার এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, 'সোমবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নওদা থানার পুলিশের একটি দল টিয়াকাটা ফেরিঘাট সংলগ্ন অঞ্চলে তল্লাশি চালায়। তখন শফিকুলকে সেখানে ইতস্তভাবে এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখা যায়। তার চালচলন দেখেই সন্দেহ হয় পুলিশের। তখন তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তার কথার মধ্যে অসঙ্গতি নজরে আসে। এরপর তার সাথে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় তিন রাউন্ড গুলি সহ দু'টি দেশী পিস্তল।' ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, 'শফিকুলের বিরুদ্ধে এর আগেও জালনোট পাচার, খুন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের অভিযোগ রয়েছে। মাস কয়েক আগেই একটি মামলায় জামিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে শফিকুল। কিন্তু তারপর আবারও অস্ত্র পাচারের ব্যবসার সাথে সে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।' শফিকুল ইসলামকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে সোমবার তাকে আদালতে পেশ করেছে নওদা থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত প্রায় দু'মাস ধরে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার তরফে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ বেশি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ৩০০ বেশি গুলি উদ্ধার করেছে জেলা পুলিশ।

প্রাচীন গৌড় সাম্রাজ্যের একাধিক ইতিহাস আজও জ্বলজ্বল করছে ইংরেজবাজারে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষ শহর গৌড়ে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুলাই ঃ এক সময় শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার হত

মালদার প্রাচীন এই বাইশগাজি ওয়াল। প্রাচীন গৌড় সাম্রাজ্যের একাধিক ইতিহাস আজও জ্বলজ্বল করছে মালদা জেলার ইংরেজবাজারে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষ শহর গৌড়ে। এক সময় সেই গৌড় সাম্রাজ্যের ছিল বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ। তবে তা এখন সব ইতিহাসের পাতায়। বর্তমানে সেখানে রয়েছে গৌড় সাম্রাজ্যের একাধিক স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ অংশ। যার অধিকাংশ অংশ ভগ্নদশা অবস্থায়। তবে আজও ভগ্নদশা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে যেন রাজপ্রাসাদকে পাহারা দিয়ে চলেছে এই বাইশগাজি ওয়াল। শত্রুদের আক্রমণ কে ন্যস্ত করতে গৌড় সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য অন্যতম ভিত ছিল এই বাইশগজি ওয়াল। রাজপ্রাসাদ না থাকলেও আজও এই দেওয়ালের শক্তি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তবে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নয়, ধ্বংসাবশেষ অংশ হিসেবে পরিচিতি পায় এই বাইশগজি ওয়াল। মালদার এক ইতিহাস গবেষক এম আতাউল্লাহ জানান, এই গৌড়ের রাজবাড়ি বা সুলতানি মহলের একটি অংশ যা মানুষের কাছে আজও আকর্ষণীয়। যাকে বাইশগজি প্রাচীর বা ওয়াল বলা হয়। সেই সময় এই প্রাচীরটি প্রাচীন গৌড় সাম্রাজ্যের গোটা রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে বিশাল এই প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল গৌড় সাম্রাজ্যের শাসকদের দ্বারা। পুরাতত্ত্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, অনুমান করা হচ্ছে ১৪৪২-১৪৫৯ সালে সুলতান নাসিরুদ্দিন মেহমুদ শাহের শাসনকালে এই স্থাপত্যটি তৈরি করা হয়েছিল। ইঁটের তৈরি এই উঁচু প্রাচীর যা গৌড় প্রাসাদকে ঘিরে ছিল। প্রাচীরের তিনটি ভাগ রয়েছে যা সুলতানের প্রাসাদের তিন দিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের তিনটি অংশের নিরাপত্তার জন্য তৈরি করা হয়। এই প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ২২ গজ বা ৪২ ফিট। তাই এই প্রাচীরকে বাইশগাজি প্রাচীর বলা হয়। তবে এটি চওড়া হিসেবে বেস থেকে ১৫ ফিট এবং উপরে ৯ ফিট। প্রাচীন গৌড় সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ হচ্ছে এই বাইশগাজি প্রাচীর। যা আজও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। আজও এই প্রাচীরকে জেলা-সহ ভিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা আসেন গৌড়ের ইতিহাস জানতে। তবে আজও অনেকে কথিত কাহিনীর উপর নির্ভর করে গৌড়ের ইতিহাসকে বর্ণনা করেন। যদিও এটি সঠিক পদ্ধতি নয় বলে মনে করেন জেলার ইতিহাসবিদরা।

সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ জুলাই ঃ নারকীয় থেকে নারকীয়তম। মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণ। অভিযুক্ত ঘটনার ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেই থানার দ্বারস্থ নির্যাতিতার পরিবার। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার যুবক। সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে যুবক। মাস তিনেক আগের সেই ঘটনার ভিডিয়ো সম্প্রতি অভিযুক্ত ছড়িয়ে দেয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তারপরই বিষয়টি জানতে পেরে থানার দ্বারস্থ নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ পেতেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ অভিযুক্তকে। ঘটনা বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকার। ধৃতকে গ্রেফতার করে আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিস। নির্যাতিতার পরিবার সূত্রে জানা যায়, মাস তিনেক আগে সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে প্রতিম সাঁতরা নামের বছর ১৯ বয়সী এক যুবক। ঘটনায় ওই শিশুর যৌনাঙ্গে আঘাত লাগে। বিষয়টি পরিবারের নজর এড়ায়নি। কিন্তু সেই সময় ওই শিশু ধর্ষণের ঘটনা পরিবারের না জানানোয় বিষয়টিকে তেমন আমল দেননি শিশুর পরিবারের লোকজন। সম্প্রতি অভিযুক্ত যুবক শিশুটিকে ধর্ষণের সেই ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে বিষয়টি নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে। এরপরই তড়িঘড়ি অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে নির্যাতিতা শিশুর পরিবার ইন্দাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে গতকাল রাতেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশের পাশাপাশি নির্যাতিতা শিশুটির মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজার দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের লোকজন।

মানেনি নোটিশ, বুলডোজার দিয়ে জায়গা অধিগ্রহণের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গিপুর, ১৪ জুলাই ঃ রঘুনাথগঞ্জ ওমরপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ফ্লাইওভারের কাজ শুরু করার জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। অধিগৃহীত জায়গার মধ্যে যাদের বাড়ির দোকান অবস্থিত তাদের বেশ কিছুদিন পূর্বে ভেঙে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনিক কার্যকর্তারা। সূত্রের খবর, একাধিকবার নোটিশ করার পরেও অনেকেই তা কর্ণপাত করেননি। সেই কারণেই এবার NHAI, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বুলডোজার দিয়ে জায়গা অধিগ্রহণের কাজ শুরু করা হয়েছে। ভেঙে ফেলা হচ্ছে অধিগৃহীত জায়গার ওপর থাকা একাধিক অবৈধ ভবন। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মথুরাপুর মোড় থেকে মঙ্গলজন মো। পর্যন্ত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই দিকের অবৈধ ভবন ভেঙে ফেলা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। ফলে এবার যানজটমুক্ত হবে জঙ্গিপুর শহর সহ আশেপাশের এলাকা। সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক চললে খুব তাড়াতাড়ি ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ফ্লাইওভার তৈরির দ্বিতীয় দফার কাজও শুরু হয়ে যাবে। জানা গেছে, ওমরপুর চার মাথার মোড় হওয়ার জন্য প্রায় প্রতিদিন প্রচন্ড যানজটে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এই এলাকা দিয়েই বহরমপুর থেকে ফারাক্কামুখী এবং বিপরীতমুখী ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক চলে যাচ্ছে তার ওপর দিয়েই চলে গেছে রঘুনাথগঞ্জ বীরভূম রাজ্য সড়ক। সেই কারণেই প্রতিনিয়ত যেমন দুর্ঘটনা ঘটে, তেমন জাতীয় সড়ক পাড় করে বীরভূম যাওয়ার রাজ্য সড়ক ধরতে সাধারণ মানুষকে প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে প।তে হয়। এর ফলে ওমরপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক মোড়ে নিত্যদিন চরম যানজটের শিকার হতে হত নিত্যযাত্রীদের। যার ফলে রঘুনাথগঞ্জ শহরেও প্রতিনিয়ত যানজটের দুর্বিসহ হয়ে উঠে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা, ভেঙে পড়ল পটলের মাচা ও পেঁপে গাছ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৪ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের কালেখাঁতলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিশ্বরম্ভা এলাকায় হঠাৎ রাতের দমকা হাওয়া ও প্রবল

ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। রবিবার গভীর রাতে হওয়া এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পটলের মাচা ভেঙে পড়ে এবং পেঁপে গাছ উপড়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা। সোমবার সকালে এলাকায় পৌঁছে দেখা যায়, বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে পড়ে রয়েছে ভেঙে যাওয়া পটলের মাচা ও উল্টে যাওয়া শতাধিক পেঁপে গাছ। অনেক জমিতে পটল গাছের মাচা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, ফলে গাছগুলি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইভাবে, পেঁপে গাছগুলির গোড়া আলগা হয়ে যাওয়ায় ঝড়ের দাপটে গাছগুলি ভেঙে পড়েছে জমির উপর। চাষিদের আশঙ্কা, প্রায় ১০০টির বেশি পেঁপে গাছ এক রাতেই নষ্ট হয়ে গেছে। এলাকার এক কৃষক রন দাস জানান, আমরা কয়েকদিন আগেই টানা বৃষ্টির ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই গতরাতের ঝড় সব শেষ করে দিল। পটলের মাচা তৈরি করতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। এখন মাচা ভেঙে পড়েছে, পটল গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। যে খরচ করেছি, তা উঠবে কিনা সন্দেহ। একই অবস্থা পেঁপে চাষেও। চাষিরা সকাল থেকে মাঠে নেমে ক্ষতিগ্রস্ত গাছ ও মাচা মেরামতির কাজে লেগে পড়েছেন। তাঁরা বলছেন, যতটা সম্ভব বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে পুনরুদ্ধার করা খুব কঠিন। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সরকারি সাহায্য ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে আগামী দিনে চাষবাস চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

খেজুরিতে শুনশান রাস্তা বন্ধ দোকানপাট, চলছে পুলিশি নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, খেজুরি, ১৪ জুলাই ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরিতে জলসায় দু'জনের রহস্যমৃত্যু ঘিরে ক্রমেই চড়ছে রাজনীতির পারদ। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা এখনও অধরা। অন্যদিকে, তৃণমূলকে নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার খেজুরি বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। বন্‌ধের প্রভাবও দেখা গিয়েছে। সকাল থেকে এদিন খেজুরিতে শুনশান রাস্তা, দোকানপাট বন্ধ। মোড়ে মোড়ে চলছে পুলিশের টহলদারি। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত শুক্রবার খেজুরির ভাঙনমারিতে অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু হয় স্থানীয় বাসিন্দা বছর তেইশের সুজিত দাস ও পঞ্চাশোর্ধ্ব সুধীরচন্দ্র পাইকের। খুনের অভিযোগ তোলে মৃতের পরিবার। তৃণমূলের খেজুরি দু'নম্বর ব্লকের সভাপতি সমুদ্রব দাস-সহ মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে দু'টি পৃথক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। বিরোধী দলনেতার দাবি, ওই দু'জনকে খুন করা হয়েছে।

দেউচা-পাঁচামিতে খনন কাজের জন্য মাইন ডেভেলপমেন্ট অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি প্রকল্প দেউচা-পাঁচামিতে খনন কাজের জন্য মাইন ডেভেলপমেন্ট অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পে ছয়টি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। যার মধ্যে একটি পোল্যান্ডের। প্রকল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ আনুমানিক ৩৫,০০০ কোটি টাকা। এই খনি দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে দেউচা-পাঁচামির ভূতাত্ত্বিক গঠন জটিল হওয়ায় প্রকল্প শুরুর আগে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। এর সমাধানের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রক মেকানিক্স একটি বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ীই অধোগত খননের পরিকল্পনা গঠন করা হচ্ছে বলে নিগমের মাইনিং বিভাগের ডিরেক্টর চঞ্চল গোস্বামী জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক নয়, সাঁইথিয়ায় তৃণমূল নেতা খুনে উঠে এলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের তত্ত্ব

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ জুলাই ঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই কি খুন তৃণমূল নেতা? সাঁইথিয়াতে শ্রীনিধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পীযূষ ঘোষের মৃত্যুর পেছনে রয়েছে এই গন্ধই পাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তিন জনকে আটক করা হয়েছে। তার মধ্যে দুজন মহিলা রয়েছে একজন পুরুষ। ওই দুজন মহিলার একজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পীযূষের। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর তাদের মোবাইলের কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লাভপুর বিধানসভার এলাকা শ্রীনিধিপুর গ্রামের অঞ্চল সভাপতি পীযূষ ঘোষকে খুনের অভিযোগ ওঠে গত শনিবার রাতে। মৃত তৃণমূল নেতার পরিবার সূত্রে খবর, রাতেই কেউ বা কারা পীযূষ ঘোষকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। রাত দু'টো নাগাদ তাঁর দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাবার স্পষ্ট অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে। প্রথমে এই ঘটনাকে নিতান্তই রাজনৈতিক ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছিল। কারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তার খোঁজ করতে থাকে পুলিশ। তবে তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, পীযূষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

শুরু হয়েছে শ্রাবণী মেলা, প্রথম দিন থেকেই পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে তারকেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ১৪ জুলাই ঃ গুরু পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু হয়েছে শ্রাবণী মেলা। প্রথম দিন থেকেই পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে তারকেশ্বরে। শেওড়াফুলি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে জল নিয়ে তারকেশ্বরে বাবার মন্দিরে যাওয়ার যে পথ অর্থাৎ ১২ নম্বর বৈদ্যবটি-তারকেশ্বর রোডকে অন্যান্য বছরে তুলনায় এ বছর ঢেলে সাজানো হয়েছে। রাস্তার দুপাশের বন, জঙ্গল, সাফ করা হয়েছে আগেই। হাফ কিলোমিটার অন্তর, নির্মাণ করা হয়েছে অস্থায়ী শৌচাগার। পুর্ণ্যার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। পানীয় জল পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির থেকে পুলিশি সহায়তা ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত। এছাড়াও প্লাস্টিক ও বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় করা হয়েছে শেওড়াফুলির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত। পুর্ণ্যার্থীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য সর্বক্ষণ নজর রাখবে জেলা প্রশাসন। মূলতঃ শ্রাবণ মাসের প্রতি শনি রবি ও সোমবার তারকেশ্বরে সমাগম হয় লক্ষ লক্ষ পুর্ণ্যার্থীর। শুধু এরাজ্য নয় ভিন রাজ্য থেকেও লক্ষ লক্ষ পুর্ণ্যার্থীর সমাগম হয় তারকেশ্বরে মন্দিরে। তবে এবছর শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে নয়া উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মেলা সমম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি তথ্য পেতে চালু করা হয়েছে ওয়েব সাইট। এবছর রাজ্যের সাত মন্ত্রীর উপর মেলার দ্বায়িত্ব দেওয়া

হয়েছে। মেলায় ভিড় সামাল দিতে এবং পুর্ণ্যাথীদের নিরাপত্তার স্বার্থে একাধিক পদক্ষেপ যেমন গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার তেমনি মেলা সনম্বন্ধীয় খোলা হয়েছে একটি ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট যেখানে মিলবে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, পরিবহন সুবিধা, তথ্য কেন্দ্র, পুলিশ বুথ সহায়তা কেন্দ্র, আবহাওয়ার তথ্য, জরুরি ভিত্তিক যোগাযোগ নম্বর থেকে মন্দিরে জল ঢালার সময় সূচি থেকে গঙ্গা আরতির সময় সূচি এক ক্লিকেই মিলবে সমস্ত পরিষেবা সনম্বন্ধীয় তথ্য।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবীতে জেলা শাসক দপ্তরে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ জুলাই ঃ সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ সাত দফা দাবীতে ১৪ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তরে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা, প্রশান্ত সামন্ত, নিবাস মানিক, অলক আদক প্রমুখ। ওই স্মারকলিপির প্রতিলিপি সেচ, কৃষি ও উদ্যানপালন দপ্তরের জেলা আধিকারিককেও দেওয়া হয়। নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, গত কয়েকদিন জেলার সর্বত্র মুষলধারে বৃষ্টি ও ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার কারণে সমস্ত নদীর জলস্তর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, এই অবস্থায় ব্যারেজ থেকে এক ধাক্কায় বেশি পরিমাণ জল ছাড়া হলে জেলায় জলবন্দী বা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নারায়নবাবুর অভিযোগ, গত বর্ষার পর জেলার কয়েকটি নিকাশী খাল সংস্কারে জেলা প্রশাসন হাত দিলেও সেগুলির কোনটাই সম্পূর্ণ হয়নি। অন্যদিকে কোনো নদী সংস্কারেও এখনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এছাড়াও জেলার সমস্ত নিকাশী খালগুলিতে কচুরীপানা সহ আবর্জনা পরিস্কারের কাজও এখনো তেমন করে শুরু হয়নি। ফলস্বরূপ এই বৃষ্টিতে জেলার কিছু কিছু নিচু এলাকায় জল জমে গেছে। নিচু এলাকায় যেখানে আমন ধানের বীজতলা ফেলানো হয়েছে, সেই বীজতলাগুলি ইতিমধ্যে ডুবে গেছে। নরম প্রকৃতির ফুল যেমন-গাঁদা, অপরাজিতা, দোপাটি, মোরগা সহ বিভিন্ন সিজিন ফুলের চাষও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবজি চাষও ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে। এই সুযোগে সবজি ব্যবসায়ীরা ফাটকাবাজি করে সবজির দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। স্মারকলিপির দাবীগুলির হল-১) কংসাবতী -রূপনারায়ন- কেলেঘাই-চন্ডীয়া সহ বিভিন্ন নদীবাঁধগুলি সর্বক্ষণের নজরদারির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তৎক্ষনাত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ২) জেলার যে সমস্ত খালগুলি সংস্কার চলছিল, সেই সংস্কারের জন্য খালের ভেতরে দেওয়া ক্রশমবাঁধগুলি অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত ৩) দ্রুত সমস্ত খালে জমে থাকা কচুরীপানা ও আবর্জনা পরিস্কারের কাজ শুরু করে নিকাশী জল বের করার ব্যবস্থা গ্রহণ ৪) ক্ষতিগ্রস্ত সবজি ও ফুলচাষীদের অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ৫) ক্ষতিগ্রস্ত আমন ধানচাষীদের পুনরায় বীজতলা ফেলার জন্য সরকারিভাবে বীজ ধান সরবরাহ, বীজধান বিক্রির ক্ষেত্রে কালোবাজারী বন্ধ ৬) সবজি বিক্রির ক্ষেত্রে ফাটকাবাজি বন্ধে টাস্ক ফোর্সের নজরদারি ৭) গত আমন চাষের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যারা বাংলা ফসল বীমা প্রকল্পে এখনো ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি, অবিলম্বে তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান প্রভৃতি।

'সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও' - শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে মহাসাড়ম্বরে বনমহোৎসব ২০২৫

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং জেলাস্তরীয় বনমহোৎসব কমিটি ও বনদফতরের সহযোগিতায় সোমবার মহাসাড়ম্বরে আয়োজিত হল বনমহোৎসব ২০২৫। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক চত্বরে এই উৎসবের সূচনা হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, এসজেডিএ-র নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার, শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, বনদফতরের মুখ্য বনপাল ড. কণা তালুকদার, বেঙ্গল সাফারির প্রধান মুখ্য বনপাল রাজেশ যাদব, মহাকুমা শাসক অবধ সিংহল-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ বন আধিকারিক ও রেঞ্জাররা। অনুষ্ঠানের শুরুতে এক বিশেষ ট্যাবেলো উন্মোচন করেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প বেঙ্গল সাফারি উত্তরবঙ্গের গর্ব। প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে বহু পর্যটক এই পার্কে আসেন। পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে খুব শীঘ্রই বেঙ্গল সাফারির মূল ফটকের কাছে স্থাপন করা হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি। মেয়র গৌতম দেব জানান, ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের কাছে এই বিষয়ে আবেদন করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, একজন অফিসার, দু'জন এএসআই ও ৫-৬ জন কনস্টেবল নিয়ে শুরু হবে বেঙ্গল সাফারি ফাঁড়ির কাজ। এছাড়াও সাফারির ভেতরে পুলিশের বাইক পেট্রোলিং চালু থাকবে যাতে চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা রোধ করা যায়। পুজোর আগে পর্যটকদের জন্য আরও একটি সুখবর - বেঙ্গল সাফারিতে আসছে নতুন চারটি সিংহ শাবক। পুজোর উপহার হিসেবে এই শাবকগুলো শীঘ্রই দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন সাফারি কর্তৃপক্ষ। বছরের বিশেষ দিনগুলোতে বেঙ্গল সাফারিতে ভিড় বাড়ে পর্যটকদের। তাই নিরাপত্তার পাশাপাশি সবুজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে এবারের বনমহোৎসব শিলিগুড়ির কাছে এক বড় বার্তা - 'সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও, সবুজের মাঝে বিবেক জাগাও।'

বায়রন নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য ব্লক সভাপতির, বাড়িতে এল শোকজ চিঠি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুলাই ঃ সাগরদিঘি বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য দলের অন্য নেতার। ভরা সভা থেকে তৃণমূল নেতার করা মন্তব্যের জেরে তাকে শোকজ করল দল। জানা গেছে, এদিন সাগরদিঘি ব্লকের তৃণমূল সভাপতি মেহবুব আলমকে এই চিঠি পাঠিয়েছে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান। শোকজ চিঠিতে তিন দিনের মধ্যে ব্লক সভাপতিকে তার মন্তব্যের ভিত্তিতে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা সভাপতি। এদিন খলিলুর রহমান বলেন, 'একটা শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে চলে। কাজেই কেউ যে কোনও গিয়ে যা খুশি তাই বলে দিল চলে না। শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে দলের নেতা- কর্মীকে কাজ করতে হবে। এরপরেও কেউ যদি শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে। তা হলে দলে নিজের মতো গোটা ব্যাপারটায় সেই নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সাগরদিঘি পাটকেলডাঙ্গা এলাকায় একটি একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় হাজির হয়েছিলেন মেহবুব। সেখানেই ভাষণ পর্বে দলেরই বিধায়ককে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন তিনি। মেহবুব বলেন, 'আসল তৃণমূল, যারা বুথ সভাপতি, যারা তৃণমূলের জন্য পরিশ্রম করছে। বিধায়ক তাদের প্রত্যাখান করছে। সাগরদিঘিকে দ্বিতীয় ভাঙড়ে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।' তাঁর আরও দাবি, 'ব্যবসা বাঁচানোর জন্য বায়রন বিশ্বাস তৃণমূলে এসেছেন। এখানে তিনি মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছেন। আমাদের মায়ের কোল খালি হলে তার দায় কিন্তু আপনারই।'

সামুদ্রিক পণ্য রফতানিতে পশ্চিমবঙ্গ নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ সামুদ্রিক পণ্য রফতানিতে পশ্চিমবঙ্গ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে। এই সময় রাজ্য থেকে মোট প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার মেট্রিকটন সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকার বেশি। এই খাতে ব্যবসায়ীদের আয় বেড়েছে আগের অর্থবর্ষের তুলনায় ৪ শতাংশেরও বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্য ১ লক্ষ ৩২ হাজার মেট্রিক টনের বেশি সামুদ্রিক পণ্য রফতানি করে আয় হয়েছিল ৪ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। মেরিন প্রোডাক্টস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সূত্রে এখবর জানা গেছে। রাজ্যের সামুদ্রিক রফতানিতে চিংড়ি প্রধান হলেও, অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি, পমফ্রেট, অক্টোপাস ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছও রফতানির তালিকায় রয়েছে। রফতানির গন্তব্য হিসেবে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অন্যতম।

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 01, Dated: 11/07/2025
The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchavat, Purba Bardhaman for the 3(Three) similar works. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **21/07/2025 up to 11.00 IST**. Date of opening or Technical Bid: **23/07/2023 up to 11.00 IST.** For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 02, Dated: 11/07/2025
The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchavat, Purba Bardhaman for the work of Const. CC cover drain with sock pit. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **21/07/2025 up to 15.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **23/07/2023 up to 15.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

Hooghly- Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road,Pipulpati,PO & Dist.-Hooghly
Tel.:2680-2899/2319,Telefax.:2680-6091
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/NIT10/7e/25
Memo No-: 1245/Eng/S.D Dated : 10.07.2025
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil works under this Municipality. Vide **e-Tender ID No. 2025_MAD_877785_01-61** Closing date of Bid submission is **12.08.2025 up to 15.00 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https:// wbtenders.gov.in**
Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

বিদেশিদের অপেক্ষা, বিপিন-এডমুন্ডে নতুন আশার আলো ইস্টবেঙ্গলে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ আগামী ২৩ জুলাই ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রতিযোগিতা ঘিরে ইতিমধ্যেই ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে উন্মাদনা। উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। আর সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে এখনও দলের প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজো দেশে ফেরেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সহকারী কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানেই চলছে প্রস্তুতি। গত রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সংলগ্ন প্রশিক্ষণ মাঠে অনুশীলনে নামেন দলের একাধিক ভারতীয় ফুটবলার। ছিলেন ডেভিড, নাওরেম মহেশ এবং সদ্য দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বিপিন, রামসাঙ্গা এবং এডমুন্ড সহ আরও কয়েকজন ফুটবলার। তবে প্রথমদিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন আনোয়ার আলি ও প্রভসুখন গিল। সূত্রের খবর, কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা দলে যোগ দেবেন। এরই মধ্যে সবথেকে বড় প্রশ্ন, কবে যোগ দেবেন বিদেশি ফুটবলাররা? লাল-হলুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, বিদেশিদের দ্রুত আনার চেষ্টা চলছে। জানা গিয়েছে, ডিফেন্ডার রশিদ ও মিডফিল্ডার মিগুয়েলের ভিসার আবেদন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে সম্ভবত চারজন বিদেশিকে নিয়েই মাঠে নামবে মশাল বাহিনী। আইএসএলে ছয় বিদেশি ফুটবলার রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি থাকলেও দেশের শীর্ষ লিগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে আপাতত আরও দুই বিদেশির চুক্তি সই করানো হয়নি। তবে দু'জন ফুটবলার প্রায় চূড়ান্ত। নাম না প্রকাশ্যে রাখতে চায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ, কারণ এখনও সই হয়নি তাঁদের সঙ্গে। সব ঠিক থাকলে লিগের আগে সেই সমস্যার সমাধান হবে বলেই আশাবাদী ক্লাব। ডুরান্ড কাপ ২০২৫ ময়দান প্রধান ইস্টবেঙ্গল রয়েছে গ্রুপ 'এ'তে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড, নামধারী এফসি এবং ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের পাশাপাশি সেরা দুই দ্বিতীয় স্থানে থাকা দল পৌঁছবে কোয়ার্টার ফাইনালে। অতএব, প্রথম থেকেই ভাল পারফরম্যান্সের উপর থাকবে জোর। ডুরান্ড কাপের মতো ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টে ট্রফি জয়ই লাল-হলুদ শিবিরের প্রাথমিক লক্ষ্য। অস্কার ব্রুজো ফিরে আসার পর মূল একাদশ গঠনের কাজ জোরকদমে শুরু হবে। তার আগেই ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ক্লাব, যা নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক বার্তা লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য।

শ্রীলঙ্কা সফরে বিরাট পরিবর্তন!

রোহিত শর্মা নন সম্ভাব্য অধিনায়ক শুভমন গিল

মুম্বই, ১৪ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটে আবারো পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে জোর টক্কর দিচ্ছে শুভমনের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। কিন্তু এরই মাঝে সামনে এলো এক বড় খবর। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভারতের সম্ভাব্য ওয়ানডে স্কোয়াড প্রায় চূড়ান্ত। আর এই দলে দেখা যেতে পারে একাধিক বড় পরিবর্তন। বিসিসিআই সূত্রে খবর, রোহিত শর্মাকে একদিনের ক্রিকেট অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে শুভমন গিলকে দায়িত্ব দিতে চলেছে নির্বাচক কমিটি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পরই নির্বাচকদের নজরে এসেছেন এই তরুণ তারকা। গিলের ঠান্ডা মাথার ব্যাটিং এবং মাঠে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা নির্বাচকদের যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে বলেই জানা যাচ্ছে। তবে গিল অধিনায়ক হলেও, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি থাকছেন দলের মূল অংশ হিসেবেই। মূলত অভিজ্ঞতা ও মিডল অর্ডারে ভারসাম্য বজায় রাখতে রোহিত-বিরাটের মতো তারকা খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া হয়নি। রোহিত এই সিরিজে খেললেও অধিনায়ক হিসাবে আর মাঠে নামবেন না বলেই জোর গুঞ্জন। অন্যদিকে, কোহলির ফর্মও বিবেচনায় রেখেই তাকে রাখা হচ্ছে স্কোয়াডে। নতুন অধিনায়কের পাশে একটি ভরসাযোগ্য নাম হিসেবে শ্রেয়াস আইয়ারকে রাখা হতে পারে সহ-অধিনায়ক হিসেবে। মাঝের ওভারগুলোতে আইয়ারের ব্যাটিং দক্ষতা এবং ফিল্ডিং লাইন আপ সাজানোর ক্ষমতা নির্বাচকদের ভরসা জোগাচ্ছে। এই সিরিজে বেশ কিছু নতুন মুখ দেখা যাবে। বিশেষ করে আইপিএল ও ভারত 'এ' দলের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পর সাই সুদর্শন এবং ধ্রুব জুরেল দলে জায়গা করে নিয়েছেন। সম্ভাব্য উইকেটরক্ষক হিসেবে ধ্রুব জুরেল ও কেএল রাহুল থাকছেন স্কোয়াডে। উল্লেখ্য, মূলত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই সময়সীমায় একটি ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে সিরিজটি স্থগিত হয়ে যায়। তার বদলে বিসিসিআই দ্রুতই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সাদা বলের সিরিজ আয়োজন করতে চলেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত বিসিসিআই বা শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি, তবে ক্রিকেট মহলে এই সফর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজটি শুধুমাত্র ভারতের নতুন নেতৃত্বের সূচনা নয়, বরং ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলের কাঠামো গড়ার প্রস্তুতি হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। গিলের নেতৃত্বে কেমন পারফরম্যান্স দেয় ভারতীয় দল, তা এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রে।

সম্ভাব্য স্কোয়াড-শুভমন গিল, শ্রেয়াস আইয়ার, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল, কেএল রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, হার্দিক পান্ডিয়া, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, মহম্মদ সিরাজ

ইতালির প্রথম উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার

ফাইনালে পরাজিত আলকারাজ

লন্ডন, ১৪ জুলাইঃ ইতিহাসের পাতায় নতুন নাম লেখালেন জানিক সিনার। ২০২৫ সালের উইম্বলডন ফাইনালে দুইবারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে চার সেটের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পরাজিত করে প্রথম ইতালিয়ান হিসেবে উইম্বলডন জিতলেন সিনার। ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ স্কোরে এই জয় তাকে তার ক্যারিয়ারের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা এনে দিয়েছে। এই জয়ের মাধ্যমে তিনি ফ্রেঞ্চ ওপেনের হারের কষ্ট কাটিয়ে উঠে নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই বছরের ফ্রেঞ্চ ওপেনে আলকারাজের কাছে হেরেছিলেন সিনার, যেখানে তিনি চতুর্থ সেটে তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট হারিয়েছিলেন। কিন্তু উইম্বলডনের ফাইনালে সেই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হতে দেননি তিনি। ম্যাচের তৃতীয় সেটে ২-১ এগিয়ে থাকার পর চতুর্থ সেটে ৫-৩ স্কোরে এবং ৪০-০ এ তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট পেয়েছিলেন সিনার। আলকারাজ একটি পয়েন্ট বাঁচাতে সক্ষম হলেও বাকি দুটি রক্ষা করতে পারেননি। সিনার চারবার আলকারাজের সার্ভিস ভেঙেছেন, যার মধ্যে প্রথম সেটে দুবার এবং চতুর্থ সেটে একবার। এরপর শেষ সার্ভিস ধরে রেখে তিনি জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচের পর আলকারাজ সিনারের প্রশংসা করে বলেন, "তুমি আমার জন্য অনেক গর্বের। আমি কোর্টে আনন্দ ছড়াতে চাই।" অন্যদিকে, সিনারও আলকারাজের প্রশংসা করে বলেন, "তুমি যে ধরনের খেলোয়াড়, তার জন্য ধন্যবাদ।"

তিনি ফ্রেঞ্চ ওপেনের পরাজয় নিয়ে বলেন, "প্যারিসে আমি একটি কঠিন হারের সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে জয় বা হারের চেয়েও বড় বিষয় হল নিজের ভুল বোঝা এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা। আমরা ঠিক তাই করেছি। আমরা হার মেনে নিয়ে কাজ চালিয়ে গেছি, এবং এই কারণেই আমি আজ এই ট্রফি হাতে ধরে আছি।" এই জয়ের মাধ্যমে সিনার শুধু ইতালির প্রথম উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নই হননি, বরং তিনি বিশ্ব টেনিসের শীর্ষ খেলোয়াড়দের মধ্যে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছেন। তার খেলার ধরন-শক্তিশালী সার্ভিস, আক্রমণাত্মক গ্রাউন্ডস্ট্রোক এবং কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা-এই ম্যাচে স্পষ্ট ছিল। আলকারাজ, যিনি টানা দুইবার উইম্বলডন জিতেছিলেন, এই ম্যাচে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সিনারের ধারাবাহিকতার কাছে হার মানতে হয়। এই জয় জঙ্গলমহলের ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্যও একটি বিশেষ মুহূর্ত। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া অনুরাগীরা এই জয়কে উৎসবের মতো উদযাপন করছেন, কারণ সিনারের এই অর্জন তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি প্রেরণা। উইম্বলডনের এই জয় শুধু সিনারের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং ইতালির টেনিস ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সিনারের এই জয় বিশ্ব টেনিসে নতুন প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত দেয়। আলকারাজের মতো তরুণ এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে তার এই জয় প্রমাণ করে যে তিনি আগামী দিনে আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে প্রস্তুত। উইম্বলডন ২০২৫-এর এই ফাইনাল টেনিসপ্রেমীদের জন্য একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে থাকবে।

সাদা-কালো থেকে জামশেদপুর ফিরলেন এই তারকা

জামশেদপুর, ১৪ জুলাইঃ দৃষ্টিনন্দন ফুটবলের মধ্যে দিয়ে আগের সিজন শেষ করেছিল জামশেদপুর এফসি। বিশেষ করে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএলে প্রথম থেকেই প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল খালিদ জামিলের ছেলেরা। তাঁরা পরাজিত করেছিল মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়া থেকে শুরু করে মুম্বাই সিটি এফসির মতো দলকে। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই ছন্দ হারাতে শুরু করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলে। নেমে আসতে হয়েছিল বেশ কিছুটা নিচে। কিন্তু টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগে বদলে গিয়েছিল সমস্ত পরিসংখ্যান। মাঝে ছন্দ পতন হলেও পরবর্তীতে ঘরের মাঠে এফসি গোয়া দলকে পরাজিত করার ফলে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছিল সকল ফুটবলারদের। সহজেই দল চলে গিয়েছিল সুপার সিক্সে। তারপর অনায়াসেই শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে পরাজিত করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সেমিফাইনালে স্থান করে নিয়েছিল খালিদ জামিলের ছেলেরা। কিন্তু সেখানেই বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। লিগের প্রথম লেগের সেমিফাইনালে তাঁদের টেক্কা দেওয়া

সম্ভব হলেও দ্বিতীয় লেগে তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তারপর কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। কলিঙ্গের বুকে শেষ হাসি হেসেছিল গোয়া। কিন্তু সেইসব এখন অতীত। আসন্ন ফুটবল মরসুমে ভালো পারফরম্যান্স করাই এখন অন্যতম লক্ষ্য একবারের লিগ শিল্ড জয়ীদের। সেইমতো অনেক আগে থেকেই ঘর সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। নয়া ফুটবলার নির্বাচন করার পাশাপাশি দলের বেশ কিছু পুরনো ফুটবলারদের ফিরিয়ে আনারও পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল মনভীর সিংয়ের নাম। সেটাই হলো শেষ পর্যন্ত। আসন্ন ডুরান্ড কাপ শুরু হওয়ার আগে এই ভারতীয় তারকাকে দলে ফিরিয়ে আনলো খালিদ জামিলের ফুটবল ক্লাব। উল্লেখ্য, গত আইএসএলের দ্বিতীয় লেগে কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল এই ভারতীয় ফরোয়ার্ডকে। বেশ কয়েকটি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। তবে এবার নয়া মরসুম শুরু করতে চলেছেন খালিদ জামিলের দলের হয়ে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী জামশেদপুরের জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সেই হবে সবকটি ম্যাচ। যেখানে প্রথম ম্যাচে তাঁদের লড়াই করতে হবে লাদাখ এফসির সঙ্গে। এখন সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

আলাদা হচ্ছেন সাইনা-কশ্যপ, ইনস্টাগ্রামে জানালেন সিদ্ধান্তের কথা

হায়দরাবাদ, ১৪ জুলাইঃ দীর্ঘ পাঁচ বছরের দাম্পত্যে ইতি টানলেন অলিম্পিকজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল। রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী পারুপল্লি কশ্যপের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করলেন তিনি। ইনস্টাগ্রামের পোস্টে সাইনা লেখেন, 'জীবন আমাদের অনেক সময় আলাদা পথে নিয়ে যায়। অনেক ভেবেচিন্তে, আলোচনা করে আমি ও কশ্যপ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আলাদা হব। আমরা নিজেদের এবং একে অপরের জন্য শান্তি, মানসিকভাবে ভাল থাকা ও সুস্থভাবে বাঁচার পথ বেছে নিচ্ছি।' সাইনা আরও লেখেন, 'একসঙ্গে কাটানো প্রত্যেকটা সময় বিশেষ, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে যাতে ওর ভাল হয়, সেই প্রার্থনা করি। এই সময় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে সম্মান জানানোয় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।' ২০১৮ সালে বিয়ে করেছিলেন সাইনা ও কশ্যপ। হায়দরাবাদের পুল্লেলা গোপীচাঁদ ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে একসঙ্গে ট্রেনিং করতে করতেই প্রেম, পরে পরিণয়। কেরিয়ারে সাইনার কৃতিত্বের তালিকা দীর্ঘ, ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক, ২০১৫-তে বিশ্বের এক নম্বর মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হওয়া, এই সবই তাঁকে দেশজোড়া পরিচিতি এনে দেয়। অন্যদিকে, কশ্যপের ঝুলিতে রয়েছে ২০১৪ সালের কমনওয়েলথ গেমসের সোনার পদক। এই বিচ্ছেদ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি পারুপল্লি কশ্যপ। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে এক পডকাস্টে সাইনা জানিয়েছিলেন, তিনি আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন এবং হাঁটুর কার্টিলেজ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বলেছিলেন, "হাঁটুর অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। দিনে আট-নয় ঘণ্টা ট্রেনিং করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দু'ঘণ্টা অনুশীলন করে বিশ্বসেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সম্ভব নয়।" ফলে তাঁকে আর খুব একটা খেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দেখা যায় না। এখন এই শারীরিক সমস্যাই কি ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর ছায়া ফেলল? সে বিষয়ে কিছু না জানালেও, বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে সাইনার এই শারীরিক ও মানসিক লড়াইয়ের প্রভাব পড়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে।

ইউরোপ সেরা পিএসজিকে গুঁড়িয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন চেলসি

বড় মঞ্চে নিজের সেরাটা মেলে ধরলেন কোল পালমার। নিজে করলেন জোড়া গোল, অবদান রাখলেন সতীর্থের গোলে। ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে স্রেফ গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন আঙ্গিকের ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল চেলসি।

নিউ জার্সি, ১৪ জুলাইঃ নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ৮২ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে রবিবারের ফাইনালে ৩-০ গোলে জিতেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি। সবগুলো গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। অন্য গোলটি করেন জোয়াও পেদ্রো, যিনি জোড়া গোল করেছিলেন সেমি-ফাইনালে। দুর্দান্ত সময় কাটানো এই মরসুমে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়সহ মোট ৪টি ট্রফি জিতে নেয় পিএসজি। এই ফাইনালেও তাদের এগিয়ে রাখা হচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। আসরে আগের ৬ ম্যাচে তারা স্রেফ একটি গোল হজম করেছিল বতাফোগোর বিপক্ষে বিস্ময়করভাবে ১-০ ব্যবধানে হারের দিনে। বিপরীতে গোল করেছিল মোট ১৬টি, যার চারটি সেমি-ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। কিন্তু চেলসির সামনে পাত্তাই পেল না লুইস এনরিকের দল। এন্টসো মারেস্কার কোচিংয়ে চেলসি মরসুম শেষ করল দ্বিতীয় ট্রফি জিতে। গত মে মাসে তারা উয়েফা কনফারেন্স লিগ জয়ের স্বাদ পায় ফাইনালে রিয়াল বেতিসকে ৪-১ গোলে হারিয়ে। চেলসির এবারের সাফল্যে বড় অবদান আছে গোলরক্ষক রবের্তো সানচেসেরও। গোলের জন্য পিএসজি ৮টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে ৬টি, সবকটিই সেভ করেন সানচেস। যার ৪টি ছিল দুর্দান্ত। ৩৩ শতাংশের একটু বেশি সময় বল দখলে রেখে চেলসির ১০ শটের ৫টি লক্ষ্যে ছিল। সেমি-ফাইনালে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে আসা চেলসি আক্রমণাত্মক শুরু করে পিএসজির বিপক্ষে। অষ্টম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে পালমারের বাঁ পায়ের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ষোড়শ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় শেষ চারে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে হারানো পিএসজি। ফাবিয়ান রুইসের চমৎকার পাস বক্সে ভালো পজিশনে পান দিজিরে দুয়ে, কিন্তু নিজে শট না নিয়ে আশরাফ হাকিমিকে পাস দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। বল ক্লিয়ার করেন চেলসির ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেইয়া। দুই মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে দুয়ের জোরাল নিচু শট ঝাঁপিয়ে এক হাতে ঠেকান সানচেস। ২২তম মিনিটে এগিয়ে যায় চেলসি। গোলরক্ষকের লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে মালো গিস্তোর শট রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর এই ডিফেন্ডার খুঁজে নেন পালমারকে। বাঁ পায়ের নিচু শটে বল জালে পাঠান ২৩ বছর বয়সী ইংলিশ উইঙ্গার। আট মিনিট পর দুর্দান্ত গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পালমার। নিজেদের অর্ধ থেকে ডিফেন্ডার লিভাই কলউইলের উঁচু করে বাড়ানো বল ধরে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি, জায়গা বানিয়ে বাঁ পায়ের আরেকটি নিচু শটে দুই খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে খুঁজে নেন জাল। পিএসজিকে কোণঠাসা করে ৪৩তম মিনিটে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। এই গোলেও জড়িয়ে আছে পালমারের নাম। তিনি পাস দেন বক্সে, অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে বক্সে ঢুকে প্রথম স্পর্শে গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে বল জালে পাঠান জোয়াও পেদ্রো। চেলসির হয়ে তিন ম্যাচে পেদ্রোর গোল হলো তিনটি। নতুন ঠিকানায় প্রথমবার শুরুর একাদশে নেমেই ছেলেবেলার ক্লাব ফ্লুমিনেসির বিপক্ষে চোখধাঁধানো দুটি গোল করেছিলেন তিনি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আরেকটি দারুণ সেভ করেন সানচেস। জোয়াও নেভেসের হেড ঝাঁপিয়ে ঠেকান তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের অষ্টম মিনিটে অবিশ্বাস্য সেভ করে জাল অক্ষত রাখেন সানচেস। কাছ থেকে উসমান দেম্বেলের প্রচেষ্টা দারুণ ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে এক হাতে ব্যর্থ করে দেন ২৭ বছর বয়সী স্প্যানিশ গোলরক্ষক। ৬০তম মিনিটে আরেকবার সানচেসের দৃঢ়তায় বেঁচে যায় চেলসি। ৩০ গজ দূর থেকে ভিতিনিয়ার জোরাল শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন তিনি। ৬৭তম মিনিটে জোয়াও পেদ্রোর বদলি নামার পর প্রথম স্পর্শেই চমকার এক গোল পেতে যাচ্ছিলেন লিয়াম ডেলাপ। বক্সের বাইরে থেকে এই ইংলিশ স্ট্রাইকারের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান জানলুইজি দোন্নারুম্মা। ৮০তম মিনিটে ডেলাপের আরেকটি প্রচেষ্টা আটকান ইতালিয়ান গোলরক্ষক। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ১০ জনের দলে পরিণত হয় পিএসজি। পেছন থেকে কুকুরেইয়ার চুল টেনে ধরায় ভিএআরের সাহায্যে পিএসজি মিডফিল্ডার জোয়াও নেভেসকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। বাকি সময়ে আর কেউ কিছু করতে পারেনি। শেষ বাঁশি বাজার পর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই দলের কয়েক জন। জোয়াও পেদ্রোর মুখে আঘাত করেন পিএসজি কোচ এনরিকে। একটু পর অবশ্য বাঁধভাঙা উদযাপনে মেতে ওঠে গোটা চেলসি শিবির। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পাশে বসে শিরোপা লড়াই উপভোগ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে খেলোয়াড়, ম্যাচ অফিসিয়ালদের মেডেল ও চ্যাম্পিয়ন অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেন তারা।

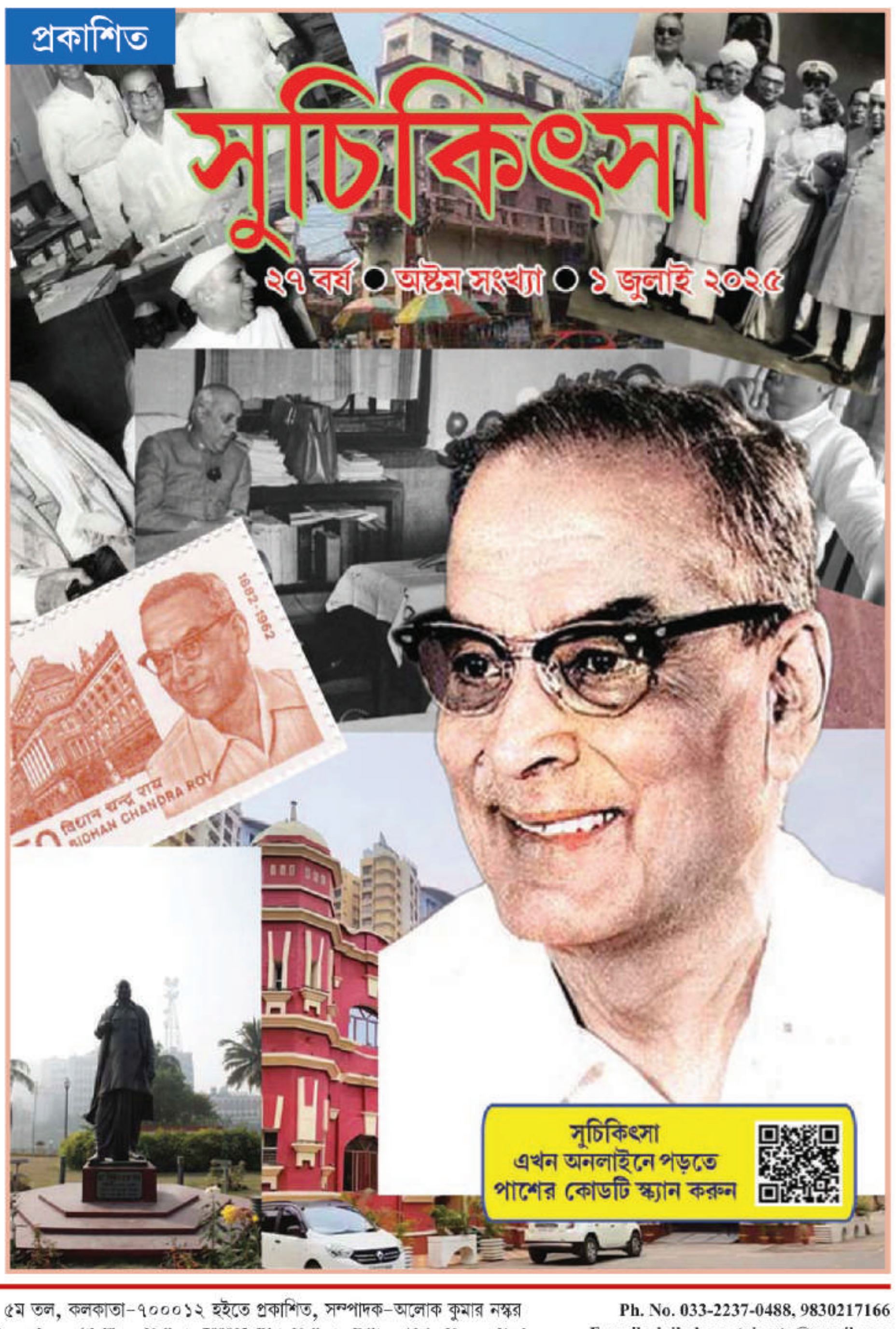

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com